ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

(তারতম্য-বিষয়ক সিদ্ধান্ত)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ

শ্রীচৈতন্য মঠ

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

প্রকাশক ঃ- ত্রিদণ্ডি স্বামী ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ
(আচার্য্য ও সাধারণ সম্পাদক)

তৃতীয় সংস্করণ ঃ-শ্রী রাসপূর্ণিমা বাসর, ইং ২০০০ সাল

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

শ্রীচৈতন্য মঠ

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, ফোন ঃ-(০৩৪৭২) ৪৫২১৬

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, ফোন ঃ-(০৩৪৭২) ৪৫২৪৯

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট

৭০ বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

ফোন ঃ-(০৩৩) ৪৬৬২২৬০

প্রথম সংস্করণের

উপোদ্ঘাত

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও বিষ্ণু—অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের আবির্ভাবত্রয়। ব্রহ্মজ্ঞের নাম 'ব্রাহ্মণ' এবং ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদুপাসকের নাম 'বৈষ্ণব'। পূর্ণাবির্ভাব-তত্ত্বই ভগবান্ এবং অসম্যগাবির্ভাব-তত্ত্বই ব্রহ্ম। সুতরাং সম্বন্ধজ্ঞানময় ব্রাহ্মণই ভজন করিলে ভাগবত হইতে পারেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে ব্রহ্মের যে পাঁচপ্রকার সগুণোপাসনা কল্পনা করেন, তাহা অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-নির্দ্দেশক নহে। বিবর্ত্তবাদী আপনাকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া অভিমান করিতে গিয়া সকাম অনুভূতিতেই ব্রাহ্মণতা আবদ্ধ, স্থির করেন; পরন্তু জীবের স্বরূপে ব্রহ্মজ্ঞ-ধর্ম্ম নিত্যকালই বর্ত্তমান। বিষ্ণুর কৃপায় মায়াবাদ ছাড়িয়া গেলে ব্রাহ্মণ তখন অবিমিশ্র ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব হন। গরুড়পুরাণে—

> ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
> সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
> সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।

এই গ্রন্থ-পাঠে ধীর পাঠক জানিবেন যে, বৃত্তব্রাহ্মণতার অভাবে কেহই ভক্তিপথে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না। ইতি

শ্রীপ্রিয়নাথ দেবশর্ম্মা (মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাবাচস্পতি)
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (কবিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী, এম্-এ, বি-এল্)
শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী (বি-এ)
শ্রীজগদীশ অধিকারী (বৈষ্ণবসিদ্ধান্তভূষণ, মহামহোপদেশক, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ বি-এ)

দ্বিতীয়-সংস্করণের

পূর্ব্ব ভাষ

বাঙ্গালা ১৩১৮ সালের ২২শে ভাদ্র, ইংরাজী ১৯১১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় মেদিনীপুর-জিলার বালিঘাই-উদ্ধবপুর-গ্রামে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের পণ্ডিতপ্রবর অধুনা পরলোকগত বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহোদয়ের সভাপতিত্বে যে একটি বিচার-সভার প্রথম দিনের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীধাম বৃন্দাবনের সম্প্রতি পরলোকগত পণ্ডিতবর মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের অনুরোধ-ক্রমে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যে প্রবন্ধটী ক্রমিকভাবে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাই এই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এই প্রবন্ধটী তদানীন্তন নিরপেক্ষ পণ্ডিতমণ্ডলী, বৈষ্ণব-সজ্জন, সভাপতি ও সভ্যবৃন্দের হৃদয় বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমে এই প্রবন্ধটী রচিত হইয়া তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। বলিতে কি, উক্ত বালিঘাই-সভায় এই প্রবন্ধের পাঠ ও বক্তৃতা-মূলে যে শাস্ত্রীয় ও শ্রৌত-সিদ্ধান্ত জগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাতে শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সমাজের এক চিরস্মরণীয় নবযুগের সূচনা করিয়াছে। ইতি

শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা (সান্যাল, মহামহোপদেশক, আচার্য্য ভক্তিসুধাকর, এম্-এ)

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপদেশক, ভক্তিসারঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকদ্বয়

গ্রন্থের কথাসার

প্রকৃতিজনকাণ্ড—এই কাণ্ডে ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের সীমা-নির্দ্দেশ; স্মরণাতীতকাল হইতে ভারতে নানাপ্রকার দৃশ্যপটের অবতারণা; সমস্ত অভিনয়ের মূলাধার নায়ক 'ব্রাহ্মণ'গণের উৎপত্তি; আবহমান কাল হইতে ব্রাহ্মণ-গৌরবের অক্ষুণ্ণতা; বিভিন্ন শাস্ত্র-প্রমাণ-দ্বারা ব্রাহ্মণের ভূরি-মর্য্যাদা ও উৎপত্তির কারণ; অসবর্ণ-বিবাহ-প্রচলন-কালে ও বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিগণ-কর্ত্তৃক কর্ম্মকাণ্ডীয় সমাজ-শাসনকালে বর্ণধর্ম্ম ও সামাজিক অবস্থা; অপসদ, অনুলোমজ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠবর্ণের ব্রাহ্মণত্ব; বেদের সংহিতাংশ ও শিরোভাগ উপনিষদের পাঠে পাঠকগণের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা; বেদবৃক্ষের স্কন্ধদ্বয় কর্ম্মশাখা ও জ্ঞানশাখা এবং উহার পরিপক্ব ফল-স্বরূপ শুদ্ধভক্তির কথা-বর্ণন-প্রসঙ্গে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের পরিচয়; পাত্র ও কাল-বিচারের সহিত শৌক্র-বিচার-নিরূপণ-সম্বন্ধে শাস্ত্রের অভিমত; বৃত্তভেদে বহু-প্রকার ব্রাহ্মণ; দেশ-বিষয়ে মনুর অভিমত; মানবগণ যে-যে উপায়ে ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়াছেন বা করিবার যোগ্য এবং স্থাবর-জঙ্গমের অন্তর্ভুক্ত বিবিধ বর্ণের বর্ণ-নির্ণয়-বিচার প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

হরিজনকাণ্ড—এই কাণ্ডে বহুশাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা 'প্রকৃতিজন' হইতে অপ্রাকৃত 'হরিজনে'র পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য; প্রাকৃত-জনগণের অপ্রাকৃত হরিজন-যোগ্যতা-লাভের উপায়; ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভু, কবি সর্ব্বজ্ঞ, শ্রীল মাধব সরস্বতীপাদ, পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয়, শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী, মহাত্মা কুলশেখর, মহাত্মা যামুনমুনি ও আচার্য্য শ্রীরামানুজের বাক্য এবং উপনিষৎ, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা ও বহু

পুরাণের প্রমাণ-দ্বারা হরিজন ও কর্ম্মমিশ্র-ভক্তিযাজী অবৈষ্ণবের পরিচয়; হরিজনগণের বিভাগ-সমূহ ও তাঁহাদের বৈষ্ণবতা; উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের লক্ষণ; গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বিশ্বাসের সহিত বৈশিষ্ট্য-মূলে দক্ষিণাদি-দেশীয় শ্রীমধ্ব-মতের ভেদ-চতুষ্টয়; শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধ্য-সাধন-নির্ণয় ও শুদ্ধভক্তি-প্রচার-প্রণালী; শুদ্ধভক্তের লক্ষণ; দীক্ষা-গ্রহণ-বিধি; বৈষ্ণবত্ব লোপ পাইবার প্রধান কারণদ্বয়; পার্ষদ ভক্তগণের পরিচয়; কৃষ্ণভক্তের সর্ব্বোচ্চ অবস্থান ও দুর্লভত্ব; শ্রীমন্মহাপ্রভুর দানের অসমোর্দ্ধত্ব এবং সর্ব্বজীবারাধ্য অপ্রাকৃত হরিজনগণের নিন্দাকারিগণের পরিণাম প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যবহার কাণ্ড—এই কাণ্ডে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জীবের ব্যবহারা-বলীর তারতম্যের আলোচনা-মুখে যথেচ্ছাচারী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও সাধু-দিগের মধ্যে নিত্যভেদের কারণ; অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ববস্তুর ত্রিবিধ প্রতীতি; ব্রাহ্মণ, যোগী ও ভাগবতের মধ্যে পার্থক্য; স্বাংশ, বিভিন্নাংশ, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের স্বরূপ; অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তিত্রয়ের বিচার; নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম ও পঞ্চোপাসনা-প্রণালী; পারলৌকিক অবস্থিতি-বিষয়ে অনাস্থাবান্, আস্থাবান্ ও আস্থানাস্থা-বিশিষ্ট তটস্থ—এই ত্রিবিধ মত; নির্ব্বিশেষত্বের মতভেদদ্বয়; দৈব ও অদৈব-বর্ণাশ্রম-বিচার-প্রসঙ্গে কর্ম্ম-মার্গীয় ও ভাগবতীয়গণের অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কার এবং বৈষ্ণব-পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লোক-সূচী

স

—*—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

(ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য-বিষয়ক সিদ্ধান্ত)

প্রকৃতিজনকাণ্ড

উত্তরে নগাধিরাজ হিমালয় হইতে দক্ষিণে রাক্ষসালয় পর্য্যন্ত পূর্ব্বপশ্চিমসাগরদ্বয়ের অভ্যন্তরে যে পবিত্র ভূখণ্ড আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য-নামে আবহমানকাল বর্ত্তমান আছে, উহাই ভারতবর্ষ-নামে প্রসিদ্ধ। এই ভারতবর্ষ স্মরণাতীত কাল হইতে কর্ম্মক্ষেত্র-নামে পরিচিত হইয়া অসংখ্য কর্ম্মঠ মানবগণের বিচিত্রলীলাধার-স্বরূপ বিরাজমান। কখনও এখানে ঋষিগণের বেদগানে ও যজ্ঞাগ্নির প্রজ্বলিত শিখোপরি গগনগামী ধূম্রে আকাশপথ পূর্ণ, কখনও বা দেবাসুর-সমরের শোণিতপাতে ধরাতল আর্দ্র, কখন বা অবতারগণের অদ্ভুত-পরাক্রমে দুষ্টের নির্য্যাতন, কখন বা দার্শনিকগণের বাগ্‌যুদ্ধে, কবিতার মাধুরীতে, বৈজ্ঞানিকগণের অলৌকিক পারদর্শিতায়, সামাজিক ও ব্যবহারিকবর্গের ব্যবস্থায়

বৈদেশিকগণের বিস্ময়,—এইরূপ নানাপ্রকার দৃশ্য ভারতবর্ষের নামের সহিত দ্রষ্টার হৃদয়পটে উদিত হয়। এই অভিনয়ের মূলাধার নায়করূপে আমরা একটি সম্প্রদায় লক্ষ্য করি, তাঁহারাই 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেন। এই ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, সুতরাং তাঁহার মুখ্যাঙ্গ বদন হইতে যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে উদ্ভূত হইলেন, ব্রহ্মার সেই অধস্তন শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ 'ব্রাহ্মণ'-সংজ্ঞা-গ্রহণ-পূর্ব্বক গৌরব বিস্তার করিলেন। আজও ব্রাহ্মণ-গৌরব ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতার চিরপরিচিত সত্য।

ব্রাহ্মণগণের সম্মান বিরোধিপক্ষকে পরাভূত করিয়া আবহমানকাল অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে; ইতিবৃত্তসমূহ এ বিষয়ের প্রমাণ দিবে। সকল সংস্কৃত গ্রন্থই ব্রাহ্মণ-সম্মানের পরিচয় দিয়া থাকে। মহাভারত (বনপর্ব্ব ২০৫ অধ্যায়) বলেন,—

> ইন্দ্রোঽপ্যেষাং প্রণমতে কিং পুনর্মানবো ভুবি।
> ব্রাহ্মণা হগ্নিসদৃশা দহেয়ুঃ পৃথিবীমপি।
> অপেয়ঃ সাগরঃ ক্রোধাৎ কৃতো হি লবণোদকঃ।
> যেষাং ক্রোধাগ্নিরদ্যাপি দণ্ডকে নোপশাম্যতি।
> বহুপ্রভাবাঃ শ্রূয়ন্তে ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্॥

এই পৃথিবীতে মানবগণের কথা দূরে যাক্, দেবরাজ ইন্দ্র পর্য্যন্তও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করেন। ব্রাহ্মণসমূহ অগ্নিসদৃশ, সমগ্র পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে সমর্থ। ক্রোধ-দ্বারা সমুদ্রকে লবণপূর্ণ করিয়া মনুষ্যের পানের অযোগ্য করিয়াছেন। যাঁহাদিগের ক্রোধাগ্নি আজও দণ্ডকবন দগ্ধ করিতেছে, দহন উপশম হয়

নাই : মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের এতাদৃশ বহুপ্রভাব শ্রবণ করা যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রকার বিষ্ণু (১৯শ অধ্যায় ২০-২৩ শ্লোক) বলেন,—

দেবাঃ পরোক্ষদেবাঃ। প্রত্যক্ষদেবাঃ ব্রাহ্মণাঃ ॥
ব্রাহ্মণৈর্লোকা ধার্য্যন্তে ॥
ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন দিবি তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ।
ব্রাহ্মণাভিহিতং বাক্যং ন মিথ্যা জায়তে কচিৎ ॥
যদ্ব্রাহ্মণাস্তুষ্টতমা বদন্তি তদ্দেবতাঃ প্রত্যভিনন্দয়ন্তি।
তুষ্টেষু তুষ্টাঃ সততং ভবন্তি প্রত্যক্ষদেবেষু পরোক্ষদেবাঃ ॥

দেবগণ ইন্দ্রিয়গোচর নহেন। বিপ্রগণই প্রত্যক্ষ দেবতা। বিপ্রগণই লোকসমূহ ধারণ করেন। বিপ্রগণের অনুকম্পায় স্বর্গে দেবতাসকল বাস করেন। বিপ্রকথিত বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে। বিপ্রগণ পরম তুষ্ট হইয়া যে বাক্য বলেন, দেবগণ তাহাই অনুমোদন করেন। প্রত্যক্ষদেব ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইলেই ইন্দ্রিয়াতীত দেবগণ সতত সন্তুষ্ট হন। ধর্ম্মশাস্ত্রকার বৃহস্পতি (৪৯, ৫০, ৫২ শ্লোক) বলেন,—

শস্ত্রমেকাকিনং হন্তি বিপ্রমন্যুঃ কুলক্ষয়ম্।

*   *   *

চক্রাত্তীব্রতরো মন্যুস্তস্মাদ্বিপ্রং ন কোপয়েৎ ॥

*   *   *

রাজা দহতি দণ্ডেন বিপ্রো দহতি মন্যুনা।

শস্ত্র একব্যক্তিমাত্রকেই বিনাশ করে। বিপ্রের ক্রোধ কুল-ক্ষয় করে। চক্র অপেক্ষা ব্রাহ্মণের রোষ প্রচণ্ডবেগবিশিষ্ট,

সুতরাং ব্রাহ্মণকে কুপিত করাইবে না। রাজা দণ্ডের দ্বারা দহন করেন ; ব্রাহ্মণ মন্যু-দ্বারা দহন করেন।

ধর্ম্মশাস্ত্রকার পরাশর (৬ষ্ঠ অঃ ৬০, ৬১ শ্লোক) ও শাতাতপ (১ম অঃ ২৭, ৩০ শ্লোক) বলেন,—

ব্রাহ্মণা যানি ভাষন্তে ভাষন্তে তানি দেবতাঃ।
সর্ব্বদেবময়া বিপ্রা ন তদ্বচনমন্যথা ॥
ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্জ্জনং সর্ব্বকামদম্।
তেষাং বাক্যোদকেনৈব শুধ্যন্তি মলিনা জনাঃ ॥

ব্রাহ্মণগণ যাহা বলেন, দেবগণের তাহাই বাণী। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদেবময়। তাঁহাদের বাক্য অন্যথা হয় না। বিপ্রগণ নির্জ্জন গমনশীল তীর্থ এবং সর্ব্বকামদ। তাঁহাদিগের বাক্যসলিলেই মলিনজন পবিত্রতা লাভ করে। ধর্ম্মশাস্ত্রকার ব্যাস (৪র্থ অঃ ৯, ১০ ও ৫৪ শ্লোক) বলেন,—

ব্রাহ্মণাৎ পরমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।

ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পরমতীর্থ হয় নাই ও হইবে না।

যৎ ফলং কপিলাদানে কার্ত্তিক্যাং জ্যেষ্ঠপুষ্করে।
তৎ ফলং ঋষয়ঃ শ্রেষ্ঠা বিপ্রাণাং পাদশৌচনে ॥
বিপ্রপাদোদকক্লিন্না যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবৎ পুষ্করপাত্রেষু পিবন্তি পিতরোঽমৃতম্ ॥
যস্য দেহে সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিম্ভূতমধিকং ততঃ ॥

কার্ত্তিকমাসে পূর্ণিমায় কপিলা গাভিদানে যে ফল লাভ হয়, হে শ্রেষ্ঠঋষিসকল, বিপ্রপাদধৌতিতে সেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে।

যে-কাল পর্য্যন্ত মৃত্তিকা ব্রাহ্মণের পাদোদকে আর্দ্র থাকে, তৎ-কালাবধি পিতৃপুরুষগণ পুষ্করপাত্রে অমৃত পান করেন। যে ব্রাহ্মণের দেহাবলম্বনে ত্রিদিববাসী সুরগণ সর্ব্বদা হব্যভোজন করেন এবং পিতৃলোক কব্য সেবা করেন, সেই ব্রাহ্মণের অপেক্ষা আর অধিক কোন্ বস্তু আছে? ভার্গবীয় মনুসংহিতা (১ম অঃ ৯৩, ৯৪, ৯৬, ৯৯-১০১ শ্লোক) বলেন,—

সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ।

* * *

হব্যকব্যাভিবাহ্যায় সর্ব্বস্যাস্য চ গুপ্তয়ে।

* * *

বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ।

* * *

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥
সর্ব্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্ব্বং বৈ ব্রাহ্মণোঽহতি॥
স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ।
আনৃশংস্যাদ্ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ॥

ব্রাহ্মণই এই সমুদয় সৃষ্টির ধর্ম্মানুশাসনদ্বারা প্রভু হইয়াছেন। দেব ও পিতৃলোকের হব্যকব্য বহনের জন্য ব্রাহ্মণ উদ্ভূত হইয়াছেন। বুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাণিগণের মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে বিপ্র শ্রেষ্ঠ। জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য সর্ব্বভূতের প্রভু হন

পৃথিবীর যাবতীয় ধন ব্রাহ্মণের। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আভিজাত্য-নিবন্ধন সমস্তধনই ব্রাহ্মণের প্রাপ্য। তিনি অন্যের দ্রব্য যাহা ভোজন করেন, অন্যের বস্ত্র যাহা পরিধান করেন, অন্যের দ্রব্য যাহা দান করেন, তাহা সমস্তই মূলতঃ নিজের। তাঁহার দয়াপ্রভাবেই অপর ব্যক্তিসকল ঐসকল বস্তু ভোগ করিতে পারেন। পরাশর (৮ম অঃ ৩২ শ্লোক) আরও বলেন,—

দুঃশীলোঽপি দ্বিজঃ পূজ্যো ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কঃ পরিত্যজ্য দুষ্টাং গাং দুহেচ্ছীলবতীং খরীম্॥

সংস্কারসম্পন্ন পূজার্হ দ্বিজ অসৎস্বভাববিশিষ্ট দৃষ্ট হইলেও তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। বিজিতেন্দ্রিয় শোকগ্রস্ত শূদ্রকে পূজা করিবে না। দুষ্টা গাভি-দোহন ত্যাগ করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা সৎস্বভাবা গর্দ্দভী দোহন করেন? লুপ্তবেদস্বভাব কিছু বেদবিরোধী শোকগ্রস্ত হরিসেবাবিহীন শূদ্রত্বের সহ তুল্য নহে।

শ্রীরামায়ণ, পুরাণসমূহ ও তন্ত্রগুলির সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণের ভূরি মর্য্যাদা দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিসকল ব্রাহ্মণ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার সবিশেষ যত্ন করেন। অন্য কথায় বলিতে গেলে যুগচতুষ্টয়ে ভারতবর্ষে সৎস্বভাব-সম্পন্ন মানব কেহ কখনই বিপ্রের অমর্য্যাদা করেন না এবং কেহ করিবেন না বলিয়াই বিচক্ষণ ব্যক্তিসকল ধারণা করেন। যে দেশে বর্ণ-মর্য্যাদা সমাজের প্রতি ব্যবহারেই লক্ষিত হয়, তথায় সকল বর্ণই ব্রাহ্মণ-মর্য্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য যত্ন করিয়া নিজেদের মহত্ত্বের পরিচয় দেন।

ব্রাহ্মণসকল দেবগণের, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণগণের, পশ্বাদি প্রাণিগণের, তির্য্যক্, সরীসৃপ, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি সকলেরই শ্রেষ্ঠ, রক্ষাকর্ত্তা ও অধিক শক্তিবিশিষ্ট। তাঁহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে যাবতীয় বিদ্যাধিকারে যোগ্য, বিদ্যাপ্রদানের একমাত্র সত্ত্বাধিকারী, সৎ-বুদ্ধিপ্রভাবে দেবগণের পূজক, ক্ষত্রিয়ের সম্মান-দাতা, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছাদির শুভানুধ্যায়ী, দেব-পূজা-কার্য্যের সহায় এবং ত্যাগবলে সঞ্চিত অর্থের প্রত্যাশী না হইয়া ভিক্ষা-বৃত্তিজীবি ও অতিরিক্তার্থের দানকর্ত্তা।

ভারতীয় আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী শ্রৌত, স্মার্ত্ত, পৌরাণিক ও তন্ত্রাচারী ব্যক্তিমাত্রেই ব্রাহ্মণগৌরবের পক্ষপাতী। ত্রিবিধ ক্রিয়াকাণ্ড সকলেরই ব্রাহ্মণই মালিক বা অধিকারী। এতাদৃশ প্রভাবসম্পন্ন মানবের নিকট ব্রাহ্মণেতর সকল মানব ও অন্যান্য প্রাণিগণ স্বভাবতঃই বাধ্য। যাঁহাদের এতাদৃশ প্রভুত্ব, দেব-নমস্যত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব, তাঁহাদের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী কে নহে, বুঝা যায় না। কেবল আর্য্য-ধর্ম্মানুরাগী কেন, ভারতবাসী-মাত্রেই ; কেবল ভারতবাসী কেন, সমগ্র বিশ্ববাসী মানবগণ ; কেবল মানবগণ কেন, সমগ্র প্রাণী জগৎ ; কেবল প্রাণী জগৎ কেন, অচেতন জগৎ সকলই ব্রাহ্মণের অলৌকিক শক্তি ও প্রভাব ন্যূনাধিক জ্ঞাত হইয়া তাঁহার সর্ব্বোপরি অবস্থান অবশ্যই উপলব্ধি করিবেন। ভারতীয় সাত্বত শাস্ত্রসমূহের বাণী, বিবিধ বিদ্যাবিভূষিত, লোকাতীত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ঋষিগণের পরিণাম-দর্শিনী ভারতী এবং শাস্ত্রমর্য্যাদাকারী প্রতিভাসম্পন্ন ভারতবাসি-

গণের অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস কেবল যে প্রজল্পকারীর বৃথা উদ্দণ্ড-তাণ্ডব-নৃত্যের সহচর, এরূপ আমাদের মনে হয় না।

উপরি-উদ্ধৃত বিপ্রমর্য্যাদাসূচক ভারতীয় শাস্ত্রবাক্যাবলীকে কেবল সঙ্কীর্ণচিত্তে বিচার করিতে গেলে সাপেক্ষসিদ্ধান্তসমূহ প্রবল হইয়া বিবাদসাগরের প্রবলবাতাহত দোদুল্যমান তরঙ্গমালায় পর্য্যবসিত হয়। সাপেক্ষবিচারপুঞ্জ অপর পক্ষের কর্ণ-রসায়ন হয় না, উহা কেবল বক্তৃপক্ষের স্বার্থের পোষণ করে মাত্র। এইরূপ বিচারপ্রিয় তার্কিক মহাশয়েরা অচিরেই স্বার্থভ্রষ্ট হইয়া নিরপেক্ষতার অসম্মান-পূর্ব্বক নিজেদের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার হেয়ত্ব প্রদর্শন করেন। ইংলণ্ডে গিয়া, জাপানে গিয়া, জার্ম্মেণীতে গিয়া, মার্কিনে গিয়া যে-সকল শাস্ত্র সাপেক্ষবিচারে তত্তদ্দেশীয় মনীষিগণের শ্রদ্ধা-আকর্ষণে অসমর্থ হয়, আবার তন্মধ্যে স্বার্থবর্জ্জন-পূর্ব্বক নিরপেক্ষ বিচার উপস্থিত হইলে ঐ সকল শাস্ত্রতাৎপর্য্যের গভীর উদ্দেশ্য সহজে তাদৃশ হৃদয়ে উচ্চাসন লাভ করে। অল্পকথায় বলিতে গেলে ভারবাহী ও সারগ্রাহী—এই দুই চক্ষু-দ্বারা বিষয়-সমূহ পরিদৃষ্ট হওয়ায় ভাষাগত ও ভাবগত পার্থক্যে শুভাশুভ নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, আমরা শাস্ত্রের ভারবহনের জন্য ব্যস্ত নহি, কিন্তু তাৎপর্য্যরূপ সার-গ্রহণে চিরন্তন অগ্রগামী। যাঁহারা ন্যায়পথ ত্যাগ করিয়া নিজ-নির্ব্বুদ্ধিতাক্রমে ভারবহনই ফল জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের কথায় কতদূর সুখী হইবেন, বলিতে পারি না।

এতাদৃশ প্রভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ কে, তাহার অনুসন্ধান

করিলে আমরা মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, সৃষ্ট্যগ্রে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ লক্ষণহীন, অপ্রত্যক্ষ এবং অন্ধকারময় ছিল। তৎপরে স্বয়ম্ভু ভগবান্ এই অপ্রকাশিত জগৎকে প্রকাশ করিবার উদ্দেশে মহাভূতাদি তত্ত্বসমূহে অপ্রতিহত সৃষ্টি-সামর্থ্য প্রকাশ করিয়া অন্ধকার বিনাশ-পূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হইলেন। নিজ-শরীর হইতে বিবিধ প্রজাসৃষ্টি করার কামনায় নারায়ণ আদৌ জল সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে বীজ আধান করিলেন। বীজ হইতে একটি সহস্র সূর্য্যরশ্মিবিশিষ্ট সুবর্ণ অণ্ড উৎপন্ন হইল। সেই অণ্ডে সর্ব্বলোকস্রষ্টা ব্রহ্মা স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন। লোকসমূহের বৃদ্ধির জন্য ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে শূদ্র—এই বর্ণচতুষ্টয়ের সৃষ্টি হইল। যথা মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র প্রথম অধ্যায়ে,—

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্। ৫ ॥
ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবান্ অব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ ॥ ৬ ॥
সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ॥ ৮ ॥
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥ ৯ ॥
লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ ॥ ৩১ ॥

ঋক্-পরিশিষ্ট বলেন,—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যকৃতঃ।
ঊরু যদস্য তদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥

সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে রাজন্য, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্র—এই বর্ণ-চতুষ্টয় উদ্ভূত হইয়াছে।

ধর্ম্মশাস্ত্রকার হারীত (১ম অঃ ১২ ও ১৫ শ্লোক) বলেন,—

যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমনঘান্ ব্রাহ্মণান্ মুখতোঽসৃজৎ।

* * *

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণেনৈবমুৎপন্নো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।

যজ্ঞসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিষ্পাপ বিপ্রসমূহ মুখ হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন। বিপ্র-কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীগর্ভে উৎপন্ন সন্তান ব্রাহ্মণ-পদ-বাচ্য। যাজ্ঞবল্ক্য (১ম অঃ ৯০ শ্লোক) বলিয়াছেন,—

সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ স্বজাতয়ঃ।

ব্রাহ্মণাদিবর্ণ তত্তদ্বর্ণস্থ স্ত্রীগর্ভে সন্তান উৎপন্ন করিলে পুত্র পিতার বর্ণ লাভ করে।

অসবর্ণ বিবাহ যে-কালে প্রবর্ত্তিত ছিল, তৎকালে বিপ্র-পরিচিত ব্যক্তির ঔরসে ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যাকন্যার গর্ভজাত সন্তান পিতার বর্ণ অঙ্গীকার করিতেন।

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাৎ বৈশ্যায়াং অপি চৈব হি॥

বিপ্র হইতে ব্রাহ্মণীগর্ভজাত পুত্র নিঃসংশয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়া-গর্ভজাত তনয়ও তাহাই এবং বৈশ্যাগর্ভজাত বালকও বিপ্র।

কিন্তু মনুর টীকাকার কুল্লুক ও মিতাক্ষরা-লেখক বিজ্ঞানেশ্বরাদি মধ্যযুগীয় স্মার্তগণ অনুলোম সঙ্করগুলিকে মাতৃজাতীয় জ্ঞান করিয়াছেন। (মনু ১০ম অঃ ৬ শ্লোক)—

স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥

অন্যবর্ণা স্ত্রীগর্ভে জাত পুত্রগণ মাতৃদোষ-বিগর্হিত হইলেও তাহারা তৎসদৃশ। কুল্লুক প্রভৃতির মতে পিতৃজাতি হইতে নিকৃষ্ট ও মাতৃজাতি হইতে উৎকৃষ্ট। মূর্দ্ধাভিষিক্ত প্রভৃতি নামাদি কোন কোন স্থলে এই অপসদ-বর্ণগণ লাভ করিয়াছেন। মনুসংহিতায় (১০ম অঃ ১০ ও ৪১ শ্লোক)—

বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥
সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতাদ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রায় উৎপন্ন, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যা ও শূদ্রায় উৎপন্ন এবং বৈশ্য হইতে শূদ্রায় উৎপন্ন সন্তান—এই ছয় প্রকার সন্তান তাঁহাদের সবর্ণোৎপন্ন সন্তান হইতে অপকৃষ্ট।

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী-জাত সন্তান, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া-জাত সন্তান, বৈশ্যের বৈশ্যা-জাত সন্তান—এই ত্রিবিধ সন্তান এবং ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যায় জাত ও ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যায় জাত সন্তান, এই ত্রিবিধ সন্তান—সাকুল্যে এই ষড়্‌বিধ

সন্তান দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী ; এজন্য ইঁহারা উপনয়নাদি দ্বিজাতি-সংস্কারে যোগ্য হইবেন। যাহারা প্রতিলোমজ দ্বিজাতিতে উৎপন্ন অর্থাৎ শূদ্র ও ব্রাহ্মণী, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণী, শূদ্র ও ক্ষত্রিয়া, শূদ্র ও বৈশ্যা, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণী হইতে উৎপন্ন সূত, মাগধাদি জাতি, তাহারা শূদ্রধর্ম্মী অর্থাৎ উহাদের উপনয়ন-সংস্কার নাই।

বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃ ঋষিবর্গ যে-কালে সমাজের নিয়ন্তৃত্ব ও পোষ্টৃত্ব গ্রহণ করিয়া রাজন্যগণের সহায়তা করিতেন, তৎকালে কর্ম্মকাণ্ডীয় ক্রিয়ামার্গের সমাজ তাঁহাদের শাসনক্রমে পরিচালিত হইত। পৌরাণিকগণও তাৎকালিক ব্যবহার ও কখন কখন কর্ম্মবিধানগুলি লিপিবদ্ধ করিতেন। ইতিবৃত্ত ও পুরাণাদিতে ব্রাহ্মণ-নির্দ্দেশের যে ব্যবস্থাসমূহ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা অনেকস্থলে ন্যূনাধিক ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির মতপোষণ-মাত্র। ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি বিধিশাস্ত্র হইলেও প্রকৃতভাবে ঐ বিধিগুলি কার্য্যে কিরূপভাবে পরিণত হইয়াছে এবং কিরূপভাবে ধর্ম্ম-শাস্ত্রকৃদ্‌গণের বিধানসমূহ জগতে সমাদৃত হইল, তাহার নিদর্শন বিজ্ঞ ঐতিহ্যশাস্ত্রের লেখকগণ ইতিবৃত্ত-বর্ণনচ্ছলে লিখিয়াছেন। দেশভেদে পুরাকালে ভিন্ন ভিন্ন শাখাশ্রিত বৈদিক প্রয়োগশাস্ত্র-সমূহ বর্ণধর্ম্মের ক্রিয়ার ব্যবস্থাপক ছিল। কোথাও কোথাও কোন কোন বংশে নির্দ্দিষ্ট ব্যবহার-প্রণালী অপর দেশের অন্য ঋষি-বংশের ক্রিয়ার সহিত পৃথগ্‌ভাব লাভ করিয়াছিল।

কোথাও বা ঋক্‌-শাখায় আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র, শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র, সামশাখায় লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র, গোভিলীয় গৃহ্য-

সূত্র, শুক্লযজুঃশাখায় কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র, পারস্করীয় গৃহ্যসূত্র, কৃষ্ণযজুঃশাখায় আপস্তম্বীয় শ্রৌতসূত্র, অথর্ব্বশাখায় কৌষীতকসূত্র প্রভৃতি নানা প্রয়োগ-গ্রন্থের স্থানসমূহ বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রকৃৎ ঋষিগণ রাজবলসাহায্যে ন্যূনাধিক অধিকার করিয়াছিলেন।

আবার দেশভেদে প্রয়োগবিধি-বিধান কোন কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র-অবলম্বনে সাধিত হইত। কাহারও মতে মানবধর্ম্ম-শাস্ত্রের এবং কলিপ্রারম্ভে পরাশর-মতের প্রাবল্য, অন্যান্য বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রকৃদ্‌গণের উপেক্ষা, কাহারও মতে হারীত-মতের প্রাধান্য ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রকৃদ্‌গণের কর্ম্মাদেশ-সমূহের শিথিলতা জ্ঞাপিত হইয়াছে। যাঁহার যাহা সুবিধা, তিনি অন্যের সম্মতি বা রুচির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই নিজ-রুচিকে বহু সম্মান করিয়াছেন।

ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে মধ্যযুগে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন সংগ্রহ-কারের নব্যস্মৃতি-সমূহের অভ্যুদয় হইতে দেখা যায়। নিজ-নিজ রুচি-বলে বিধিশাস্ত্রের কোন কোন অংশের সমধিক মর্য্যাদা-স্থাপন, কোথাও বা মূলপ্রয়োজন-পারত্যাগ-পূর্ব্বক নিজ-রুচিবলে কোন কোন বাক্যের গর্হণ,—ইহা ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থপাঠকালে বহুশাস্ত্রদর্শী ব্যক্তি সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। ব্যবহার-শাস্ত্র যে দেশে, যে কালে, যে পাত্রে যেরূপভাবে কর্ম্মক্ষম হইয়াছে, তাহাই তদ্দেশে, তৎকালে, তত্তৎ পাত্রে বহুমানিত; কিন্তু সেই মর্য্যাদা দেশভেদে, কালভেদে, পাত্রভেদে সেরূপভাবে আদৃত বা স্বীকৃত হইয়াছে বলা যায় না।

কেবল ব্যবহারশাস্ত্র সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বপাত্রে সম্যগ্‌ভাবে সমাদৃত হইবে,—এরূপ আশা করা যায় না। যে কালে, যে দেশে, যে পাত্রমধ্যে কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য-ব্যতীত অন্য জ্ঞান বা ভক্তিমার্গের কথার আদর ছিল না, সমাদর নাই বা বহুমানন থাকিবে না, তাহাদের মধ্যে সেই কালে, সেই দেশে ব্যবহারমার্গের বিধিসমূহ-ব্যতীত অন্যান্য ব্যবহার অবশ্যই শ্লথ হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। বৈদিকসূত্রসমূহের প্রমাণাবলী, বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণসমূহ, পুরাণ, ঐতিহ্য প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রমাণাবলী যামল পঞ্চরাত্রাদি তন্ত্রশাস্ত্রের প্রমাণ অস্মদ্দেশীয় ব্যবহারশাস্ত্রপ্রণেতা স্মার্ত্তবিবুধাখ্য রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের ও কমলাকরের গ্রন্থাবলীতে পরিদৃষ্ট হয়। মাধবের কালমাধব, কমলাকরের নির্ণয়সিন্ধু, চণ্ডেশ্বরের বিবাদরত্নাকর, বাচস্পতির বিবাদচিন্তামণি, জীমূতবাহনের দায়ভাগ ও কালবিবেক, হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব, শূলপাণির প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক, ছলারি নৃসিংহাচার্য্যের স্মৃত্যর্থসাগর, আনন্দতীর্থের সদাচার-স্মৃতি, নিম্বাদিত্যের স্বরেন্দ্রধর্ম্মমঞ্জরী, কৃষ্ণদেবের নৃসিংহপরিচর্য্যা, রামার্চ্চনচন্দ্রিকা প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থেও রুচিভেদে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। যিনি যে মতের পোষণ করেন, তাঁহার বিচারে তাঁহার মনোগত ভাবপোষণকারী পূর্ব্বাচার্য্য ঋষিগণের কথা প্রমাণস্বরূপে ব্যবহৃত হয়।

ব্রাহ্মণের শৌক্রবিচারসম্বন্ধে অনুশাসনপর্ব্বে অন্য স্থলেও অপসদ, অনুলোমজ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠবর্ণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সবিশেষভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। অপসদ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও

অম্বষ্ঠের সন্তানেরা ভারতের অনেকস্থলে 'ব্রাহ্মণ'-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া অন্যান্য শৌক্র-বিচারপর ব্রাহ্মণের সমশ্রেণীস্থ হইয়াছেন। কোথাও বা তাঁহারা বাধা পাইয়া তাদৃশ বিচারপর ব্রাহ্মণান্তর্ভুক্ত হইতে পারেন নাই। বেদের সংহিতা প্রভৃতি অংশ আলোচনা করিলে স্পষ্টই পাঠককে **কর্ম্মমার্গই** বেদতাৎপর্য্য বা উদ্দেশ্য বলিয়া ধারণা করাইবে। আবার বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ প্রভৃতি পাঠে আত্মজ্ঞানের উৎকর্ষ ও আনুষঙ্গিকভাবে কর্ম্মমার্গের শিথিলতার ধারণা অবশ্যম্ভাবী। উপনিষৎ পাঠকের রুচি আবার দুই প্রকার। কেহ আত্মজ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ব্যবহার-রাজ্যস্থিত কর্ম্মাবলীর সাহায্যে তদ্বিপরীত ভাবলাভরূপ নির্ব্বিশেষবুদ্ধি করিয়া নিজকর্ম্মবুদ্ধি-ত্যাগরূপ বৈরাগ্যের উপাসনা করেন। অপরে উপনিষৎ পাঠে ব্যবহার-রাজ্যস্থিত কর্ম্মকাণ্ড গর্হণ বা বহুমানন না করিয়া কর্ম্মকাণ্ডের সাহায্য-ব্যতিরেকে বা জ্ঞানকাণ্ডীয় বিচার-ব্যতিরেকে বেদপ্রতিপাদ্য বস্তুর সবিশেষত্ব অবগত হইয়া ভক্তি আশ্রয় করেন। কোন মহাজন ধার্ম্মিক মনুষ্য-পরিচয়ে ত্রিবিধত্ব উপলব্ধি করিয়া যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, উহা শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীপদ্যাবলী নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে উদ্ধার করিয়াছেন,—

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্‌জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

ধার্ম্মিক মানবগণের মধ্যে কেহ কর্ম্মাবলম্বী, কেহ বা জ্ঞানা-বলম্বী ; কিন্তু আমাদের কেবল হরিদাসগণের পাদত্রাণ-বহন-

মাত্রই অবলম্বন। কর্ম্মশাখা ও জ্ঞানশাখা—এই উভয়ই বেদ-বৃক্ষের স্কন্ধদ্বয়। ঐ শাখাদ্বয়ে যাঁহারা আশ্রিত, তাঁহারা শুদ্ধভক্তি হইতে বিচ্যুত। বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমপক্কফলই শুদ্ধভক্তি কর্ম্মক্ষেত্রে মানবমাত্রেই কর্ম্মফলে আবদ্ধ। জ্ঞানদ্বারা কর্ম্মফল-বন্ধ হইতে মুক্ত হইলেও যে-কাল-পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তি আশ্রয় না করা হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত মনুষ্য কর্ম্মফলে আবদ্ধ থাকেন। সুতরাং জ্ঞানাবলম্বী সাধক নিজপরিচয়েই কর্ম্মকাণ্ডে আবদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৩।৫৬) বলেন,—

> নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
> ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

মনুষ্য নিজ-নিজ বাসনানুকূলে কর্ম্মসমূহ করিয়া থাকেন। তাহাতে অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম-ব্যতীত সৎকর্ম্ম হয়। লৌকিক-জ্ঞানে যাহা সত্ত্বগুণের ক্রিয়া বা সুনীতি-পুষ্ট পরোপকারের কার্য্য, উহাই সৎকর্ম্ম। নিজ-বাসনা-চরিতার্থতা যদি পরোপকারপ্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া উদয় না হয়, তাহা হইলে সৎকর্ম্মের উদয় করায় না। অসৎকার্য্য অর্থাৎ যদ্দারা নিজের ও অপরের অসুবিধা হয়, এরূপ কার্য্য ত্যাগ-পূর্ব্বক যাঁহারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন করেন এবং সেই ক্রিয়াগুলিকে বিষ্ণুতোষণ মনে করেন না, তাঁহারা নিজে জীবিত মনে করিলেও মৃত বলিয়া কীর্ত্তিত হন। কর্ম্মকাণ্ডীয় মনুষ্যমাত্রেরই নিজ-কার্য্য ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে আচরণ করা বিহিত। আবার সঞ্চিত ধর্ম্মসমূহ বিরাগ-উৎপত্তির জন্য অনুষ্ঠিত না হইলে উহা অজ্ঞানের জনক হয়। সত্ত্বগুণের আত্মম্ভরিতাক্রমে মনুষ্য

সদাচার ত্যাগ করিয়া পুনরায় রজস্তমোগুণ-সাম্যে তাহাতে অনুরক্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করেন। রজোগুণ-দ্বারা তমো নিরাস এবং সত্ত্বগুণদ্বারা রজস্তমঃ নিরাস-পূর্ব্বক পুনরায় বিশুদ্ধ সত্ত্ব-দ্বারা সত্ত্বগুণের প্রতি বৈরাগ্যই জ্ঞানের উত্তমতা। এ অবস্থাকে নির্গুণ বলা যায়। নির্গুণ অবস্থা লাভ না করিয়া অজ্ঞানপুষ্ট বিরক্ত জীবনও মৃততুল্য মাত্র। সে-জন্য লব্ধজ্ঞানী পুরুষ তীর্থপাদ ভগবানের সেবা বা ভক্তিবৃত্তি আশ্রয় করেন। ইহাই জীবিত ব্যক্তির চৈতন্যের পরিচয়। যথেচ্ছাচার-বিশৃঙ্খল-মার্গের উন্নতিক্রমে সুশৃঙ্খল কর্ম্মমার্গ। কর্ম্মমার্গের উন্নতিক্রমে কর্ম্মশিথিলতায় জ্ঞানমার্গ বা বৈরাগ্য। কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গের শিথিলতায় মনুষ্যের ভক্তিমার্গ-লাভ ও চেতনধর্ম্মের সর্ব্বোত্তম বিকাশ। ভক্তিকৈবল্যপথে ভোগপর কর্ম্ম ও ত্যাগপর জড় নির্ব্বিশিষ্ট জ্ঞানমাত্রের আদর নাই।

বলা বাহুল্য, মার্গত্রয় ও ব্যবহারপুঞ্জ ভিন্ন হইলেও জীবের বর্ত্তমান প্রকাশ মূঢ়লোকের চক্ষে একই প্রকার। ভারতীয় কর্ম্মকাণ্ডরত জীব-সম্প্রদায় প্রত্যেক মানবকেই জীবরূপে দর্শন করিয়া তাঁহার কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারের অধীন জ্ঞান করেন। যে-কাল-পর্য্যন্ত-না তিনি কর্ম্মের বিক্রমসমূহ স্বয়ং উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, তৎকালাবধি তাঁহার কর্ম্মমাহাত্ম্য ও কর্ম্মফল-লাভ-প্রাপ্ত্যাশা হইতে মুক্তি নাই। জ্ঞানোদয়ে যখন কর্ম্মকাণ্ডের শিথিলতা হয় এবং নিজোপলব্ধি সম্পূর্ণভাবে সুনির্ম্মলতা লাভ করে, তখন ভক্তিবৃত্তিতে অস্মিতা পর্য্যবসিত হয়। যিনি ভক্তি-

মার্গকে কর্ম্মমার্গের অন্যতর জ্ঞানে ভ্রান্ত, তিনিই আপনাকে জ্ঞানাবলম্বী প্রভৃতি অভিমানে উদ্বিগ্ন করান। আবার তাদৃশ জ্ঞানী কর্ম্মের বশবর্ত্তিতায় সাধনসমূহ ন্যস্ত করায় ন্যূনাধিক কর্ম্মাগ্রহিতাই তাঁহার জীবনে অভিব্যক্ত হয়।

যদিও ভক্তিমার্গাশ্রিত জীবানুভূতি বাস্তবিক কর্ম্মাধীন নহে, তথাপি কর্ম্মী ও জ্ঞানীর চক্ষে অন্য প্রকারে দৃষ্ট হয় না। কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় মানব মহাশয় তীর্থপাদাশ্রিত ভক্তকে নিজশ্রেণীস্থ জ্ঞানে ভ্রান্ত হইয়া কর্ম্মফলাধীন জ্ঞান করেন। আবার জ্ঞানাবলম্বী তাঁহার ভ্রম-ময় পাণ্ডিত্যের সহায় হইয়া নিজ বিশ্বাসভরে ভক্তের কর্ম্মাধীনত্ব-শৃঙ্খল পরাইয়া দেন। সুতরাং ভক্তিমার্গাশ্রিত জনের বিচার-ব্যতীত অন্য জ্ঞানী, কর্ম্মী বা যথেচ্ছাচারীর বিচারে ভক্তেরও কর্ম্মফলাধীনত্ব আছে। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে ভক্তি-কৈবল্যে এই বিচার দুর্ব্বল। উপরি-উক্ত মার্গত্রয়ের অসংখ্য গ্রন্থরাজি, ঋষি-চরিত্র ও ইতিহাসপুঞ্জ তাঁহাদের সম্বন্ধীয় বিচার-বিষয়ে সুধীবর্গকে সাহায্য করিবে, সন্দেহ নাই।

কর্ম্মশাস্ত্রের বিধান-সমূহ যাঁহারা স্থিরবিশ্বাসে ধীরচিত্তে অনুমোদন করিয়াছেন, তাঁহারা উপনিষৎ-কথিত জ্ঞানশাস্ত্রের বা ভক্তিশাস্ত্রের প্রমাণ উপলব্ধি করিতে স্বভাবতঃ উদাসীন। সে-জন্য আমাদের বর্ত্তমান নিবন্ধটী কর্ম্মপ্রিয় ব্যক্তিগণের রুচির উপযোগী করিয়া লিখিত হইল। প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত কর্ম্মরাজ্য ও তাহার যুক্তিবিতানই আমাদের বর্ত্তমান নিবন্ধে আবদ্ধ থাকিবে। সুতরাং এই অধ্যায় 'প্রকৃতিজনকাণ্ড'-নামে উদাহৃত

হইলে পরবর্ত্তী নিবন্ধকে 'হরিজনকাণ্ড'-নামে অভিহিত করা আবশ্যক। সেখানেই আমরা কর্ম্মাতীত জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের ও হরিজনগণের কথা বলিব। প্রাকৃতজন-সমূহ জ্ঞান ও ভক্তি-শাস্ত্রের মর্য্যাদাকারী শাস্ত্রসমূহকে একেবারে ত্যাগ করেন না, সেজন্য তত্তৎ গ্রন্থের প্রমাণ ও প্রাকৃত যুক্তিসমূহ এখানে স্থান পাইলে তাদৃশ দোষের বিষয় হইবে না।

'ব্রাহ্মণ' বলিয়া যাঁহাদের সমাজে একবার মাত্র খ্যাতি লাভ ঘটিয়াছে, তাঁহাদের বংশ-পরম্পরা ব্রাহ্মণ, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগত্রয়ে যাঁহারা একবার কোনপ্রকারে 'ব্রাহ্মণ' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অধস্তনগণ বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র ও সামাজিক ব্যবহারের সাহায্য লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞা রক্ষা ও ব্রাহ্মণের অধিকার-সমূহ পাইতে প্রার্থী হইয়াছেন। এতৎ-সম্বন্ধে কএকটী কথা এই যে, পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ-জীবনে দশটী সংস্কার প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে গর্ভাধান-নামক সংস্কার—যাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে শৌক্র-বিচারপর ছিল, তাহা কাল-প্রভাবে বিপর্য্যয় ও বিকৃতি লাভ করিয়াছে। দেবলের মতে,—প্রত্যেক গর্ভের পূর্ব্বে আধান সংস্কার করিবার পরিবর্ত্তে একবার মাত্র সংস্কার করিলেই সকল গর্ভ-সংস্কার জানিতে হইবে। দেবল বলেন,—

সকৃচ্চ সংস্কৃতা নারী সর্ব্বগর্ভেষু সংস্কৃতা।

বঙ্গদেশে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও একবার মাত্র এই সংস্কারের পক্ষপাতী হইয়াছেন। কিন্তু এই সংস্কার প্রবল থাকিলে শৌক্র-

বিচারের প্রমাণ অধিক হইত। মহাভারত বনপর্ব্বে ১৮০ অধ্যায়ে ৩১ ও ৩২ শ্লোক,—

> জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
> সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ॥
>
> সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
> বাঙ্মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্॥

যুধিষ্ঠির নহুষকে বলিলেন,—হে মহামতে মহাসর্প, মনুষ্যত্বে সকল বর্ণের মধ্যে সাঙ্কর্য্যবশতঃ ব্যক্তিবিশেষের জাতি নিরূপণ করা দুষ্পরীক্ষ্য, ইহাই আমার বিশ্বাস।

যেহেতু সকল বর্ণের মানবগণ সকল বর্ণের স্ত্রীতেই সন্তান উৎপন্ন করিতে সমর্থ। মানবগণের বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ সকল বর্ণেরই একই প্রকার।

কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদির ঔরসজাত কি না, তাহা নিরূপণ করা বিশেষ দুর্ঘট। তাহার বাক্য বিশ্বাস না করিলে জাতি পরীক্ষার অন্য কোন উপায় নাই। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি যে-সকল ব্রাহ্মণাদি বংশ-পরম্পরা বিশুদ্ধভাবে উৎপন্ন হইয়াছেন প্রকাশ, তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রকৃষ্ট প্রমাণ-ব্যতীত এইরূপ জাতির নিঃসন্দেহে সত্যতা নিরূপিত হইতে পারে না। শ্রীমহাভারতের টীকাকার শ্রীনীলকণ্ঠ এই শ্লোকের টীকায় একটি শ্রুতিবচন উদ্ধার করিয়াছেন,—

> ন চৈতদ্বিদ্মো ব্রাহ্মণাঃ স্মো বয়মব্রাহ্মণা বেতি॥

আমরা জানি না, আমরা কি ব্রাহ্মণ, অথবা অব্রাহ্মণ। এই প্রকার সত্যপ্রিয় ঋষিগণের চিত্তে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল।

যাঁহারা ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিপ্রোচিত যোগ্যতা-রক্ষণে অসমর্থ, তাঁহাদের বা তাঁহাদের অধস্তন সন্তানবর্গের ব্রাহ্মণত্ব কি পরিমাণে সিদ্ধ, তাহা বিচার্য্য। অপকর্ম্ম-দ্বারা শৌক্র-বিচারের অধিকার ও শক্তি খর্ব্ব হয়, আর পাপকর্ম্ম-দ্বারা পাতকাদি ও পাতিত্যাদি ঘটে।

ধর্ম্মশাস্ত্রকার বিষ্ণু (৯৩ অধ্যায় ৭—১৩ শ্লোক) এবং মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র (৪র্থ অধ্যায় ১৯২, ১৯৫—২০০ শ্লোক) বলেন,—

ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেত্তু বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজে।
ন বকব্রতিকে বিপ্রে নাবেদবিদি ধর্ম্মবিৎ॥
ধর্ম্মধ্বজী সদালুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকদম্ভকঃ।
বৈড়ালব্রতিকো জ্ঞেয়ো হিংস্র সর্ব্বাভিসন্ধিকঃ॥
অধোদৃষ্টির্নৈস্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।
শঠোমিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতপরো দ্বিজঃ॥
যে বকব্রতিনো বিপ্রা যে চ মার্জ্জারলিঙ্গিনঃ।
তে পতন্ত্যন্ধতামিস্রে তেন পাপেন কর্ম্মণা॥
ন ধর্ম্মস্যাপদেশেন পাপং কৃত্বা ব্রতং চরেৎ।
ব্রতেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুর্ব্বন্ স্ত্রীশূদ্রদম্ভনম্॥
প্রেত্যেহ চেদৃশো বিপ্রো গৃহ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ছদ্মনাচরিতং যচ্চ তদ্বৈ রক্ষাংসি গচ্ছতি॥
অলিঙ্গী লিঙ্গিবেষেণ যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্য্যগ্ যোনৌ প্রজায়তে॥

ধার্ম্মিক মানব বৈড়ালব্রতিক ব্রাহ্মণ-সন্তানকে একবিন্দু জলও দিবেন না। পাপিষ্ঠ বকব্রতিক ব্রাহ্মণ-সন্তানকে এবং বেদানভিজ্ঞ-নামধারী ব্রাহ্মণ-সন্তানকেও একবিন্দু জল দিবেন না।

ধর্ম্মধ্বজী (লোকসমক্ষে ধার্ম্মিক সাজিয়া স্বতঃ পরতঃ ধার্ম্মিকতা প্রকাশকারী), সর্ব্বদা পরধনাভিলাষী, কপট, লোক-বঞ্চক, হিংস্র এবং সর্ব্বনিন্দুককে 'বৈড়ালব্রতিক' বিপ্র বলিয়া জানিবে।

আপনার বিনীতভাবপ্রদর্শনকল্পে সর্ব্বদা অধোদৃষ্টি, নিষ্ঠুর, কপটবিনয়ী ব্রাহ্মণ—বকব্রতিক।

যাহারা বকব্রতী বা বিড়ালব্রতী, তাহারা তৎপাপফলে অন্ধতামিশ্র-নরকে গমন করে।

স্ত্রী-শূদ্রগণের মোহনের জন্য নিজানুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত গোপন-পূর্ব্বক ব্রতরূপে আচরণ করিয়া নিজের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির পরিচয় দেয়।

ইহ ও পরলোকে ব্রহ্মবাদিগণ ইহাদের নিন্দা করেন। কপটতাচরণে যে ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাক্ষসাধীন।

চিহ্নধারণের অনুপযোগী হইয়া তত্তচ্চিহ্ন-গ্রহণ-পূর্ব্বক তত্তদ্বৃত্তি-দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিলে বর্ণাশ্রমের পাপসমূহ তাহাকে আশ্রয় করে এবং তৎপাপে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে।

ধর্ম্মশাস্ত্রকার বিষ্ণু (৮২ অধ্যায় ৩—২৯ সংখ্যা) আরও বলেন,—

হীনাধিকাঙ্গান্ বিবর্জ্জয়েৎ, বিকর্ম্মস্থাংশ্চ, বৈড়ালব্রতিকান্, বৃথালিঙ্গিনঃ,

নক্ষত্রজীবিনঃ, দেবলকাংশ্চ, চিকিৎসকান্, অনূঢ়াপুত্রান্, তৎপুত্রান্, বহুযাজিনঃ, গ্রামযাজিনঃ, শূদ্রযাজিনঃ, অযাজ্যযাজিনঃ, ব্রাত্যান্, তদ্‌যাজিনঃ, পর্ব্বকারান্, সূচকান্, ভৃতকাধ্যাপকান্, ভৃতকাধ্যাপিতান্, শূদ্রান্নপুষ্টান্, পতিতসংসর্গান্, অনধীয়ানান্ সন্ধ্যোপাসনভ্রষ্টান্, রাজসেবকান্, নগ্নান্, পিত্রাবিবদমানান্, পিতৃমাতৃগুর্ব্বগ্নিস্বাধ্যায়ত্যাগিনশ্চেতি, ব্রাহ্মণাপসদা হ্যেতে কথিতাঃ পংক্তিদূষকাঃ। এতান্ বিবর্জ্জয়েৎ যত্নাৎ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি পণ্ডিতঃ ॥

হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, অন্যায় কর্ম্মকারী, বৈড়ালব্রতিক, বৃথা-চিহ্নধারী নক্ষত্রজীবী, দেবল, চিকিৎসক, অপরিণীতাপুত্র, তৎ-পুত্র, বহুযাজী, গ্রামযাজী, শূদ্রযাজী, অযাজ্যযাজী ব্রাত্য, ব্রাত্য-যাজী, পর্ব্বকার, সূচক, ভৃতকাধ্যাপক, ভৃতকাধ্যাপিত, শূদ্রান্ন-পুষ্ট, পতিতসংসর্গী, বেদানভিজ্ঞ, সন্ধ্যোপাসনভ্রষ্ট, রাজসেবক, দিগম্বর, পিতার সহিত বিবাদকারী, পিতৃমাতৃগুরু-অগ্নি এবং স্বাধ্যায়-ত্যাগী ব্রাহ্মণগণকে ত্যাগ করিবে। ইহারা ব্রাহ্মণাধম এবং পংক্তিদূষক বলিয়া কথিত। পণ্ডিত ব্যক্তি পিতৃকার্য্যে যত্ন-পূর্ব্বক ইহাদিগকে বর্জ্জন করিবেন।

অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, জাতিভ্রংশ-কর, সঙ্করীকরণ (পশুবধাদি), পাত্রীকরণ, মলাবহ ও প্রকীর্ণক —এই নববিধ পাপ করিবার যোগ্যতা ব্রাহ্মণের থাকায় পাপ-সমূহ গোপন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করায় ব্রাহ্মণত্ব কি পরিমাণে কাহাতে আছে, তাহাও জানা যায় না। যে-সকল ক্রিয়ায় ব্রাহ্মণের পাতিত্যাদি হয়, তাহা গোপনে সাধিত হইলে সমাজ-

শাসনের বৃত্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহাতে সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় তজ্জনিত অধমতা অবশ্যই অন্তর্নিহিত থাকিয়া অধস্তনগণের অসদ্বৃত্তি-গ্রহণ-পূর্ব্বক দম্ভ করিবার সুযোগ বৃদ্ধি করে।

বৃত্তিভেদে ব্রাহ্মণ অনেক প্রকার। অত্রি (৩৬৪—৩৭৪ শ্লোক) বলেন,—

দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥
সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনম্।
অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ।
নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে॥
বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাঙ্খ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥
অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥
কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্য ব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥
লাক্ষালবণসম্মিশ্রকুসুম্ভক্ষীরসর্পিষাম্।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥
চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

বাপীকূপতড়াগানাং আরামস্থ সরঃসু চ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥

দেব, মুনি, দ্বিজ, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল,—এই দশবিধ ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে।

যিনি সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, নিত্য দেব-পূজা, অতিথি-সৎকার এবং বৈশ্যদেব পূজা করেন, তিনি 'দেবব্রাহ্মণ'।

শাক, পত্র, ফল, মূল ভোজন করিয়া যিনি সর্ব্বদা বনবাস করেন এবং সর্ব্বদা শ্রাদ্ধাদিতে নিযুক্ত থাকেন, তিনি 'মুনিব্রাহ্মণ' বলিয়া কথিত হন।

যিনি সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা বেদান্ত পাঠ করেন এবং সাংখ্যযোগ-বিচারে কালযাপন করেন, তিনি 'দ্বিজবিপ্র' বলিয়া কীর্ত্তিত।

যিনি সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে ধনুকধারিগণকে অস্ত্র-দ্বারা আহত ও পরাজিত করেন, তিনি 'ক্ষত্রবিপ্র'।

যিনি কৃষিকর্ম্মানুরক্ত, গবাদি পশুর পালনকর্ত্তা এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়াদি বৃত্তি অবলম্বন করেন, তিনি 'বৈশ্যবিপ্র'।

যিনি লাক্ষা, লবণ, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু বা মাংস বিক্রয় করেন, তিনি 'শূদ্রবিপ্র'।

যিনি চোর, তস্কর, কুপরামর্শদাতা, সূচক, কটুবাক্-দংশক ও

সর্ব্বদা মৎস্য-মাংস-আহারে লোলুপ, তিনি 'নিষাদ ব্রাহ্মণ' বলিয়া কথিত হন।

যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব না জানিয়া ব্রাহ্মণ-সংস্কারের গর্ব্ব প্রকাশ করেন, সেই পাপে তাঁহার নাম 'পশুবিপ্র'।

যিনি নিঃশঙ্কভাবে বাপী, কূপ, তড়াগ, আরাম অন্যকে ব্যবহার করিতে বাধা দেন, তিনি 'ম্লেচ্ছবিপ্র' বলিয়া কথিত হন।

ক্রিয়াহীন, মূর্খ, সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত, সর্ব্বভূতে নির্দ্দয়,—এই প্রকার ব্রাহ্মণকে 'চণ্ডালব্রাহ্মণ' বলা যায়।

এই দশপ্রকার সংজ্ঞাবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-ব্যতীত অত্রি মহাশয় (৩৭৬—৩৭৯ শ্লোক) আরও বলেন,—

> জ্যোতির্ব্বিদো হ্যথর্ব্বাণঃ কীরপৌরাণপাঠকাঃ।
> * * *
> আবিকশ্চিত্রকারশ্চ বৈদ্যো নক্ষত্রপাঠকঃ।
> চতুর্ব্বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি॥
> মাগধো মাথুরশ্চৈব কাপটঃ কৌটকামলৌ।
> পঞ্চবিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি॥
> যজ্ঞে হি ফলহানিঃ স্যাত্তস্মাৎ তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

জ্যোতির্ব্বিদ্, অথর্ব্ববেদী এবং শুকপক্ষীর ন্যায় পুরাণ-বাচক,—এই তিন প্রকার বিপ্র।

ছাগব্যবসায়ী, চিত্রকার, বৈদ্য, নক্ষত্রপাঠক,—এই চারিবিপ্র পাণ্ডিত্যে বৃহস্পতিতুল্য হইলেও পূজনীয় হন না।

মাগধ, মাথুর, কাপট, কৌট ও কামল,—এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ বৃহস্পতি-তুল্য পাণ্ডিত্য লাভ করিলেও পূজনীয় নহেন।

ইঁহাদের দ্বারা যজ্ঞে ফল হানি হয়, সুতরাং ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে।

এতদ্ব্যতীত অত্রি (২৮৭ শ্লোক) আরও বলেন,—

শঠঞ্চ ব্রাহ্মণং হত্বা শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ।

শঠ ব্রাহ্মণকে হত্যা করিলে শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত-বিধান মাত্র। ধর্ম্মশাস্ত্রকার অত্রির মতে,—উপরি উক্ত ২৩ প্রকার ব্রাহ্মণ-ব্যতীত আরও এক প্রকার ব্রাহ্মণ আছেন। তিনি (৩৭৫ শ্লোক) বলেন,—

বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণ-পাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি॥

বেদশাস্ত্রে পরিশ্রম করিয়া ফল উৎপন্ন করিতে অসমর্থ হইলে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠারম্ভ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করিয়া ফলোৎপন্ন করিতে অক্ষম হইলে পুরাণ-বক্তা হন। পুরাণ-বাচনে অসমর্থতা ঘটিলে কৃষির দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন। বলা বাহুল্য, বেদশাস্ত্র পাঠ, ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা, পুরাণ-শাস্ত্র-বাচন প্রভৃতি উদরের জন্য জীবিকা জ্ঞান করায় এবং তদ্ব্যতীত অন্য ব্যবহার অজ্ঞাত থাকায় তত্তজ্জীবিকার অনুপযোগিতাক্রমে ব্রাহ্মণ কৃষিজীবী হওয়াই ব্রাহ্মণত্বের পরিণাম বুঝেন। আবার তাহাতেও উদর-ভরণে অযোগ্যতা হইলে সকল প্রকার কৃতিত্ব ও পারদর্শিতার অভাবে বৈষ্ণবের গুরু হইয়া অর্থোপার্জ্জন-পূর্ব্বক আপনাকে ভাগবত বলিয়া প্রচার করাই জীবিকার উপায় স্থির করেন।

এই প্রকার ভণ্ডভাগবত ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত ২৩ প্রকার ব্রাহ্মণের সহিত একত্র সমাবিষ্ট হইলে ২৪ প্রকার ব্রাহ্মণের বিভাগ ধর্ম্মশাস্ত্রকার অত্রি মহাশয় নিরূপণ করিলেন। মনু (২য় অঃ ১৫৭, ১৫৮, ১৬৮, ১৭২ ও ৪র্থ অঃ ২৪৫, ২৫৫ শ্লোক) বলেন,—

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥
যথা ষণ্ঢোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌর্গবি চাফলা।
যথা চাজ্ঞেঽফলং দানং তথা বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ॥
যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদং অন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥
শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্ যাবদ্ বেদে ন জায়তে॥
উত্তমানুত্তমান্ গচ্ছন্ হীনান্ হীনাংশ্চ বর্জ্জয়ন্।
ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতামেতি প্রত্যবায়েন শূদ্রতাম্॥
যোঽন্যথা সন্তমাত্মানং অন্যথা সৎসু ভাষতে।
স পাপকৃত্তমো লোকে স্তেন আত্মাপহারকঃ॥

যেরূপ কাষ্ঠের হস্তী, চর্ম্মের মৃগ নাম-মাত্র, কার্য্যতঃ তত্তৎফল নাই, তদ্রূপ বেদাধ্যয়নরহিত বিপ্র; এই তিনটী বস্তুই নাম-মাত্র।

নারীগণের নিকট নপুংসক যেরূপ অকর্ম্মণ্য, গাভীর নিকট অপর গাভি-দ্বারা যেরূপ সন্তান-জনন-কার্য্য অসম্ভব, সেই প্রকার মূর্খ বেদাধ্যয়নরহিত বিপ্রকে দান করিলে নিষ্ফলতা লাভ হয়।

যিনি বেদশাস্ত্র-অধ্যয়নে যত্ন না করিয়া অন্যান্য বিষয়ে শ্রম করেন, তিনি জীবদ্দশাতেই সবংশে সত্বর শূদ্রতা লাভ করেন।

যে-কাল-পর্য্যন্ত-না বেদে অধিকার জন্মে, তৎকালাবধি ব্রাহ্মণের শূদ্রের সহিত সাম্য জানিবে।

হীনকুল-বর্জ্জন-পূর্ব্বক উত্তমোত্তমকুলে সম্বন্ধ করিলে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। তদ্বিপরীতে শূদ্রতা লাভ হয়।

যিনি একপ্রকার স্বভাব-বিশিষ্ট হইয়া সাধুর নিকটে অন্য প্রকার প্রতিপন্ন হইবার কথা বলেন, ইহলোকে তিনি পাপকারীর অগ্রগামী ও আত্মবঞ্চক, তিনি চোর। মহাভারত অনুশাসনপর্ব্বে (১৪৩ অধ্যায়ে) লিখিত আছে,—

গুরুতল্পী গুরুদ্রোহী গুরুকুৎসারতিশ্চ যঃ।
ব্রহ্মবিচ্চাপি পততি ব্রাহ্মণো ব্রহ্মযোনিতঃ॥

যিনি গুরুপত্নীগামী, গুরুর বিদ্বেষী, গুরুর কুৎসা-গানরত, ব্রহ্মবিৎ হইলেও তাদৃশ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মযোনি হইতে পতিত হন।

শ্রুতিস্মৃতি উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ত্তিতে।
একেন বিকলঃ কাণো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

বেদ ও স্মৃতি ব্রাহ্মণগণের দর্শনেন্দ্রিয়দ্বয়। বেদ না পড়িলে একচক্ষু অর্থাৎ কাণা এবং স্মৃতি না পড়া থাকিলে তাহাকে অন্ধ জানিবে।

কূর্ম্মপুরাণ বলেন,—

যোঽন্যত্র কুরুতে যত্নমনধীত্য শ্রুতিং দ্বিজাঃ।
স সংমূঢ়ো ন সংভাষ্যো বেদবাহ্যো দ্বিজাতিভিঃ॥

ন বেদপাঠমাত্রেণ সন্তুষ্যেদেষ বৈ দ্বিজাঃ।
যথোক্তাচারহীনস্তু পঙ্কে গৌরিব সীদতি॥
যোঽধীত্য বিধিবদ্বেদং বেদার্থং ন বিচারয়েৎ।
স চান্ধঃ শূদ্রকল্পস্তু পদার্থং ন প্রপদ্যতে॥
সেবা শ্ববৃত্তির্যৈরুক্তা ন সম্যক্ তৈরুদাহৃতম্।
স্বচ্ছন্দচরিতঃ ক্ব শ্বা বিক্রীতাসুঃ ক্ব সেবকঃ॥
পণীকৃত্যাত্মনঃ প্রাণান্ যে বর্ত্তন্তে দ্বিজাধমাঃ।
তেষাং দুরাত্মনামন্নং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥
নাদ্যাচ্ছূদ্রস্য বিপ্রোঽন্নং মোহাদ্বা যদি কামতঃ।
স শূদ্রযোনিং ব্রজতি যস্তু ভুঙ্ক্তে হ্যনাপদি॥
গোরক্ষকান্ বাণিজকান্ তথা কারুকশীলিনঃ।
প্রেষ্যান্ বার্দ্ধুষিকাংশ্চৈব বিপ্রান্ শূদ্রবদাচরেৎ॥
তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পং প্রকাশং বৈ হরেদ্বুধঃ।
ধর্ম্মার্থং কেবলং বিপ্র হ্যন্যথা পতিতো ভবেৎ॥

হে ব্রাহ্মণগণ, যিনি বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে যত্ন করেন, তিনি সম্যগ্রূপে মূঢ় ও বেদবহিষ্কৃত। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত আলাপ করিবেন না।

কেবল বেদপাঠ করিয়া সন্তোষ থাকিবে না; আচারবিহীন হইলে কর্দ্দমে পতিত ধেনুর ন্যায় অবশ হইবে।

যিনি বিধিমত বেদ-অধ্যয়ন-পূর্ব্বক বেদার্থ বিচার করেন না, তাঁহাকে অন্ধ ও শূদ্রকল্প জানিবে, তিনি পরমবস্তু প্রাপ্ত হইবেন না।

দাসবৃত্তিকে যাঁহারা কুক্কুরবৃত্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন,

তদ্দ্বারা সম্যক্ বলিতেও সমর্থ হন নাই। কোথায় স্বচ্ছন্দ-বিচরণকারী কুক্কুর, আর কোথায় বা বিক্রীতপ্রাণ সেবক !

যে-সকল ব্রাহ্মণাধম প্রাণ বিক্রয় করিয়া অবস্থান করে, সেই দুরাত্মগণের অন্ন ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে।

ব্রাহ্মণ কদাচ শূদ্রের অন্ন ভোজন করিবেন না। যদ্যপি স্বেচ্ছাক্রমে অথবা মোহবশতঃ শূদ্রান্ন ভোজন করেন, তাহা হইলে বিপৎকাল-ব্যতীত অন্য সময়ে ভোজনফলে শূদ্রযোনি লাভ হয়।

যে-সকল বিপ্র গোরক্ষা, বাণিজ্য, কারুকশীল, ভৃত্যধর্ম্ম এবং সুদ গ্রহণ করে, তাহারা শূদ্রবৎ জানিবে।

তৃণ, কাষ্ঠ, ফল ও ফুল ধর্ম্মার্থে আহরণ না করিলে ব্রাহ্মণের তত্তৎ কর্ম্মকরণের জন্য পাতিত্য হয়।

ব্রাহ্মণের অধস্তনগণ শৌক্র-বিচারে ব্রাহ্মণ, সাধারণতঃ এই বিচার অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাঁহাদের সাহায্যের জন্য স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ এবং ঐতিহ্যেরও অভাব নাই। এরূপ ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞাপ্রাপ্তগণের মধ্যে সত্য ব্রাহ্মণত্ব-সম্বন্ধে যে-সকল সন্দেহের কথা, পাপজন্য ব্রাহ্মণতা অভাবের কথা ও পাতিত্য-কথা উদাহৃত হইল, তাহাতে অনেক লোক-প্রচলিত ব্রাহ্মণসন্তান ব্রাহ্মণতা-লাভে কতদূর যোগ্য, তাহা আলোচক-মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

শৌক্রবিচারে অবস্থিত যে-সকল ব্রাহ্মণ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন, সাবিত্র্য ব্রাহ্মণতার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন

নাই, তাঁহারা কিরূপভাবে আদৃত হইবেন? 'বন্ধু'-শব্দ—আত্মীয়-পুত্রাদি-বোধক; কিন্তু 'ব্রহ্মবন্ধু'-শব্দে শৌক্র-অধস্তনদিগকে সংজ্ঞা দেওয়া হয় না। 'ব্রহ্মবন্ধু'-শব্দ গর্হণার্থ ব্যবহার হওয়ায় তাদৃশ শব্দ ব্রাহ্মণের অধস্তনগণ গৌরবের সহিত ব্যবহার করেন নাই। স্ত্রীলোক, শূদ্র ও ব্রহ্মবন্ধু,—ইহারা একপ্রকার অধিকারবিশিষ্ট, দ্বিজোত্তমাধিকার হইতে বঞ্চিত। বেদশাস্ত্রে ইহাদিগের অধিকার নাই। বিপ্রাচার-রহিত, নিন্দ্য-কর্ম্মকারী কেবল জাতিতে ব্রাহ্মণকে 'ব্রহ্মবন্ধু' বলা যায়। ছান্দোগ্য-উপনিষদে লিখিত আছে,—

অস্মৎ কুলীনোঽননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতি।

এই শ্রুতির শাঙ্করভাষ্য—

"হে সৌম্য! অননূচ্য অনধীত্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি ব্রাহ্মণান্ বন্ধূন্ ব্যপদিশতি, ন স্বয়ং ব্রাহ্মণবৃত্তঃ।"

ভাগবত ১।৪।২৫ শ্লোক—

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।

ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদত্রয় স্ত্রীলোক, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুগণের কর্ণগোচর করাইবে না।

ব্রহ্মবন্ধুদিগকে একেবারে প্রাণে বধ করিবে না এবং দৈহিক দণ্ডবিধান করিবে না। যথা ভাগবত ১।৭।৫৭ শ্লোক—

এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ॥

কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তিগণ স্বাভাবিক জ্ঞানী ও ভক্তগণ অপেক্ষা হীনবুদ্ধি। লৌকিক ও পারত্রিক সুখই কর্ম্মপ্রিয়গণের আরাধ্য।

সংসারে অধিকাংশ জীবই কর্ম্মবুদ্ধির আশ্রিত। ঐ বুদ্ধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন কেবলমাত্র জ্ঞানী ও ভক্ত। সাধারণ লোকে ঐহিক অনুভূতি-ব্যতীত উচ্চজ্ঞান উপলব্ধি করিতে অক্ষম।

তাদৃশ জড়াসক্তিপ্রিয় জনগণের সম্বন্ধে কর্ম্মশাস্ত্রে স্বর্গাদির চিত্র অঙ্কিত আছে। আবার দুঃখের অস্তিত্বও তাহাদের বিশেষ পরিচিত। দুঃখের আদর্শ নরকাদিও কর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণন দেখা যায়। লৌকিক পাপ-পুণ্য-প্রভাবে জীবিতোত্তর-কালে স্বর্গ-নিরয়াদি এবং ইহকালে প্রতিষ্ঠা-প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মকাণ্ডরত বুদ্ধিহীন সাধারণ জনের প্রাপ্য বলিয়া বিশ্বাস।

এই শ্রেণীর লোকের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিতে বা তাহাতেই উহাদিগকে প্রলোভিত করিতে লৌকিক বিচারেই অতিরঞ্জিত ভাষায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে উপদেশাবলী বিন্যস্ত আছে। আবার অতিরঞ্জিত ভাষায় গর্হণাদি দৃষ্ট হয়, যাহাতে তাহাদের পাপে প্রবৃত্তি না হয়। দুঃখের ভয়, অপ্রশংসা ও নিন্দার ভয়ে অনেকে অধমতা হইতে নিবৃত্ত হয়; প্রায়শ্চিত্ত ও নরকাদি তাদৃশ জনগণের নিয়ামক।

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদির প্রশংসা, বীর্য্য ও মাহাত্ম্য প্রচুরভাবে কীর্ত্তিত আছে, আবার ব্রাহ্মণ-যোগ্যতার বিষয়ে উৎকর্ষ, অযোগ্যতা-সম্বন্ধে অপকর্ষতা প্রভৃতি শাস্ত্রমধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা গুণ-দোষের দ্বারা চালিত, তাহাদের সম্বন্ধে এতাদৃশ বিধান প্রয়োজনীয়। আবার ক্ষুদ্রচিত্ত, অসমর্থ, দুর্ব্বল,

মূর্খ, সর্ব্বদা ভীত, শৌক্র ব্রহ্মবন্ধুদিগের চিত্তাবসাদের কথঞ্চিৎ লাঘবমানসে শাস্ত্রের কতিপয় উক্তিরও আদর করা যাইতে পারে। মহাভারত বনপর্ব্ব—

> নাধ্যাপনাৎ যাজনাদ্বা অন্যস্মাদ্বা প্রতিগ্রহাৎ।
> দোষো ভবতি বিপ্রাণাং জ্বলিতাগ্নিসমা দ্বিজাঃ॥
> দুর্ব্বেদা বা সুবেদা বা প্রাকৃতাঃ সংস্কৃতাস্তথা।
> ব্রাহ্মণা নাবমন্তব্যা ভস্মাচ্ছন্না ইবাগ্নয়ঃ॥
> যথা শ্মশানে দীপ্তৌজাঃ পাবকো নৈব দুষ্যতি।
> এবং বিদ্বানবিদ্বান্ বা ব্রাহ্মণো নৈব দুষ্যতি॥

ব্রাহ্মণগণ জ্বলিতাগ্নিসদৃশ, সুতরাং অধ্যয়নরাহিত্যে, অযাজ্য-যাজনজন্য বা অন্যপ্রকার অধম প্রতিগ্রহাদি-হেতু তাঁহাদের দোষ হয় না।

বেদজ্ঞানরহিত, বেদজ্ঞানসহিত, প্রাকৃত এবং সংস্কৃত হইলেও ব্রাহ্মগণ অবমানের পাত্র নন, তাঁহারা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায়।

শ্মশানস্থ দীপ্ততেজ অগ্নি যেরূপ দুষ্য নহে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ মূর্খ হউন বা পণ্ডিত হউন, দোষার্হ নহেন।

পরাশর বলেন,—

> যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মাস্তত্র তত্র চ যে দ্বিজাঃ।
> তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপা হি তে দ্বিজাঃ॥

যে যুগে যে ধর্ম্ম বলবান্ হয়, সেই যুগে সেই ধর্ম্মাবলম্বী যে-সকল দ্বিজ (তদ্ধর্ম্মোচিত সংস্কার-দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম-প্রাপ্ত) উদ্ভূত হন, তাঁহারা যুগানুরূপ, তাঁহাদিগকে গর্হণ করা উচিত নহে।

এইরূপ অক্ষম জীবগণের নিজ-নিজ দুর্ভাগ্য কথঞ্চিৎ

অপনোদনের জন্য এই সকল বাক্য শাস্ত্রে স্থান পায়। কিন্তু এই সকল বচন-সাহায্যে যাঁহারা প্রকৃত ব্রহ্মণ্য হইতে বিচ্যুত হন, তাঁহাদের ধর্ম্ম হানি হয়। বৃহস্পতি বলেন,—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত উপদেশ-পালনে যাহারা অক্ষম, সেই অনধিকারী জনগণের চিত্তের অবসাদ-খর্ববমানসে এই প্রকার অনুকল্প বাক্য-সমূহ বিচার করিয়া শাস্ত্র-তাৎপর্য্য নিরূপণ করা কর্ত্তব্য নহে।

পরাশর-বচন, মহাভারতের কথা বা অন্যান্য তাদৃশ কথা— নিরাশ-রাজ্যে ভগ্নমনোরথের আশা-প্রদীপ-মাত্র। উদ্দেশ্য বিচার করিলে জানা যায় যে, কেবল নৈরাশ্য-অপনোদন-কল্পে জীবের ভবিষ্যৎ উত্তম ব্যবহারের উৎসাহবর্দ্ধন-জন্য, অব্রাহ্মণদিগকে ব্রাহ্মণাভিমানে প্রবৃত্তি-দান ও অব্রাহ্মণাভিমান বশতঃ দিনদিনই তাঁহারা উত্তরোত্তর অধমতা লাভ করিবেন, ইহার প্রতিষেধই তাৎপর্য্য।

মানবের উন্নতির পথ এবং উৎকর্ষসিদ্ধির দ্বার একেবারে বন্ধকরা শাস্ত্রকারগণের লক্ষ্য নহে, সেইজন্য সুচতুর বৃহস্পতি মহাশয় বলেন,—কেবলমাত্র শাস্ত্রাবলম্বন-পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত-নির্ণয় কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু যুক্তিহীন-বিচারে ধর্ম্মহানি ঘটে। ধর্ম্মশাস্ত্র-কার বিষ্ণু (৭১ অধ্যায় ১ম সংখ্যা) বলেন,—

অথ কঞ্চ নাবমন্যেত॥

কাহাকেও অসম্মান করিও না।

ব্রাহ্মণ সর্ব্বোচ্চ, তাঁহাকে অপমান করা দূরে থাক্, জগতে অতি নিম্ন স্থানাধিকারী অধমাভিমানী জনগণকেও মনুষ্য-মাত্রেরই অসম্মান বা নিন্দা করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

নিন্দাকারী বা অপমানকারী ব্যক্তির অবশ্যই পাপ হয়। প্রকৃত সত্য জগতের মঙ্গলের জন্য গোপন রাখিবার প্রয়াসও কপটতার চিহ্ন। বনপর্ব্বে যেরূপ ব্রাহ্মণের একমাত্র পরিচয় 'সরলতা' স্থির করিয়াছেন, সেই অসামান্য গুণপ্রভাবেই ব্রাহ্মণ-লিখিত শাস্ত্রে সরলতার আদর্শ আমরা প্রতিশব্দেই লক্ষ্য করি। ব্রাহ্মণ বা সরলচিত্ত জনের নিরপেক্ষতাই ভূষণ। নিজ-প্রকৃতকথা বলিতে গেলে তাঁহার স্বার্থের ক্ষতি হইলেও সরলতা-প্রভাবে হৃদয়-উদ্‌ঘাটন-পূর্ব্বক তিনি নিজ-সারল্যের পরিচয় দিয়া থাকেন। যেখানে সরলতার অভাব, সেখানে ব্রহ্মণ্য আদৌ নাই, জানিতে হইবে।

বেদশাস্ত্র-সমূহ, প্রয়োগ ও ধর্ম্মশাস্ত্রপুঞ্জ, পুরাণশাস্ত্রবৃন্দ, ঐতিহ্য, পটল, ঋষি-প্রণীত অন্যান্য শাস্ত্রাবলী সরলভাবে জগতের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা অক্ষমজন-গণের নিন্দা-উদ্দেশে বা অপমান করিবার জন্য বলেন নাই। তদনুবর্ত্তী নিরপেক্ষ বিচারকগণ যখন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্বার্থপ্রিয় অক্ষম মানবমণ্ডলীর নিকট অভিব্যক্ত করেন, তখন তাদৃশ সত্যপ্রিয়-জনের মর্য্যাদা-ক্ষুণ্ণমানসে ও নীচজনের ন্যায় স্বার্থরক্ষা-মানসে শাস্ত্রগুলিকে বা শাস্ত্রবক্তৃবৃন্দকে গর্হণ করিয়া

লোকচক্ষে নিন্দিত করিবার প্রয়াস—কাপুরুষোচিত ও ধর্ম্ম-হানিকর।

যদি অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্র, তদনুগ প্রয়োগশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, তন্ত্রশাস্ত্রসমূহ এবং তদবলম্বী সত্য-প্রকাশক নিরপেক্ষ-জনগণকে 'নিন্দুক' বলিয়া নিন্দা করিয়া তাদৃশ হীনলোকের বৃথা মর্য্যাদা পুষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা সত্যপ্রিয় কর্ম্মকাণ্ডরত মানবগণ কখনই অনুমোদন করিবেন না। ব্রাহ্মণগণ বিশুদ্ধ ব্রহ্মণ্য লাভ করুন এবং লব্ধব্রহ্মণ্য ব্যক্তির ব্রাহ্মণ-সমাদর সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ থাকুক,—ইহা বলিতে গিয়া শাস্ত্রসমূহ ও তদ্বক্তা বিপ্র-নিন্দারূপ পাপে নিন্দিত হইবেন,—আমরা তাহা অনুমোদন করি না; পরন্তু হীনাবস্থ উচ্চ-মর্য্যাদাকাঙ্ক্ষী প্রতিপক্ষবিচারকের দ্বারা বিপ্রনিন্দাকরণ-রূপ পাপ না করিয়া তাঁহারা স্বার্থপরের হস্তে অপমানিত হইলেন, তজ্জন্য প্রত্যুত্তর না দিয়া মনুর এই শ্লোক পাঠ করুন। তাঁহাদের নিকট মর্য্যাদা-লাভের আবশ্যক নাই। মানবধর্ম্মশাস্ত্র দ্বিতীয় অধ্যায় ১৬২-১৬৩ শ্লোক—

> সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
> অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা॥
> সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।
> সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি॥

ব্রাহ্মণ ঐহিক সম্মানকে যাবজ্জীবন বিষের ন্যায় জ্ঞান করিবেন এবং অবমাননাকে সর্ব্বদা অমৃতবৎ আকাঙ্ক্ষা করিবেন। যেহেতু অপমান সহ্য করিতে শিখিলে ক্ষোভের অনুদয়ে

সুখে নিদ্রা হয়, সুখে জাগরণ হয় ও সুখে বিচরণ করা যায়। পাপবশতঃ অপমানকারীর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া থাকে এবং তাহার ঐহিক ও পারত্রিক উভয় সুখই বিনষ্ট হয়।

সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ, ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ এবং কলিতে একপাদ মাত্র। ধর্ম্মের যাজক ব্রাহ্মণগণও তাদৃশ হীনপ্রভাব। সত্যের ব্রাহ্মণ-মর্য্যাদা কলির ব্রাহ্মণে আরোপিত হইলে সত্যের অপলাপ হয় মাত্র। যাঁহার যে সম্মান, তাঁহাকে তদতিরিক্ত সম্মান দিলে বক্তার মাহাত্ম্যই বৃদ্ধি হয় এবং দাতার প্রতি সম্মানপ্রাপ্ত জনের অধিক প্রীতি বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু সম্মানিত ব্যক্তি দাতার সম্মানে আত্মযাথাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া দম্ভাবলম্বন করিলে বিষ্ণুযামলের নিম্নোক্ত বাক্যটির জন্য ক্ষোভ-বশতঃ মনূক্ত রীতিক্রমে রাত্রে তাহার সুখে নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে পারে। বিষ্ণুযামল যে নিন্দা করিলেন, তজ্জন্য যামলের দণ্ড-বিধানজ্ঞ তাঁহার মুখবন্ধ করুন। যামল বলেন,—

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।

কলিজাত ব্রাহ্মণগণ অশুদ্ধ এবং শূদ্রকল্প। কলিতে অর্থাৎ বিবাদতর্কে শৌক্র-বিচার-পরায়ণগণের শুদ্ধতা নাই, তাঁহারা শূদ্রসদৃশ নাম-মাত্র। তাঁহাদের বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানমার্গে নির্ম্মলতা নাই। তান্ত্রিকাচারে তাঁহাদের শুদ্ধি।

এ ক্ষেত্রে স্মৃতিরাজ হরিভক্তিবিলাস পঞ্চম বিলাসারম্ভে ঐ যামলের কথা বলিয়াও কি ইঁহাদের কর্ত্তৃক গর্হিত হইলেন?

কাল কলি, সকলই সম্ভবপর! ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ৭ম অধ্যায় ৫ম শ্লোক—

জনোঽভদ্ররুচির্ভদ্র ভবিষ্যতি কলৌ যুগে।

হে ভদ্র, কলিযুগে মানব অভদ্র রুচিবিশিষ্ট হইবে। পাত্র ও কাল-বিচারের সহিত শৌক্র-বিচারের কথা আলোচিত হইল। এক্ষণে দেশবিষয়ে মনু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

মনু ২য় অধ্যায় ১৭-২৪ শ্লোক—

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

* * *

প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাৎ আসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥
কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ॥
এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্বৃত্তিকর্শিতঃ॥

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নাম্নী দেবনদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ দেবনির্ম্মিত। ইহাকে ব্রহ্মাবর্ত্ত কহে।

সেই দেশে যে আচার পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তত্রস্থ যে যে বর্ণের এবং সঙ্করবর্ণাদির যাহা আচার, তাহাকেই সদাচার কহে।

কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল ও শূরসেন বা মথুরা,—এই চারিদেশ ব্রহ্মাবর্ত্তের নিম্নেই পবিত্রতাযুক্ত ব্রহ্মর্ষিদেশ।

এই সকল দেশের অধিবাসী অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীর মানবগণ নিজ-নিজ চরিত্র শিক্ষা করিবেন।

প্রয়াগের পশ্চিমে যে দেশ, তাহার নাম মধ্যদেশ।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী এবং হিমগিরি ও বিন্ধ্যগিরির মধ্যবর্ত্তী প্রদেশকে পণ্ডিতগণ আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া জানেন।

যে-স্থলে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবক্রমে বিচরণ করে সেই স্থান যজ্ঞীয় দেশ, তদ্ব্যতীত অন্যস্থান ম্লেচ্ছদেশ।

দ্বিজাতিগণ এই পবিত্রদেশসমূহ প্রকৃষ্টপ্রযত্নে আশ্রয় করিবেন। শূদ্র যে-কোন দেশেই জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকিবে, তাহাতে বাধা নাই।

সুতরাং যজ্ঞীয় দেশ-ব্যতীত অন্যান্য প্রাদেশিক ব্রাহ্মণগুলি ম্লেচ্ছদেশবাসী ও কদাচারসম্পন্ন। ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২১শ অঃ ৮ম শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত ভাবের বিরুদ্ধ ভাব দেখা যায়; যথা,—

অকৃষ্ণসারো দেশানামব্রহ্মণ্যোঽশুচির্ভবেৎ।
কৃষ্ণসারোঽপ্যসৌবীরকীকটা সংস্কৃতেরিণম্॥

যাহা হউক, শৌক্র-বিচার-নিরূপণ-সম্বন্ধে আমরা যে-সকল কথা প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধার করিলাম, এতদ্ভিন্ন অন্য যে-যে প্রকারে মানবগণ ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়াছেন বা ব্রাহ্মণ্য লাভ করিবার যোগ্য পাত্র, তাহা শাস্ত্রে কিরূপ নিরূপিত আছে, তাহা উদাহৃত হইতেছে।

মুক্তিকোপনিষদে যে অষ্টোত্তরশত উপনিষদের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে ষট্‌ত্রিংশ সংখ্যক উপনিষদের নাম 'বজ্রসূচিকোপনিষৎ'। কথিত আছে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই উপনিষদের সুবিস্তৃত একখানি ভাষ্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বজ্রসূচিকোপনিষৎ—

যজ্‌জ্ঞানাৎ যান্তি মুনয়ো ব্রাহ্মণ্যং পরমাদ্ভুতম্।
তৎ ত্রৈপদব্রহ্মতত্ত্বমহমস্মীতি চিন্তয়ে॥
ওঁ আপ্যায়ন্ত্বিতি শান্তিঃ।
চিৎসদানন্দরূপায় সর্ব্বধীবৃত্তিসাক্ষিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় ব্রহ্মণেঽনন্তরূপিণে॥
ওঁ বজ্রসূচীং প্রবক্ষ্যামি শাস্ত্রমজ্ঞানভেদনম্।
দূষণং জ্ঞানহীনানাং ভূষণং জ্ঞানচক্ষুষাম্॥

ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রা ইতি চত্বারো বর্ণাস্তেষাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণ এব প্রধান ইতি বেদবচনানুরূপং স্মৃতিভিরপ্যুক্তম্। তত্র চোদ্যমস্তি কো বা ব্রাহ্মণো নাম। কিং জীবঃ কিং দেহঃ কিং জাতিঃ কিং জ্ঞানং কিং কর্ম্ম কিং ধার্ম্মিক ইতি। তত্র প্রথমো জীবো ব্রাহ্মণ ইতি। চেত্তন্ন। অতীতানাগতানেকদেহানাং জীবস্যৈকরূপত্বাৎ একস্যাপি কর্ম্মবশাদনেকদেহসংভবাৎ সর্ব্বশরীরাণাং জীবস্যৈকরূপত্বাচ্চ। তস্মান্ন জীবো ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন আচণ্ডালাদি পর্য্যন্তানাং মনুষ্যাণাং পাঞ্চ-

ভৌতিকত্বেন দেহস্যৈকরূপত্বাজ্জরামরণ-ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সাম্যদর্শনাদ্ ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণো বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণ ইতি নিয়মাভাবাৎ। পিত্রাদিশরীরদহনে পুত্রাদীনাং ব্রহ্মহত্যাদিদোষসম্ভবাচ্চ তস্মান্ন দেহো ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। তত্র জাত্যন্তর-জন্তুষু অনেকজাতিসংভবা মহর্ষয়ো বহবঃ সন্তি। ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যাঃ। কৌশিকঃ কুশাৎ। জাম্বুকো জম্বুকাৎ। বাল্মীকো বল্মীকাৎ। ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যায়াম্। শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ। বশিষ্ঠঃ উর্ব্বশ্যাম্। অগস্ত্যঃ কলসে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাপ্যগ্রে জ্ঞানপ্রতিপাদিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জাতিঃ ব্রাহ্মণঃ। ইতি। তর্হি জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। ক্ষত্রিয়াদয়োপি পরমার্থদর্শিনোঽভিজ্ঞা বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রারব্ধসঞ্চিতাগামিকর্ম্মসাধর্ম্ম্যদর্শনাৎ কর্ম্মাভিপ্রেরিতাঃ সন্তঃ জনাঃ ক্রিয়াঃ কুর্ব্বন্তীতি। তস্মান্ন কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তন্ন। ক্ষত্রিয়াদয়ো হিরণ্যদাতারো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ ইতি। তর্হি কো বা ব্রাহ্মণো নাম। যঃ কশ্চিদাত্মানং অদ্বিতীয়ং জাতিগুণক্রিয়াহীনং ষড়ূর্ম্মিষড়্ভাবেত্যাদি-সর্ব্বদোষরহিতং সত্যজ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপং স্বয়ং নির্ব্বিকল্পং অশেষকল্পাধারং অশেষ ভূতান্তর্যামিত্বেন বর্ত্তমানং অন্তর্ব্বহিশ্চাকাশবদনুস্যূতমখণ্ডানন্দস্বভাবং অপ্রমেয়ং অনুভবৈকবেদ্যং অপরোক্ষতয়া ভাসমানং করতলামলকবৎ সাক্ষাদপরোক্ষীকৃত্য কৃতার্থতয়া কামরাগাদিদোষরহিতঃ শমদমাদিসম্পন্নোভাবমাৎসর্য্য-তৃষ্ণাশামোহাদিরহিতো দম্ভাহঙ্কারাদিভিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্ততে। এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধির্নাস্ত্যেব। সচ্চিদানন্দমাত্মানমদ্বিতীয়ং ব্রহ্মভাবয়েদাত্মানং সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম ভাবয়েদিত্যুপনিষৎ॥ ওঁ আপ্যায়ন্ত্বিতি শান্তিঃ॥

মুনিগণ পরমাদ্ভুত ব্রহ্মণ্য যে বস্তুজ্ঞানদ্বারা প্রাপ্ত হন, সেই সচ্চিদানন্দ পদত্রয়বিশিষ্ট আমিই ব্রহ্মতত্ত্ব, এরূপ চিন্তা করি। আপ্যায়িত হউন, ইহাই শান্তিপাঠ। সচ্চিদানন্দরূপ, সকল বুদ্ধিবৃত্তিসাক্ষী, বেদান্তবেদ্য অনন্তরূপী ব্রহ্মকে নমস্কার। আমি বজ্রসূচী শাস্ত্র বলিতেছি। ইহা অজ্ঞান-ভেদক, জ্ঞানহীনগণের দূষণ ও চক্ষুষ্মান্ জ্ঞানিগণের অলঙ্কার-স্বরূপ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—এই চারিবর্ণ। বর্ণদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রধান,—ইহাই বেদবচনানুরূপ; স্মৃতিতেও তাহাই উক্ত হইয়াছে। সে-স্থলে প্রশ্ন এই যে, ব্রাহ্মণ কে?—জীব, দেহ, জাতি, জ্ঞান, কর্ম্ম, ধার্ম্মিক,—ইহাদের মধ্যে 'ব্রাহ্মণ' কে? এই প্রশ্নে প্রথমতঃ জীবকে ব্রাহ্মণ বলিলে, তাহা সত্য নহে। অতীত-অনাগত অনেক শরীর-সম্বন্ধে জীবের একরূপত্বহেতু, এক-রূপেরও কর্ম্মবশে অনেক দেহ-সম্ভাবনা-হেতু এবং সর্ব্বদেহের সম্বন্ধে জীবের একরূপত্ব-নিবন্ধন, 'জীব' ব্রাহ্মণ নহেন। তাহা হইলে কি 'দেহ' ব্রাহ্মণ?—ইহাও নহে। চণ্ডাল পর্য্যন্ত নরগণের পাঞ্চভৌতিক দেহের একরূপত্ব-হেতু, জরা-মরণ, ধর্ম্মাধর্ম্মের সমানতা-দর্শন-হেতু 'ব্রাহ্মণ'—শ্বেতবর্ণ, 'ক্ষত্রিয়'—রক্তবর্ণ, 'বৈশ্য'—পীতবর্ণ, 'শূদ্র'—কৃষ্ণবর্ণ,—এইরূপ নিয়ম না থাকায় 'দেহ' ব্রাহ্মণ নহে। মৃতপিত্রাদির শরীর-দহনে পুত্রাদির ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপাশ্রয় করে না। সেজন্য 'দেহ' ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি 'জাতি'ই ব্রাহ্মণ?—তাহাও নহে। অন্য জাতীয় প্রাণিমধ্যে অনেক জাত্যুদ্ভূত মহর্ষিগণ উৎপন্ন

হইয়াছেন। মৃগী হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশ হইতে কৌশিক, জম্বুক হইতে জাম্বুক ঋষি, বল্মীক হইতে বাল্মীকি, কৈবর্ত্তকন্যা হইতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ এবং কলস হইতে অগস্ত্য উৎপন্ন হইয়াছেন, শুনা যায়; এতদ্ব্যতীত লব্ধ-জ্ঞান ভিন্নজাত্যুৎপন্ন বহু ঋষি আছেন; তজ্জন্য 'জাতি'ই ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি 'জ্ঞান' ব্রাহ্মণ?—তাহাও নহে। ক্ষত্রিয়াদিও অনেকেই অভিজ্ঞ পরমার্থদর্শী। সে-জন্য 'জ্ঞান'ও ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি 'কর্ম্ম'ই ব্রাহ্মণ? তাহাও নহে। সকল প্রাণীর প্রারব্ধ-সঞ্চিত আগামী কর্ম্ম-সাধর্ম্ম্য আছে। কর্ম্মাভিপ্রেরিত হইয়া মানবগণ কর্ম্মসমূহ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য 'কর্ম্ম'ই ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি 'ধার্ম্মিক' ব্রাহ্মণ?—তাহাও নহে। ক্ষত্রিয়গণও অনেকে হিরণ্যদাতা, সেজন্য 'ধার্ম্মিক' ব্রাহ্মণ নহেন। তাহা হইলে ব্রাহ্মণ কে?—যে কেহ আত্মাকে অদ্বিতীয়, জাতিগুণ-ক্রিয়াহীন, ষড়ূর্ম্মি ষড়্ভাব ইত্যাদি সর্ব্ব-দোষ-রহিত সত্যজ্ঞানানন্দানন্ত-স্বরূপ, স্বয়ং নির্ব্বিকল্প, অশেষ কল্পাধার, অশেষ প্রাণীর অন্তর্যামী-রূপে বর্ত্তমান, আকাশের ন্যায় অন্তর্বাহ্য-অনুস্যূত, অখণ্ড আনন্দ-স্বভাবসম্পন্ন, অপ্রমেয়, অনুভবৈক-বেদ্য এবং অপরোক্ষ-প্রকাশময় জানিয়া করতলস্থিত আমলকফলের ন্যায় সাক্ষাৎ অপরোক্ষীকরণ-পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া কাম-রাগাদি-দোষশূন্য, শম-দমাদিবিশিষ্ট ভাব, মাৎসর্য্য, তৃষ্ণাশা, মোহাদিরহিত এবং দম্ভ-অহঙ্কারাদি দ্বারা অসংস্পৃষ্টচিত্ত হইয়া বাস করেন; এই

প্রকার কথিত লক্ষণবিশিষ্ট যিনি, তিনিই 'ব্রাহ্মণ',—ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদির অভিপ্রায়। অন্যথা ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না। আত্মাকে সচ্চিদানন্দ, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ভাবনা করিবে—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভাবনা করিবে,—ইহাই উপনিষৎ। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষৎ চতুর্থ প্রপাঠক চতুর্থখণ্ডে—

সত্যকামো হ জাবালো জবালাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি বিবৎস্যামি। কিং গোত্রোঽহমস্মীতি ১॥ সা হৈনমুবাচ। নাহমেতদ্বেদ। তাত যদ্গোত্রস্ত্বমসি। বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে। সা অহং এতন্ন বেদ। যদ্গোত্রস্ত্বমসি। জবালা তু নামাহমস্মি। সত্যকামো নাম ত্বমসি। স সত্যকামো এব জাবালো ব্রুবীথা ইতি। ২॥ স হ হারিদ্রুমতং গৌতমং এত্য উবাচ। ব্রহ্মচর্য্যং ভগবতি বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবন্তমিতি। ৩॥ তং হোবাচ কিং গোত্রো নু সৌম্যাসীতি। স হোবাচ। নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্গোত্রোঽহং অস্মি অপৃচ্ছং মাতরম্। সামা প্রত্যব্রবীদ্বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণীং যৌবনে ত্বামলভে। সাহং এতৎ ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি। জবালা তু নামা অহমস্মি। সত্যকামো নাম ত্বমসীতি। সোঽহং সত্যকামঃ জাবালোঽস্মি ভো ইতি॥ ৪॥ তং হোবাচ ন এতদ্ অব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি। সমিধং সৌম্য আহর উপয়িত্বা নেষ্যে। ন সত্যদগা ইতি।

জবালা-তনয় সত্যকাম মাতা জবালাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"আমি ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিব; আমি কোন্ গোত্রীয়?" তদুত্তরে জবালা সত্যকামকে বলিলেন,—"বাবা, আমি জানি না, তুমি কোন্ গোত্রীয়, যৌবন-কালে আমি পরিচারিণী হইয়া বিচরণ করিতে করিতে তোমাকে আত্মজরূপে

প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি কোন্ গোত্রীয়, তাহা আমি জানি না। আমার নাম—জবালা, তোমার নাম—সত্যকাম। সেই সত্যকাম জাবাল নাম বলিবে।" সেই জাবাল হারিদ্রুমত গৌতমের নিকট গমন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি ব্রহ্মচারী হইয়া আপনার নিকট বাস করিব।" তখন গৌতম তাহাকে কহিলেন,—"হে সৌম্য, তুমি কোন্ গোত্রীয় ?" তদুত্তরে তিনি কহিলেন,—"আমি জানি না, আমি কোন্ গোত্রীয়। মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে বলিয়াছেন,—আমি যৌবনে পরিচারিণী হইয়া বিচরণ করিতে করিতে তোমাকে পুত্ররূপে পাইয়াছি। তুমি যে কোন্ গোত্রীয়, তাহা আমি জানি না। আমার নাম জবালা। তোমার নাম সত্যকাম। সেই আমিই সত্যকাম জাবাল।" গৌতম তাহাকে বলিলেন,—"বৎস, তুমি যে সত্য বলিলে, ইহা অব্রাহ্মণ বলিতে পারে না। অতএব তুমি 'ব্রাহ্মণ', তোমাকে গ্রহণ করিলাম। হে সৌম্য, সমিধ্ আহরণ কর।" জাবাল কহিলেন,—"সংগ্রহ করিয়া আনিতেছি।" গৌতম কহিলেন—"সত্য হইতে চ্যুত হইও না।"

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্মে ১৮৮ অধ্যায় প্রথম প্রমাণ—

ভরদ্বাজ উবাচ

জঙ্গমানামসংখ্যেয়াঃ স্থাবরাণাঞ্চ জাতয়ঃ।
তেষাং বিবিধবর্ণানাং কুতো বর্ণ-বিনিশ্চয়ঃ॥

ভৃগুরুবাচ

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥

হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

ভরদ্বাজ বলিলেন,—স্থাবর ও জঙ্গমগণের অসংখ্যজাতি। সেই বিবিধ বর্ণের কি প্রকারে বর্ণ নির্ণয় হয় ?

ভৃগু বলিলেন,—বর্ণ-সমূহের বিশেষ নাই। ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট সমগ্র জগৎই ব্রাহ্মণময় ছিল, এই জগতের প্রাণিগণ পরে কর্ম্ম-দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণসংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।

হিংসা, মিথ্যাভাষণ, লোভ, সর্ব্বকর্ম্ম-দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ ও অসৎ কার্য্যদ্বারা শুচিভ্রষ্ট হইয়া দ্বিজগণ শূদ্রবর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

শান্তিপর্ব্ব ১৮৯ অধ্যায় দ্বিতীয় প্রমাণ—

ভরদ্বাজ উবাচ

ব্রাহ্মণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়ো বা দ্বিজোত্তম।
বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বিপ্রর্ষে তদ্ ব্রূহি বদতাংবর॥ ১॥

ভৃগুরুবাচ

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচি।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥ ২॥
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ ৩॥
সত্যদানমথাদ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥ ৪॥
সর্ব্বভক্ষরতির্নিত্যং সর্ব্বধর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥ ৭॥

শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ ॥ ৮ ॥

ভরদ্বাজ বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম, বিপ্রর্ষে, বাগ্মীশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ কি প্রকারে হয় ? ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রই বা কি প্রকারে হয়, তাহা বলুন।

ভৃগু তদুত্তরে বলিলেন,—যিনি জাতকর্ম্মাদি সংস্কার-সমূহ-দ্বারা সংস্কৃত এবং শৌচ-সম্পন্ন, বেদাধ্যয়ন-রত, যজন-যাজনাদি ষট্‌কর্ম্মপরায়ণ, শৌচাচারস্থিত, গুরুর সম্যগ্ উচ্ছিষ্টভোজী, গুরুপ্রিয়। নিত্যব্রতপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, তাঁহাকেই 'ব্রাহ্মণ' বলা যায়।

সত্য, দান, অদ্রোহ, অনিষ্ঠুরতা, লজ্জা, ঘৃণা এবং তপস্যা যে মানবে দৃষ্ট হয়, তিনিই 'ব্রাহ্মণ'।

সকল দ্রব্য-ভোজনে রতিবিশিষ্ট, সকল কর্ম্মকারী, অশুচি, ত্যক্তবেদধর্ম্ম অনাচারী—এরূপ ব্যক্তিই 'শূদ্র' বলিয়া কথিত হয়।

শূদ্রে যদি বিপ্র-লক্ষণ দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণে যদি শূদ্র-লক্ষণ উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে শূদ্র 'শূদ্র'-বাচ্য হয় না এবং ব্রাহ্মণ 'ব্রাহ্মণ' হইতে পারে না।

বনপর্ব্ব ২১১ অধ্যায় তৃতীয় প্রমাণ—

শূদ্রযোনৌ হি জাতস্য সদ্‌গুণানুপতিষ্ঠতঃ।
বৈশ্যত্বং লভতে ব্রহ্মন্ ক্ষত্রিয়ত্বং তথৈব চ ॥ ১১ ॥
আর্জ্জবে বর্ত্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমভিজায়তে।

হে ব্রহ্মন্, শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি সদ্‌গুণ-সমূহ

তাহাতে বিরাজমান থাকে, তাহা হইলে বৈশ্যত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হয় এবং সরলতা-নামক গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণতা হয়।

বনপর্ব্ব ২১৫ অধ্যায় চতুর্থ প্রমাণ—

ব্রাহ্মণো ব্যাধায়

সাম্প্রতঞ্চ মতো মেহসি ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু ॥
দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ।
যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ।
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ ॥

ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধকে কহিলেন,—আমার বিবেচনায় তুমি সম্প্রতিও ব্রাহ্মণ, ইহাতে সংশয় নাই। কারণ, যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও বহুল দুষ্কার্য্যপরায়ণ হইয়া পতনীয় অসৎকর্ম্মে লিপ্ত থাকে, সে শূদ্রতুল্য; আর যে শূদ্র ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সত্য ও ধর্ম্মবিষয়ে সতত উদ্যমবিশিষ্ট, তাহাকেই আমি 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া বিবেচনা করি; কেননা, ব্রাহ্মণ হইবার কারণ একমাত্র সচ্চরিত্রতা।

শান্তিপর্ব্ব ৩১৮ অধ্যায় পঞ্চম প্রমাণ—

সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজাশ্চ।
ব্রহ্মাস্যতো ব্রাহ্মণাঃ সম্প্রসূতাঃ।
বাহুভ্যাং বৈ ক্ষত্রিয়াঃ সম্প্রসূতাঃ।
নাভ্যাং বৈশ্যাঃ পাদতশ্চাপি শূদ্রাঃ।
সর্ব্বে বর্ণা নান্যথা বেদিতব্যাঃ ॥ ৯০ ॥
তৎস্থো ব্রহ্মা তস্থিবাংশ্চাপরো য-
স্তস্মৈ নিত্যং মোক্ষমাহুর্নরেন্দ্র ॥ ৯২ ॥

সকল বর্ণই ব্রাহ্মণ, যেহেতু ব্রহ্মা হইতে সকলেই উৎপন্ন হইয়াছেন। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, নাভি হইতে বৈশ্য, পাদ হইতে শূদ্র। সকল বর্ণকে অন্যথা জানিবে না। যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ, তিনিই ব্রাহ্মণ; অতএব হে নরেন্দ্র, যে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই নিমিত্ত এই মোক্ষশাস্ত্র নিত্যসিদ্ধ,—ইহাই প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলেন।

টীকা-কার নীলকণ্ঠ বলেন,--

"তৎস্থো জ্ঞাননিষ্ঠো যঃ স এব ব্রহ্মা ব্রাহ্মণঃ। অপরো ক্ষত্রিয়াদিরপি তস্থো তস্থিবান্।"

বনপর্ব্ব ১৮০ অধ্যায় ষষ্ঠ প্রমাণ—

সর্প উবাচ

ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্রাজন্ বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির।
ব্রবীহ্যতিমতিং ত্বাং হি বাক্যৈরনুমিমীমহে॥

যুধিষ্ঠির উবাচ

সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥ ২১॥

সর্প উবাচ

শূদ্রেষ্বপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এব চ।
আনৃশংস্যমহিংসা চ ঘৃণা চৈব যুধিষ্ঠির॥ ২৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ

শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

সর্প কহিলেন,—হে যুধিষ্ঠির, কে ব্রাহ্মণ এবং বেদ্যই বা কি? আপনি অতি বুদ্ধিমান্, আপনার বাক্য-দ্বারা আমরা অনুমান করিব।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যে মানবে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, অনিষ্ঠুরতা, তপস্যা ও ঘৃণা দেখিতে পাওয়া যায়, তিনিই 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া কথিত হন।

সর্প বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির, শূদ্রেও ত' সত্য, দান, অক্রোধ, আনৃশংস্য, অহিংসা ও ঘৃণা থাকে।

তদুত্তরে যুধিষ্ঠির কহিলেন,—শূদ্রে যদি তাদৃশ ভাব লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই শূদ্র কখনই 'শূদ্র' হয় না; ব্রাহ্মণে যদি ব্রাহ্মণ-লক্ষণ না থাকে, তাহা হইলে তিনিও 'ব্রাহ্মণ' হন না।

হে সর্প, যাঁহার ব্রাহ্মণ-স্বভাব দেখা যাইবে, তিনিই 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া কথিত। ব্রাহ্মণ-স্বভাব না থাকিলে তিনি শূদ্র।

মহাভারতের পৃথক্ পৃথক্ ছয়টী স্থান হইতে যে-সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইল, তাহাতে স্পষ্টই বলা যাইতে পারে যে, শৌক্র-বিচার অপেক্ষা না করিয়া সরলতা ও ব্রহ্মস্বভাব হইতে সাবিত্র্য বা দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণ-জন্ম অপ্রতিহতভাবে স্বীকার্য্য। শৌক্র-বিচারে সামাজিক যৌন ব্যাপার ও ভোজনাদি ব্যাপারের সমন্বয়। কিন্তু সাবিত্র্য-ব্রাহ্মণ-জন্মে ঐগুলি শৌক্র-জন্মের বিরোধী নহে। ব্রাহ্মণোচিত যাবতীয় পারমার্থিক ক্রিয়া-সমূহ নির্ব্বিবাদে সমাধা হইবার কোন ব্যাঘাত দেখা যায় না। শৌক্রব্রাহ্মণ-জন্মের

প্রতিকূলে এই সকল প্রমাণ শাস্ত্রসিদ্ধ এবং অন্যায় তর্ক-দ্বারা অখণ্ডনীয়। শ্রীব্যাসদেবকে অতিক্রম করিয়া শৌক্র-বিচারের পক্ষীয় ধর্ম্মশাস্ত্রসকল ইহার বিরোধী নহে। ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা শ্রীমহাভারত-প্রমাণ অধিক প্রয়োজনীয় এবং মান্য। ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রমাণ কেবল আদেশ-মাত্র, কিন্তু কার্য্যে পরিণত-ব্যাপার শ্রীমহাভারতেই পাওয়া যায়। যদি কেহ ইহার বিরোধ করেন, তাহা হইলে তিনি জগতের অশুভকর্ত্তা বলিয়া নিজকে প্রতি-পাদন করিবেন মাত্র।

বেদশাস্ত্র ও মহাভারত যেরূপ ব্রহ্মস্বভাব-বিশিষ্ট অশৌক্র ব্রাহ্মণকে নিজ-যোগ্যতাক্রমে সাবিত্র্য ব্রাহ্মণতার অধিকারী জানাইয়াছেন, সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি, বেদের প্রপক্কফলস্বরূপ, পারমহংস্য-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থও সেই মতের নির্ভীক ও নিরপেক্ষ পোষণকর্ত্তা।

শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ ১১শ অধ্যায়ের—৫, ২২-২৪ ও ৩২ শ্লোকে বর্ণিত আছে,—

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥
শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্॥
দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণম্।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণম্॥
শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রযজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্॥

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥

যিনি শান্ত, দান্ত, তপস্বী, শুদ্ধাচারী, সন্তুষ্টচিত্ত, ক্ষমা-বিশিষ্ট, সরলতাপূর্ণ, জ্ঞানী, দয়ালু, অচ্যুতাত্মা, সত্যরত, তিনি ব্রহ্মলক্ষণ-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ।

শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৃতি, তেজ, ত্যাগ, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ এবং সত্য,—এই লক্ষণগুলি ক্ষত্র-লক্ষণ।

বৈশ্যের লক্ষণ—দেব-গুরু-ভগবানে ভক্তি, ত্রিবর্গ-পরিপোষণ, আস্তিক্য, নিত্য উদ্যম ও নৈপুণ্য।

শূদ্রের লক্ষণ—সাধুদিগের নতি, শৌচ, নিষ্কপটে প্রভুর সেবা, মন্ত্রহীনতা, যজ্ঞহীনতা, অচৌর্য্য, সত্য ও গো-বিপ্রের রক্ষা।

পুরুষের বর্ণপ্রকাশকারী যাহার যে লক্ষণ পূর্ব্বে উক্ত হইল, তাহা শৌক্রমাত্রবিচারপর ব্রাহ্মণাদি-চতুষ্টয়-জন্মলাভ-ব্যতিরেকেও অবংশ-ব্রাহ্মণাদি কোন ব্যক্তিতে লক্ষিত হইলে অন্য জন্ম সত্ত্বেও তাহাকে তত্তদ্বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

যদিও আমরা মহাভারতের ছয়টী ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সর্ব্ববর্ণে জাত ব্যক্তির সাবিত্র্য-ব্রাহ্মণতা-লাভের প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছি এবং শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণ-দ্বারা উহার পুষ্টি লক্ষ্য করিতেছি, তথাপি মহাভারত অনুশাসন-পর্ব্বের ১৬৩ অধ্যায়ে বর্ণিত উমা-মহেশ্বর-সংবাদে নিম্নস্থ উদ্ধৃত (৫, ৮, ২৬, ৪৬, ৪৮–৫১, ৫৯) শ্লোকাবলী আমাদিগকে আরও প্রমাণ-বিষয়ে দৃঢ় করিতেছে—

বিশেষ প্রমাণ

শ্রীউমা উবাচ

এতন্মে সংশয়ং দেব বদ ভূতপতেঽনঘ।
ত্রয়ো বর্ণাঃ প্রকৃত্যেহ কথং ব্রাহ্মণ্যমাপ্নুয়ুঃ ॥

মহেশ্বর উবাচ

স্থিতো ব্রাহ্মণধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি।
ক্ষত্রিয়ো বাঽথ বৈশ্যো বা ব্রহ্মভূয়ঃ স গচ্ছতি ॥
এভিস্তু কর্ম্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ ॥
এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ ॥
কর্ম্মভিঃ শুচিভির্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মাব্রবীৎ স্বয়ম্ ॥
স্বভাবঃ কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেঽপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতের্বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ ॥
ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্ ॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি ॥
এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রো ভবেদ্দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণো বা চ্যুতো ধর্ম্মাদ্ যথা শূদ্রত্বমাপ্নুয়াৎ ॥

উমা বলিলেন,—হে দেব, ভূতপতে অনঘ, তিন বর্ণ অর্থাৎ

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কি প্রকারে নিজ-স্বভাব-দ্বারা ব্রাহ্মণতা লাভ করিবেন, এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

মহেশ্বর তদুত্তরে কহিলেন,—ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য যদ্যপি ব্রাহ্মণাচারে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মবৃত্তি-জীবিকায় দিনযাপন করেন, তাহা হইলে তাদৃশাচরণকারী ব্রাহ্মণতা লাভ করিতে পারেন।

হে দেবি, এই সকল আচরিত শুভ কর্ম্মদ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন এবং বৈশ্যও ক্ষত্রিয় হইয়া থাকেন।

নিম্নকুলোদ্ভব শূদ্রও এই সকল কর্ম্মফলদ্বারা ও আগমসম্পন্ন হইয়া অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষা লাভ করিয়া দ্বিজত্ব লাভ করেন।

হে দেবি, বিশুদ্ধ কর্ম্মদ্বারা শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয় শূদ্রও দ্বিজের ন্যায় সেব্য,—ইহা স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন।

যে শূদ্রে শুভকর্ম্ম ও সৎস্বভাব দৃষ্ট হয়, তাঁহাকে দ্বিজ-জাতি অপেক্ষা বিশিষ্ট জানিতে হইবে,—ইহাই আমার বিচার।

জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন ও সন্ততি—দ্বিজত্বের কারণ নহে ; বৃত্তই একমাত্র কারণ।

স্বভাবক্রমেই প[illegible]বীতে ব্রাহ্মণ-বিধান হইয়া থাকে। শূদ্রও ব্রাহ্মণ-বৃত্তিতে অবস্থিত হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।

যে-প্রকারে শৌক্র-বিচারে সিদ্ধ শূদ্র ব্রাহ্মণ হন এবং শৌক্র-বিচারে ব্রাহ্মণবংশে জাত ব্যক্তি যে-প্রকার ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া শূদ্রতা লাভ করেন, সেই গোপনীয় কথা তোমার নিকট বলিলাম।

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৩৭ সূত্রে,—

"তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ।"

পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থ নিজ-ভাষ্যে জাবালের সম্বন্ধেও ছান্দোগ্য-আখ্যায়িকাবলম্বনে এরূপ লিখিয়াছেন—

"নাহমেতদ্ বেদ ভো যদ্গোত্রোঽহমস্মীতি সত্যবচনেন সত্যকামস্য শূদ্রত্বা-ভাবনির্দ্ধারণে হারিদ্রুমতস্য ন এতদ্ অব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতীতি তৎ-সংস্কারে প্রবৃত্তেশ্চ।"

সত্যকাম জাবালার শৌক্র বিপ্রত্বের প্রমাণ না থাকিলেও সত্যবাক্য-দ্বারা গৌতম ঋষি তাহাকে ব্রাহ্মণ-সংস্কার-প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

ছান্দোগ্য-মাধ্বভাষ্যে

আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জবলক্ষণঃ।
গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥

(সামসংহিতা-বাক্য)

সামসংহিতায় লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে সাক্ষাৎ কুটিলতা। গৌতম ইহা জানিয়াই সত্যকামকে উপনয়ন বা সাবিত্র্য-সংস্কার দিয়া দ্বিজোত্তম করিলেন।

আবার ক্ষত্রিয় মান্ধাতার বংশে ত্রিবন্ধন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র ত্রিশঙ্কু। ত্রিশঙ্কু ক্ষত্রিয় হইতে চণ্ডালত্ব লাভ করেন। ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায় ৫ম শ্লোক—

তস্য সত্যব্রতঃ পুত্রস্ত্রিশঙ্কুরিতি বিশ্রুতঃ।
প্রাপ্তশ্চাণ্ডালতাং শাপাদ্গুরোঃ কৌশিকতেজসা॥

ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থ প্রপাঠকস্থ দ্বিতীয় খণ্ডে পৌত্রায়ণ-আখ্যায়িকায় লিখিত আছে, শূদ্রবংশে জাত না হইয়াও তাহার শূদ্রত্ব প্রতিপন্ন হইল।

ব্রহ্মসূত্র প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পাদ চতুস্ত্রিংশৎ সূত্র—

"শুগস্য তদনাদরশ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি।"

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে মাধ্বভাষ্যে—

"নাসৌ পৌত্রায়ণঃ শূদ্রঃ। শুচাদ্দ্রবণমেব হি শূদ্রত্বম্। কম্বরএন-মেতৎ সন্তমিত্যনাদরশ্রবণাৎ। সহসং জিহান এব ক্ষত্তারমুবাচেতি সূচ্যতে হি।"

আনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্যকৃত ছান্দোগ্য-ভাষ্যে—

"শুচাদ্রবণাচ্ছূদ্রঃ। রাজা পৌত্রায়ণঃ শোকাচ্ছূদ্রেতি মুনিনোদিতঃ। প্রাণবিদ্যামবাপ্যাস্মাৎ পরং ধর্ম্মমবাপ্তবান্ ইতি পাদ্মে॥"

শোক-দ্বারা যিনি দ্রবীভূত, তিনিই শূদ্র। শ্রীপদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, রাজা পৌত্রায়ণ ক্ষত্রিয় হইলেও শোকের বশবর্ত্তী হওয়ায় রৈক্কমুনি-কর্ত্তৃক 'শূদ্র' বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই রৈক্কমুনি হইতে প্রাণবিদ্যা লাভ করিয়া তিনি পরম ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আবার—

"ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ"

এই মাধ্বভাষ্যে (৩৫ সূত্রে)—

"অয়ং অশ্বতরীরথ ইতি চিত্ররথ-সম্বন্ধিত্বেন লিঙ্গেন পৌত্রায়ণস্য ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ। রথস্ত্বশ্বতরীযুক্তশ্চিত্র ইত্যভিধীয়ত ইতি ব্রাহ্মে।" "যত্র বেদো রথস্তত্র ন বেদো যত্র নো রথ ইতি চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে॥"

'এই যে অশ্বতরীযুক্ত' রথ,—এই চিত্ররথ-সম্বন্ধী চিহ্ন-দ্বারাই পৌত্রায়ণের ক্ষত্রিয়ত্বোপলব্ধি ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে। রথে অশ্বতরী-সংযোগে 'চিত্র' আখ্যা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-মতে —যেখানে বেদ, তথায় রথ, যেখানে বেদ নাই, রথও সেখানে নাই। চৈত্ররথ-চিহ্নদর্শনে উত্তরত্র ক্ষত্রিয়ত্বের উপলব্ধি। এই সকল বৈদিক আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, লক্ষণ-দর্শনে বর্ণজ্ঞানের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

কেবল মনুতনয় পৃষধ্র ক্ষত্রিয় হইলেও অজ্ঞাত গোবধ-জন্য শূদ্রত্ব লাভ করিলেন।

ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায় ৯ম শ্লোক—

ন ক্ষত্রবন্ধুঃ শূদ্রস্ত্বং কর্ম্মণা ভবিতাঽমুনা।
এবং শপ্তস্তু গুরুণা প্রত্যগৃহ্ণাৎ কৃতাঞ্জলিঃ॥

"এই কর্ম্ম-দ্বারা তুমি ক্ষত্রবন্ধুও হইতে পারিবে না, শূদ্র হইবে"—গুরুকর্ত্তৃক এবম্বিধ অভিশপ্ত হইলে তাহাই কৃতাঞ্জলি হইয়া পৃষধ্র স্বীকার করিলেন।

নমুর তনয় দিষ্ট। ক্ষত্রিয় দিষ্টের সুত নাভাগ বৈশ্যতা লাভ করেন। ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায় ২৩ শ্লোক—

নাভাগোরিষ্টপুত্রোঽন্য কর্ম্মণা বৈশ্যতাং গতঃ।

আবার তাঁহার অধস্তনগণ ক্রমশঃ ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছেন। হরিবংশ ১০ম অধ্যায় ৩০ শ্লোক—

নাভাগোরিষ্টপুত্রশ্চ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যতাং গতাঃ॥

নাভাগ এবং অরিষ্টাত্মজ প্রভৃতি রাজন্যগণ বৈশ্য হইলেন।

কেবল শৌক্রবর্ণ সংস্কার-দ্বারা প্রকৃত-প্রস্তাবে যথার্থতা লাভ করিয়াছে। লক্ষণ-দ্বারা বর্ণ-নির্দ্দেশই প্রাচীন ও বিচারযুক্ত শাস্ত্রমত। স্বার্থপরের নূতন কল্পনা নহে।

টীকা-কার নীলকণ্ঠ মহাভারত বনপর্ব্ব ১৮০ অধ্যায় ২৫।২৬ শ্লোকের টীকায় স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—

"শূদ্রলক্ষ্ম কামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি। নাপি ব্রাহ্মণলক্ষ্ম শমাদিকং শূদ্রেঽস্তি। শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব। ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।"

শূদ্রের চিহ্ন কামাদি ব্রাহ্মণের নাই, থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণ-চিহ্ন শমাদি শূদ্রে নাই, থাকিবার সম্ভাবনা নাই। শমাদি-গুণ-বিশিষ্ট শূদ্রবাচ্য মানব নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। কামাদি-যুক্ত বিপ্র-পদবাচ্য মানব নিশ্চয়ই শূদ্র।

টীকা-কার শ্রীধরস্বামিপাদও ভাগবত ৭ম স্কন্ধ ১১শ অঃ ৩৫শ শ্লোকের টীকায় উপরি-উক্ত মত স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—

"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যো ন জাতি মাত্রাদিত্যাহ যস্যেতি—যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ নতু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ ॥"

শমাদি-গুণ-দর্শন-দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ জাতি-দ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয়, কেবল তাহাই নহে। যদি শৌক্রবিচার-নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণ ব্যতীত শৌক্রবিচারে অব্রাহ্মণে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞা যাঁহার নাই, এরূপ

ব্যক্তিতে শমাদি গুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে জাতি-নিমিত্তে বাধ্য না করিয়া লক্ষণ-দ্বারা বর্ণ-নিরূপণ করিবে।

শৌক্র-বিচারে ব্রাহ্মণ-জন্ম না পাইয়া অনেকেই সাবিত্র্যজন্ম-দ্বারা বিপ্রতা লাভ করিয়াছেন। তাহার অসংখ্য আখ্যায়িকা ভারতের ইতিবৃত্ত-পাঠকগণের জানা আছে। ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইবার পরে তাঁহাদের অধস্তনগণ পুনরায় শৌক্রপারম্পর্য্যে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এতাদৃশ ব্রাহ্মণ-সন্তানগণের দ্বারা আজ ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ। লক্ষণবিশিষ্ট সাবিত্র্য-সংস্কার-প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব হইবার পর শৌক্র-বিচারে ব্রাহ্মণত্ব-নির্দ্দেশ যেরূপ হয়, তাঁহারা সেই শ্রেণীতে স্থান-লাভ করিয়াছেন। তবে সম্প্রতি সমাজ-বন্ধন বিকৃত হওয়ায় শৌক্রেতর সাবিত্র্য-ব্রাহ্মণ-বংশের বহুল প্রচার নাই।

আমরা জানিতাম, বারাণসীর কোন অদ্বিতীয় বিদ্বদ্‌বরেণ্য চতুর্থাশ্রমী যতিরাজ, যাঁহার নাম ভারতবর্ষের সকল বিদ্বৎসমাজে সবিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছে, তাঁহার জনৈক শিষ্যের ব্রাহ্মণ-গুণ-দর্শনে ব্রাহ্মণ-সংস্কার দিয়াছিলেন। সাবিত্র্য-সংস্কার-প্রভাবে তিনি গুরুদেবের নামের সহিত তাঁহার ব্রাহ্মণসংস্কার-প্রাপ্তির কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

শাস্ত্রের মধ্যে যে-সকল ব্রাহ্মণেতর বংশজাত মনীষিবৃন্দ নিজ-নিজ ব্রহ্মপ্রভাব-বলে স্বীয় সংস্কার-গ্রহণ এবং অধস্তন সন্ততিবর্গে বিপ্রতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার একটী অসম্পূর্ণ তালিকা এখানে প্রদর্শন করিতেছি—

চন্দ্রবংশীয় কুশিকসুত—গাধি। কান্যকুব্জাধিপতি গাধির তনয় বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়া তপস্যাবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৭৫ অধ্যায়—

বিশ্বামিত্র উবাচ

ক্ষত্রিয়োঽহং ভবান্ বিপ্রস্তপঃ স্বাধ্যায়সাধনঃ।
স্বধর্ম্মং ন প্রহাস্যামি নেষ্যামি চ বলেন গাম্।
ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলম্।
বলাবলং বিনিশ্চিত্য তপ এব পরং বলম্॥
ততাপ সর্ব্বান্ দীপ্তৌজাঃ ব্রাহ্মণত্বমবাপ্তবান্।

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে কহিলেন,—"আপনি ব্রাহ্মণ—তপস্যা, বেদপাঠ প্রভৃতি সাধন-বিশিষ্ট। আমি ক্ষত্রিয়, সুতরাং স্বধর্ম্মাচরণবলে নন্দিনী-গাভীকে ছাড়িয়া যাইব না, বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব।" পরে তিনি পরাজিত হইয়া 'ক্ষত্রিয়-বল ধিক্, ব্রহ্মতেজোবলই বল,'—এরূপ বলাবল নির্ণয় করিয়া তপস্যাই পরম বল স্থির করিলেন। দীপ্তিবিশিষ্ট বিশ্বামিত্র মহাশয় সকল তপস্যা সাধন করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন।

ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব মহারাজ বীতহব্য কি প্রকারে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহার উপাখ্যান মহাভারত অনুশাসন-পর্ব্ব ৩০শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে,—

এবং বিপ্রত্বমগমদ্বীতহব্যো নরাধিপঃ।
ভৃগোঃ প্রসাদাদ্ রাজেন্দ্র ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ।

তস্য গৃৎসমদঃ পুত্রো রূপেণেন্দ্র ইবাপরঃ।
স ব্রহ্মচারী বিপ্রর্ষিঃ শ্রীমান্ গৃৎসমদোঽভবৎ ॥
পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি সুচেতাঅভবদ্দ্বিজ।
বর্চ্চাঃ (সুতেজসঃ) সুচেতসঃ পুত্রো বিহব্যস্তস্য চাত্মজঃ।
বিহব্যস্য তু পুত্রস্তু বিতত্যস্তস্য চাত্মজঃ।
বিতত্যস্য সুতঃ সত্যঃ সন্তঃ সত্যস্য চাত্মজঃ ॥
শ্রবাস্তস্য সুতশ্চর্ষিঃ শ্রবসশ্চাভবত্তমঃ।
তমসশ্চ প্রকাশোঽভূত্তনয়ো দ্বিজসত্তমঃ।
প্রকাশস্য চ বাগিন্দ্রো বভূব জয়তাং বরঃ।
তস্যাত্মজশ্চ প্রমিতির্বেদ-বেদাঙ্গপারগঃ ॥
ঘৃতাচ্যাং তস্য পুত্রস্তু রুরুণামোদপদ্যত।
প্রমদ্বরায়াস্তু রুরোঃ পুত্রঃ সমুদপদ্যত।
শুনকো নাম বিপ্রর্ষির্যস্য পুত্রোঽথ শৌনকঃ ॥

রাজা বীতহব্য এই প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন। হে ক্ষত্রিয়র্ষভ রাজেন্দ্র, বীতহব্য ক্ষত্রিয় হইয়াও ভৃগুর প্রসাদে বিপ্র হইলেন। তাঁহার আত্মজ গৃৎসমদ, রূপে অপর ইন্দ্রের তুল্য। তিনি ব্রহ্মচারী ও বিপ্রর্ষি হইয়াছিলেন। গৃৎসমদের তনয় সুচেতা বিপ্র হইয়াছিলেন। সুচেতার তয়ন বর্চ্চাঃ, তাঁহার আত্মজ বিহব্য, তৎসুত বিতত্য, তৎসুত সত্য, তৎসুত সন্ত, তৎসুত ঋষিশ্রবা, তৎসুত তম, তৎসুত দ্বিজসত্তম প্রকাশ, তৎসূনু বাগিন্দ্র, তৎসূনু বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ প্রমিতি। ঘৃতাচীর গর্ভে প্রমিতির তনয় রুরু জন্মগ্রহণ করেন। প্রমদ্বরার গর্ভে রুরুর শুনক নামক বিপ্রর্ষি তনয় হয় এবং তাঁহার সুতই শৌনক।

ইহাই গৃৎসমদবংশ। ভাগবতে বীতহব্যের এরূপ বংশ-প্রণালী দৃষ্ট হয়। মনুর তনয় ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকুর সুত নিমি।

ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ১৩শ অধ্যায় ১, ১২-২৭ শ্লোক—

নিমিরিক্ষ্বাকুতনয়ো বশিষ্ঠমবৃতর্ত্বিজম্।

* * *

দেহং মমন্থুঃ স্ম নিমেঃ কুমারঃ সমজায়ত॥
জন্মনা জনকঃ সোঽভূদ্বৈদেহস্তু বিদেহজঃ।

* * *

তস্মাদুদাবসুস্তস্য পুত্রোঽভূন্নন্দিবর্দ্ধনঃ।
ততঃ সুকেতুস্তস্যাপি দেবরাতো মহীপতে॥
তস্মাৎ বৃহদ্রথস্তস্য মহাবীর্য্যঃ সুধৃৎপিতা।
সুধৃতের্ধৃষ্টকেতুর্বৈ হর্য্যশ্বোঽথ মরুস্ততঃ॥
মরোঃ প্রতীপকস্তস্মাজ্জাতঃ কৃতরথো যতঃ।
দেবমীঢ়স্তস্য পুত্রো বিশ্রুতোঽথ মহাধৃতিঃ॥
কৃতিরাতস্ততস্তস্মান্মহারোমা চ তৎসুতঃ।
স্বর্ণরোমা সুতস্তস্য হ্রস্বরোমা ব্যজায়ত॥
ততঃ শিরধ্বজো জজ্ঞে যজ্ঞার্থং কর্ষতে মহীম্।
কুশধ্বজস্তস্য ভ্রাতা ততো ধর্ম্মধ্বজো নৃপ॥
ধর্ম্মধ্বজস্য দ্বৌ পুত্রৌ কৃতধ্বজমিতধ্বজৌ।
কৃতধ্বজাৎ কেশিধ্বজঃ খাণ্ডিক্যস্তু মিতধ্বজাৎ॥
কৃতধ্বজসুতো রাজন্নাত্মবিদ্যাবিশারদঃ।

* * *

ভানুমাংস্তস্য পুত্রোঽভূচ্ছতদ্যুম্নস্তু তৎসুতঃ॥
শুচিস্তু তনয়স্তস্মাৎ সনদ্বাজঃ সুতোঽভবৎ।

উর্জ্জকেতুঃ সনদ্বাজাদজোঽথ পুরুজিৎসুতঃ ॥
অরিষ্টনেমিস্তস্যাপি শ্রুতায়ুস্তৎসুপার্শ্বকঃ।
ততশ্চিত্ররথো যস্য ক্ষেমাধির্মিথিলাধিপঃ ॥
তস্মাৎ সমরথস্তস্যসুতঃ সত্যরথস্ততঃ।
আসীদুপগুরুস্তস্মাদুপগুপ্তোঽগ্নিসম্ভবঃ ॥
বস্বনন্তোঽথ তৎপুত্রো যযুধো যৎসুভাষণঃ।
শ্রুতস্ততো জয়স্তস্মাৎ বিজয়োঽস্মাদৃতঃ সুতঃ ॥
শুনকস্তৎসুতো জজ্ঞে বীতহব্যো ধৃতিস্ততঃ।
বহুলাশ্বো ধৃতেস্তস্য কৃতিরস্য মহাবশী ॥
এতে বৈ মিথিলা রাজন্নাত্মবিদ্যাবিশারদাঃ।
যোগেশ্বরপ্রসাদেন দ্বন্দ্বৈর্মুক্তা গৃহেষ্বপি ॥

বীতহব্যের বংশপরম্পরা

১। ব্রহ্মা, ২। মনু, ৩। ইক্ষ্বাকু, ৪। নিমি, ৫। জনক, ৬। উদাবসু, ৭। নন্দিবর্দ্ধন, ৮। সুকেতু, ৯। দেবরাত, ১০। বৃহদ্রথ, ১১। মহাবীর্য্য, ১২। সুধৃতি, ১৩। ধৃষ্টকেতু, ১৪। হর্য্যশ্ব, ১৫। মরু, ১৬। প্রতীপ, ১৭। কৃতরথ, ১৮। দেবমীঢ়, ১৯। বিশ্রুত, ২০। মহাধৃতি, ২১। কৃতরাত, ২২। মহারোমা, ২৩। স্বর্ণরোমা, ২৪। হ্রস্বরোমা, ২৫। শিরধ্বজ, ২৬। কুশধ্বজ, ২৭। ধর্ম্মধ্বজ, ২৮। কৃতধ্বজ, ২৯। কেশিধ্বজ, ৩০। ভানুমান্, ৩১। শতদ্যুম্ন, ৩২। শুচি, ৩৩। সনদ্বাজ, ৩৪। উর্জ্জকেতু, ৩৫। পুরুজিৎ, ৩৬। অরিষ্টনেমি, ৩৭। শ্রুতায়ু, ৩৮। সুপার্শ্ব, ৩৯। চিত্ররত্র, ৪০। ক্ষেমাধি, ৪১। সমরথ, ৪২। সত্যরথ, ৪৩। উপগুরু, ৪৪। উপগুপ্ত, ৪৫। বস্বনন্ত,

৪৬। যযুর্ব্বান্, ৪৭। সুভাষণ, ৪৮। শ্রুত, ৪৯। জয়, ৫০। বিজয়, ৫১। ঋত, ৫২। শুনক, ৫৩। বীতহব্য, ৫৪। ধৃতি, ৫৫। বহুলাশ্ব, ৫৬। কৃতি। এই মৈথিল রাজগণ সকলেই আত্মবিদ্যাবিশারদ, যোগেশ্বরের অনুগ্রহে সকলেই গৃহাবস্থিত হইয়াও দ্বন্দ্বমুক্ত। মহাভারত-কথিত বীতহব্যের গৃৎসমদ-ব্রাহ্মণ-শাখার কথা এখানে উল্লেখ নাই। বীতহব্যকে শৌনক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

মনুতনয় করুষ হইতে কারুষ ক্ষত্রিয়জাতি এবং তাঁহার ভ্রাতা ধৃষ্ট হইতে ধার্ষ্ট ক্ষত্রিয়গণ উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণতা লাভ করেন। যথা ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায় ১৬, ১৭ শ্লোক—

করুষান্ মানবাদাসন্ কারুষাঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ।

* * *

ধৃষ্টাদ্ধার্ষ্টমভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ।

শ্রীধরস্বামী টীকায় 'ব্রহ্মভূয়ং' অর্থে 'ব্রাহ্মণত্ব' লিখিয়াছেন।

মনুতনয় নরিষ্যন্ত হইতে দশম অধস্তন দেবদত্ত। ক্ষত্রিয় দেবদত্তের পুত্র অগ্নি-বেশ্যায়ন মহর্ষি ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণবংশ উৎপন্ন করেন।

ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায় ১৯-২২ শ্লোক—

চিত্রসেনো নরিষ্যন্তাদৃক্ষস্তস্য সুতোঽভবৎ।
তস্য মীঢ্বাংস্ততঃ পূর্ণ ইন্দ্রসেনস্তু তৎসুতঃ॥
বীতিহোত্রস্ত্বিন্দ্রসেনাৎ তস্য সত্যশ্রবা অভূৎ।
উরুশ্রবাঃ সুতস্তস্য দেবদত্তস্ততোঽভবৎ॥
ততোঽগ্নিবেশ্যো ভগবান্ অগ্নিঃ স্বয়মভূৎ সুতঃ।

কানীন ইতি বিখ্যাতো জাতুকর্ণো মহানৃষিঃ ॥
ততো ব্রহ্মকুলং জাতমাগ্নিবেশ্যায়নং নৃপ ।

১। নরিষ্যন্ত, ২। চিত্রসেন, ৩। ঋক্ষ, ৪। মীঢ্বান্, ৫। পূর্ণ, ৬। ইন্দ্রসেন, ৭। বীতিহোত্র, ৮। সত্যশ্রবা, ৯। উরুশ্রবা, ১০। দেবদত্ত, ১১। অগ্নিবেশ্য। স্বয়ং অগ্নি দেবদত্ত-পুত্র অগ্নিবেশ্যরূপে উৎপন্ন হইয়া মহর্ষি কানীন ও জাতুকর্ণ-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। হে নৃপ, সেই অগ্নিবেশ্য হইতে সম্ভূত ব্রাহ্মণকুল 'অগ্নিবেশ্যায়ন' নামে কীর্ত্তিত হন।

চন্দ্রবংশের হোত্রক হইতে জহ্নুমুনি জন্মগ্রহণ করেন। ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ১৫শ অধ্যায় ১-৪ শ্লোক—

ঐলস্য চোর্ব্বশীগর্ভাৎ ষড়াসন্নাত্মজা নৃপ।
আয়ুঃ শ্রুতায়ুঃ সত্যায়ুরয়োঽথ বিজয়ো জয়ঃ ॥
শ্রুতায়োর্বসুমান্ পুত্রঃ সত্যায়োশ্চ শ্রুতঞ্জয়ঃ।
রয়স্য সুত একশ্চ জয়স্য তনয়োঽমিতঃ ॥
ভীমস্তু বিজয়স্যাথ কাঞ্চনো হোত্রকস্ততঃ।
তস্য জহ্নুঃসুতো গঙ্গাং গণ্ডূষীকৃত্য যোঽপিবৎ ॥
জহ্নোস্তু পুরুস্তস্যাথ বলাকশ্চাত্মজোঽজকঃ।
ততঃ কুশঃ কুশস্যাপি কুশাম্বুস্তনয়ো বসুঃ।
কুশনাভশ্চ চত্বারো গাধিরাসীৎ কুশাম্বুজঃ ॥

১। চন্দ্র, ২। বুধ, ৩। পুরুরবা, ৪। আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, রয়, বিজয় ও জয়। ৫। বিজয়ের পুত্র ভীম, ৬। কাঞ্চন, ৭। হোত্রক, ৮ জহ্নু, ৯। পুরু, ১০। বলাক, ১১। অজক, ১২। কুশ, ১৩। কুশাম্বু বা কৌশিক, ১৪। গাধি।

চন্দ্রবংশীয় আয়ুরাজের পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধ। তাঁহার পুত্র সুহোত্র, তাঁহার পুত্র গৃৎসমদ। গৃৎসমদ হইতে শুনক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র শৌনক বহ্বৃচপ্রবর মুনি হন। যথা ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ১৭শ অধ্যায় ৩ শ্লোক—

কাশ্যঃ কুশো গৃৎসমদ ইতি গৃৎসমদাদভূৎ।
শুনকঃ শৌনকো যস্য বহ্বৃচপ্রবরো মুনিঃ॥

চন্দ্রবংশীয় যযাতিরাজের কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর বংশে কণ্ব ঋষি উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন ব্রাহ্মণবংশের উদয় হয়। যথা ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ২০শ অধ্যায় ১-৭ শ্লোক—

পূরোর্ব্বংশং প্রবক্ষ্যামি যত্র যাতোঽসি ভারত।
যত্র রাজর্ষয়ো বংশ্যা ব্রহ্মবংশ্যাশ্চ জজ্ঞিরে॥
জনমেজয়ো হ্যভূৎ পূরোঃ প্রচিন্বাংস্তৎসুতস্ততঃ।
প্রবীরোঽথ মনুস্যুর্বৈ তস্মাচ্চারুপদোঽভবৎ॥
তস্য সুদ্যুরভূৎ পুত্রস্তস্মাদ্বহুগবস্ততঃ।
সংযাতিস্তস্যাহংযাতী রৌদ্রাশ্বস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ॥
ঋতেয়ুস্তস্য কক্ষেয়ুঃ স্থণ্ডিলেয়ুঃ কৃতেয়ুকঃ।
জলেয়ুঃ সন্নতেয়ুশ্চ ধর্ম্মসত্যব্রতেয়বঃ॥
দশৈতেঽপ্সরসঃ পুত্রা বনেয়ুশ্চাবমঃ স্মৃতঃ।
ঘৃতাচ্যামিন্দ্রিয়াণীব মুখ্যস্য জগদাত্মনঃ॥
ঋতেয়োরন্তিনাবোঽভূৎ ত্রয়স্তস্যাত্মজা নৃপ।
সুমতির্ধ্রুবোঽপ্রতিরথঃ কণ্বোঽপ্রতিরথাত্মজঃ॥
তস্য মেধাতিথিস্তস্মাৎ প্রস্কন্নাদ্যা দ্বিজাতয়ঃ।
পুত্রোঽভূৎ সুমতেরেভিঃ দুষ্মন্তস্তৎসুতো মতঃ॥

হে ভারত, পূরুবংশ কীর্ত্তন করিতেছি। এই বংশে তুমি জন্মিয়াছ। এই বংশে অনেক রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,— ১। পূরু, ২। জনমেজয়, ৩। প্রচিন্বান্ ৪। প্রবীর, ৫। মনস্যু, ৬। চারুপদ, ৭। সুদ্যু, ৮। বহুগব। ৯। সংযাতি, ১০। অহংযাতি, ১১। রৌদ্রাশ্ব, ১২। ঋতেয়ু, ১৩। অন্তিনাব, ১৪। অপ্রতিরথ, ১৫। কণ্ব, ১৬। মেধাতিথি, ১৭। প্রস্কন্নাদিদ্বিজ। সুমতি হইতে তাঁহার পুত্র দুষ্মন্ত রাজা হইয়াছিলেন।

দুষ্মন্ত-পুত্র রাজা ভরতের অধস্তনের অভাব হইলে মরুদ্গণ ভরদ্বাজকে দত্তপুত্র দিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ বৃহস্পতির ঔরসে উতথ্য ঋষির পত্নী মমতার গর্ভ হইতে পতিত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এক্ষণে ভরতের দত্তপুত্র হইয়া বিতত্ব-নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র মন্যু, তৎপুত্র বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য্য, নর এবং গর্গ। নরের পুত্র সংকৃতি, তৎপুত্র গুরু এবং রন্তিদেব। গর্গ হইতে শিনি, তৎপুত্র গার্গ্য। ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন। ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ২১শ অধ্যায় ১৯-২১, ৩০, ৩১, ৩৩ শ্লোক—

গর্গাচ্ছিনিস্ততো গার্গ্যঃ ক্ষত্রাদ্ব্রহ্ম হ্যবর্ত্তত।
দুরিতক্ষয়ো মহাবীর্য্যাত্তস্য ত্রয্যারুণিঃ কবিঃ॥
পুষ্করারুণিরিত্যত্র যে ব্রাহ্মণগতিং গতাঃ।
বৃহৎক্ষত্রস্য পুত্রোঽভূদ্ধস্তী যদ্ধস্তিনাপুরম্।
অজমীঢ়ো দ্বিমীঢ়শ্চ পুরুমীঢ়শ্চ হস্তিনঃ॥
অজমীঢ়স্য বংশ্যাঃ স্যুঃ প্রিয়মেধাদয়ো দ্বিজাঃ॥

* * *

নলিন্যামজমীঢ়স্য নীলঃ শান্তিস্তু তৎসুতঃ ॥

শান্তেঃ সুশান্তিস্তৎপুত্রঃ পুরুজোঽর্কস্ততোঽভবৎ ।

ভর্ম্ম্যাশ্বস্তনয়স্তস্য পঞ্চাসন্ মুদ্গলাদয়ঃ ॥

* * *

মুদ্গলাদ্ ব্রহ্মনির্বৃত্তং গোত্রং মৌদ্গল্যসংজ্ঞিতম্ ॥

মহাবীর্য্য হইতে দুরিতক্ষয় জন্ম লাভ করেন। তাঁহার তিন পুত্র যথা—ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি। ইঁহারা ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। বৃহৎক্ষত্রের পুত্র হস্তী, যাঁহা হইতে হস্তিনাপুর। হস্তীর পুত্র-ত্রয়—অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। তন্মধ্যে অজমীঢ়ের বংশে প্রিয়মেধা প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হন। অজমীঢ়ের ঔরসে নলিনীর গর্ভে নীল। তৎপুত্র শান্তি, তৎপুত্র সুশান্তি, তৎপুত্র পুরুজ, তৎপুত্র অর্ক। অর্কের পুত্র ভর্ম্ম্যাশ্ব। তাঁহার মুদ্গলাদি পাঁচটি পুত্র। মুদ্গল হইতে মৌদ্গল্য-নামক ব্রাহ্মণ-গোত্র নির্বৃত্ত হয়।

প্রিয়ব্রত-পুত্র নাভিরাজের ঋষভ-নামে এক পুত্র হয়। ঋষভদেব দেবদত্তা ভার্য্যার গর্ভে একশত সন্তান উৎপন্ন করেন। ভরত এবং তদীয় অনুজ নয়জন নয়টি বর্ষের রাজা হইলেন। কবি, হবি প্রভৃতি ৯টি পুত্র নবযোগেন্দ্র হইয়া বৈষ্ণবত্ব লাভ করেন। অবশিষ্ট ৮১টি সন্তান ব্রাহ্মণ হইলেন।

ভাগবত ৫ম স্কন্ধ ৪র্থ অধ্যায় ১৩ শ্লোক—

"যবীয়াংস একাশীতির্জায়ন্তেয়াঃ পিতুরাদেশকরা মহাশালীনা মহাশ্রোত্রিয়া যজ্ঞশীলাঃ কর্ম্মবিশুদ্ধা ব্রাহ্মণা বভূ ॥"

রাজার সর্ব্বকনিষ্ঠ ৮১ জন পুত্র পিত্রাজ্ঞাপালনরত, মহাশালী, মহাশ্রোত্রিয়, যজ্ঞশীল, কর্ম্মবিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

হরিবংশ ১১শ অধ্যায়—

নাভাগাদিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।

নাভাগ এবং দিষ্টপুত্র,—এই বৈশ্যদ্বয় ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়াছেন।

গৃৎসমদের স্বভাবানুসারে শৌনকাদি ব্রাহ্মণ-পুত্র এবং তদ্ব্যতীত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-পুত্র-সমূহ ছিল। যথা হরিবংশ ২৯শ অধ্যায়—

পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥

টীকায় নীলকণ্ঠ বলেন,—"গৃৎসমদসন্ততৌ শুনকাদয়ো ব্রাহ্মণা অন্যে ক্ষত্রিয়াদয়শ্চ শূদ্রান্তাঃ পুত্রা জাতাঃ।"

বলিরাজের পাঁচটী ক্ষত্রিয়পুত্র ব্যতীত ব্রাহ্মণ-বংশীয় সন্তান ছিল। যথা হরিবংশ ৩১শ অধ্যায়—

মহাযোগী স তু বলির্বভূব নৃপতিঃ পুরা।
পুত্রানুৎপাদয়ামাস পঞ্চ বংশকরান্ ভুবি।
অঙ্গঃ প্রথমতো জজ্ঞে বঙ্গঃ সুহ্মস্তথৈব চ।
পুণ্ড্রঃ কলিঙ্গশ্চ তথা বালেয়াং ক্ষত্রমুচ্যতে॥
বালেয়া ব্রাহ্মণাশ্চৈব তস্য বংশকরা ভুবি।

মহর্ষি কশ্যপের পুত্রগণও ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবক্রমে ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়াছিলেন। ঐতিহ্য-গ্রন্থে তাহার ভূরি প্রমাণ দৃষ্ট

হইবে। কেবল যে শৌক্র-বিচারে নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণ ব্যতীত সাবিত্র্য বা বৃত্তব্রাহ্মণ তথা দৈক্ষ্য-বিপ্রের ব্রাহ্মণতা লাভ হয় না,—এরূপ নহে। উদ্ধৃত প্রমাণসমূহ এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিবে। শাস্ত্রালোচনার অভাবে স্বার্থপরতার প্রচণ্ডতায় সত্যসমূহ আবৃত থাকিলেও কালে অবশ্যই উদ্‌ঘাটিত হইবে।

কলিকালে স্বার্থান্ধ-সমাজে অনেক সময় সত্যের মর্য্যাদা নাই, অযোগ্যতার পারিতোষিক দেখা যায়। যাহা হউক, এই সকল প্রমাণাদি দর্শন করিয়াও যদি কাহারও কেবল স্বার্থ হ্রাস হয়, তাহা হইলেও ইহা জগতে কিছু না কিছু মঙ্গল প্রসব করিবে। যোগ্য ব্রাহ্মণ-স্বভাব ব্যক্তিকে অযোগ্য সমাজ কখনই কোন দিনই নিজ কল্পিত যুক্ত্যাবরণে বাধা দিতে পারে না।

ব্রহ্মসূত্রের ১ম অঃ ৩য় পাদের "অতএব চ নিত্যত্বম্" এই ২৮শ সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রুতিবাক্যের নিত্যত্ব ও দেবপ্রবাহের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ প্রত্যক্ষদেবতা হইলেও তাঁহারা বিষ্ণুর নিত্যসেবক। ব্রাহ্মণগণের নিত্যজ্ঞেয় বস্তুই শ্রুতি। তাঁহারা স্বাধ্যায়-প্রভাবে আপনাদের নিত্যত্ব উপলব্ধি করিয়া নিত্যা ভক্তিতে অবস্থিত হন। অনেকে স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ না করিয়াও ব্রাহ্মণ হন—এ বিষয়ে শ্রীমদানন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্যের ষষ্ঠ অধস্তন শ্রীল জয়তীর্থপাদ তৎকৃত "শ্রুতপ্রকাশিকা" টীকায় বৃশ্চিক-তাণ্ডুলীয়ক-ন্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণাদেব ব্রাহ্মণ ইতি নিয়মস্য ক্বচিদন্যথাত্বোপপত্তে-বৃশ্চিকতাণ্ডুলীয়কাদিবদিতি।"

বৃশ্চিকের ঔরসে বৃশ্চিকীর গর্ভে বৃশ্চিক উৎপন্ন হয়,—ইহাই সাধারণ নিয়ম। আবার কোন কোন সময়ে দেখা যায় যে, তণ্ডুল হইতেও বৃশ্চিকাদি কীটের উৎপত্তি হয়। এস্থলে বীর্য্য-প্রবাহ পরিলক্ষিত না হইলেও পরতত্ত্বের অবিচিন্ত্য শক্তি-ক্রমে দুর্ঘটঘটনীয়ত্ব-শক্তি প্রবাহ-নিত্যত্ব সংরক্ষণ করে। বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, ঋষ্যশৃঙ্গ, ব্যাসদেব প্রভৃতি ঋষিগণ এই সাধারণ প্রবাহান্তর্গত ব্রাহ্মণ নহেন। পরবর্ত্তিকালে তাঁহাদের অধস্তনগণ ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া আত্মবিৎ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব হইয়াছেন।

শাস্ত্র যে-যে স্থলে ব্রাহ্মণের বিশেষ অধিকারাদি বর্ণন করিয়াছেন, যেখানে যেখানে ব্রাহ্মণ-সম্মান দেখাইয়াছেন, সকল স্থলেই শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া উহা বলা হইয়াছে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিশাস্ত্রে কেবল যে শৌক্র-বিচারপর ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া কথাগুলি বলা হইয়াছে, তাহা নহে। সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্মকে একেবারে উপেক্ষা করা হয় নাই। তাদৃশ শৌক্রবিচারাবদ্ধ জন্মাভাবে কোন কোন শাস্ত্রের মতে সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণতার সম্ভাবনা নাই; কেবল সঙ্কীর্ণ সামাজিকতা লক্ষ্য করিয়া তাদৃশ সীমা নিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ গভীর গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষা-প্রভাবে ঐপ্রকার সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিলে বাস্তবিক সনাতন আর্য্যধর্ম্মের মহিমা-রশ্মিতে সমগ্র জগৎ আলোকিত হইবে। কূপ-মণ্ডুকের হুঙ্কার দ্বারা বৃথা কোলাহলে দিগন্ত পরিপূর্ণ করিবার প্রয়াস অকিঞ্চিৎকর বোধ হইবে।

হরিজনকাণ্ড

—— ⁘ ——

পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রকৃতিজনের বিচার হইয়াছে। বর্ত্তমান কাণ্ডে হরিজনের আলোচনা হইতেছে। পুরাকালে অজামিলকে লইয়া হরিজনের সহিত প্রকৃতিজনের বিচার উপস্থিত হয়। প্রকৃতিজনগণ নিজ-স্বভাবক্রমে হরিজনকেও তাঁহাদের তুল্য জ্ঞানে বিচারাধীন করিতে প্রয়াস করেন। পরিশেষে হরিজনগণ যে কর্ম্মফলের অধীন নহেন, তাহা ধর্ম্মবিচারকগণ তাঁহাদের প্রভুর নিকট হইতে জানিতে পারেন। আমরা সেই উক্তির কিঞ্চিৎ সার এখানে উদ্ধার করিতেছি,—যাহাতে তাঁহাদের প্রকৃতিজন হইতে হরিজনের ভেদ কথঞ্চিৎ উপলব্ধ হইয়াছিল।

ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় ২৫-২৮ শ্লোক—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥
এবং বিমৃশ্য সুধিয়ো ভগবত্যনন্তে
সর্ব্বাত্মনা বিদধতে খলু ভাবযোগম্।
তে মে ন দণ্ডমর্হন্ত্যথ যদ্যমীষাং
স্যাৎ পাতকং তদপি হন্ত্যুরুগায়বাদঃ॥

তে দেবসিদ্ধপরিগীতপবিত্রগাথা
যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎপ্রপন্নাঃ ।
তান্নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্
নৈষাং বয়ং ন চ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে ॥
তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্ ।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্ গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্ ॥

জৈমিনী বা মন্বাদি কর্ম্মকাণ্ডৈকবুদ্ধি মহাজন হরিজনের স্বভাব সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে সমর্থ হন না। তাদৃশ মহাজনের বিবেকশক্তি মায়াদেবী দ্বারা বিমোহিতা। মধুপুষ্পিত ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদরূপা ত্রয়ী বা ধর্ম্ম-অর্থ-কামরূপা ত্রয়ীতে মহাজনের বুদ্ধি জড়ীকৃত। সেই কর্ম্মজড়তা বিস্তারশীল মহা-কর্ম্মরাজ্যে উক্ত মহাজন বা ঋষিকে নিযুক্ত করে।

যে-সকল সুবুদ্ধিজন এই প্রকার বিচার-পূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ডীয় নির্ব্বুদ্ধিতায় আবদ্ধ না হইয়া সর্ব্বাত্ম-দ্বারা অনন্ত ভগবানে ভাবযোগ বিধান করেন, তাঁহাদের আমা হইতে কর্ম্মজন্য দণ্ড নাই। ভগবৎকথা-দ্বারা তাঁহারা পাতকজন্য প্রায়শ্চিত্তাধিকার অতিক্রম করিয়া নির্ম্মায়িকতা লাভ করিয়া থাকেন।

যে-সকল ভগবৎপ্রপন্ন হরিজন সমদৃষ্টি লাভ করিয়া কর্ম্ম-কাণ্ডের উচ্চতমস্তরস্থিত দেব ও সিদ্ধগণের দ্বারা পরম পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত, হরির গদা-দ্বারা রক্ষিত সেই হরিজনগণকে

ধর্ম্মাধর্ম্ম-ন্যায়ান্যায়-বিচারাধীন করিতে যাইও না। তাঁহারা আমাদের বা মহাকালেরও দণ্ডার্হ নহেন।

ভগবানের পাদপদ্ম-মকরন্দ-রসস্বরূপ ভগবদ্ভক্তিকেই নিষ্কিঞ্চন সঙ্গরহিত পরমহংসগণ সর্ব্বদা অনুশীলন করিয়া থাকেন। নরকের পথ-স্বরূপ গৃহে তৃষিত (গৃহধর্ম্মযাজী স্মার্ত্তবিধিপর) তাদৃশ ভক্তিবিমুখ দুর্জ্জনগণকে আমার নিকট আনয়ন করিবে।

শ্রীনৃসিংহপুরাণে—

অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান্ হরিচরণপ্রণতান্নমস্করোমি॥

যম কহিলেন,—আমি দেবপূজ্য বিধাতৃকর্ত্তৃক লোক-সমূহের হিতাহিত বিচারক নিযুক্ত হইয়াছি। হরিগুরু-বিমুখ মর্ত্ত্য কর্ম্মিগণকে আমি প্রকৃষ্টরূপে শাসন করিয়া থাকি এবং হরিচরণে নত বৈষ্ণবদিগকে আমি নমস্কার করি।

অমৃতসারোদ্ধৃত স্কান্দবচন শ্রীমদ্ প্রভু জীবগোস্বামী এরূপ উদ্ধার করিয়াছেন,—

ন ব্রহ্মা ন শিবাগ্নীন্দ্রা নাহং নান্যে দিবৌকসঃ।
শক্তাস্তু নিগ্রহং কর্ত্তুং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্॥

ব্রহ্মা, শিব, অগ্নি, ইন্দ্র, আমি (যম) অথবা অন্য দেবগণ কেহই মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিগ্রহ করিতে সমর্থ নহেন।

বলা বাহুল্য, সৃষ্টপ্রাণিমাত্রেই দেবগণের ও যমের দণ্ড্য, কেবল বৈষ্ণব নহেন। (বৈষ্ণব কেবল ন্যায়ান্যায় বিচারকের প্রণম্য)।

শ্রীপদ্মপুরাণে—

> ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।
> বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ।

বৈষ্ণবগণের জন্ম ও কর্ম্মবন্ধন নাই। কারণ, পণ্ডিতগণ বিষ্ণুর দাস্যকেই মুক্তি বলিয়া থাকেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত কৃষ্ণজন্মখণ্ড ৫৯ অধ্যায়ে—

> বহ্নিসূর্য্যব্রাহ্মণেভ্যস্তেজীয়ান্ বৈষ্ণবঃ সদা।
> ন বিচারো ন ভোগশ্চ বৈষ্ণবানাং স্বকর্ম্মণাম্॥
> লিখিতং সাম্নি কৌথুম্যাং কুরু প্রশ্নং বৃহস্পতিম্।

অগ্নি, সূর্য্য এবং ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা বৈষ্ণব সর্ব্বদা অধিক তেজস্বী। বৈষ্ণবগণের নিজ-কর্ম্মসমূহের ভোগও নাই, বিচারও নাই। এই বাক্য সামবেদীয় কৌথুমীশাখায় লিখিত হইয়াছে। বৃহস্পতিকে প্রশ্ন করিয়া ইহার সত্যতা নিরূপণ করিবে।

ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণ কর্ম্মফলভোগী মানব নহেন,—এ কথা শাস্ত্রে ভূরি ভূরি বর্ণিত আছে। তাঁহারা ভগবানের অবতার-বিশেষ; সেজন্য কর্ম্মফলের ভোক্তা নহেন। ভগবদিচ্ছাক্রমে ভগবানের অবতারের ন্যায় তাঁহারাও লোকের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হন।

আদিপুরাণে—

> অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
> ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আমিই সর্ব্বদা প্রচ্ছন্নবিগ্রহ হইয়া ভগবদ্ভক্ত-রূপে লোকসমূহকে রক্ষা করিয়া থাকি।

জগতাং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্।
সর্ব্বত্র গুরবো ভক্তা বয়ঞ্চ গুরবো যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন,—বৈষ্ণবই জগতের গুরু; আমি বৈষ্ণবের গুরু। আমি যে-প্রকার সকলের গুরু, ভক্ত-গণও তদ্রূপ সর্ব্বজনের গুরু।

শ্রীমদ্বৈষ্ণবগণের সহিত জগতে কোন পূজ্যতম বস্তুর সাদৃশ্য নাই। বৈষ্ণব তদপেক্ষা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম আদর্শ,—ইহাই শাস্ত্রসমূহের চরম সিদ্ধান্ত।

স্কন্দপুরাণ উৎকলখণ্ড বলেন,—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥

দুর্ভাগা সামান্যপুণ্যবিশিষ্ট কর্ম্মিগণের মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, ভগবন্নাম এবং বৈষ্ণব—এই চারি বস্তুতে বিশ্বাস জন্মে না। সেজন্য তাঁহারা নাস্তিকতার প্রবলতায় বৈষ্ণব-দর্শনে বিমুখ হইয়া থাকে।

নিজ সৌভাগ্যোদয় না হইলে বস্তু দর্শন করিয়াও দর্শনফল-লাভে অনেক অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী স্বভাবতঃই বঞ্চিত। তাঁহাদের নিজ-নিজ বিধি-নিষেধাদির পণ্যদ্রব্যভারে তাঁহারা এরূপ ভারাক্রান্ত যে, মস্তক উত্তোলন-পূর্ব্বক গুণাতীতবস্তু-চতুষ্টয় দর্শনের সৌভাগ্যে তাঁহারা বঞ্চিত। সেই শোচ্যজীবগণ

নিজ সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ থাকিয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারেন না। তাঁহারা জগতে ভক্তি বা ভক্ত নিতান্ত বিরল জানিয়া তল্লাভের যত্ন-পর্য্যন্ত ত্যাগ-পূর্ব্বক নিজের অধমতাকেই বহুমানন করেন এবং ভক্তের চরণে অপরাধ করিয়া নিজের অবনতির পথ পরিষ্কার করেন মাত্র।

পদ্মপুরাণ বলেন,—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

নিত্যপূজার্হ বিষ্ণুবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানব-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি অর্থাৎ জাতিবিচার, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল কল্মষবিনাশী বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহ সম-বুদ্ধি—এই ছয়প্রকার বিচারে ভক্ত ও অভক্তের তারতম্য বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকভাবে সুব্যক্ত আছে।

কর্ম্ম, জ্ঞান বা যথেচ্ছ বুদ্ধিবিশিষ্ট অভক্ত মানব আপনাকে স্মৃতিশাস্ত্রভারবাহী জানিয়াও গুণাতীত ভক্তের সহিত একমত হইতে পারেন না। ভগবদ্ভক্ত সাধক গুণাতীত বস্তুর উপাসনা-প্রভাবে সদ্বুদ্ধিক্রমে বৈষ্ণবতা লাভপূর্ব্বক জড়ে স্পৃহা ও অভিনিবেশ ত্যাগ করেন। গৃহব্রত অবৈষ্ণব নিজ-আত্মম্ভরিতা-বশে নরকলাভের অভিলাষে, অভক্তের যমদণ্ড্য স্বভাবক্রমে

নরকে গমন করেন ; সুতরাং ভক্তের সহিত নিত্য সবিশেষ তারতম্যে অবস্থিত'

দুর্ভাগা নারকিগণ প্রকৃতির গুণশোভায় বিমূঢ় হইয়া আত্ম-বিবেক ও আত্মকর্ত্তব্য বিস্মৃত হন। প্রাকৃত লোভসমূহ আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠাসোপানে স্থাপন করে এবং 'হরিভক্তি জগতে থাকিতে পারে না, জগতে হরিভক্ত নাই, চতুর্যুগে দ্বাদশটী মাত্র হরিভক্ত' ইত্যাদি বাক্যপ্রজল্প তদুপরি মন্ত্রিত্ব করে, সুতরাং প্রাকৃতরাজ্যই তাঁহাদের নিজ-সম্পত্তি ও ভ্রমণের মার্গ হইয়া পড়ে। এইরূপ কামিনী-কাঞ্চনরত গৃহব্রত হিরণ্য-কশিপুর বিশ্বাসানুগমনে যে-কালে তপস্বী বা জড়াভিমানী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা-শৌকরী-বিষ্ঠার আস্বাদপরতাক্রমে নিজের আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পূর্ব্বক জগদ্বঞ্চন-কার্য্যে অগ্রসর হন, তৎকালে প্রহ্লাদের বাক্যাবলী কীর্ত্তিত হইলে তাদৃশ জড়তার অপনোদন অবশ্যম্ভাবী। প্রহ্লাদ মহারাজ জড়াভিমানী জনের ভক্তিলাভের জন্য যে সুগমসরণী প্রদর্শন ও কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা এখানে উদাহৃত হইল। এতদ্দ্বারা প্রাকৃতজন হরিজন-যোগ্যতা লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ ৫ম অধ্যায় ৩০-৩২ শ্লোক—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্ ॥
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাঃ তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

সংসারে পুনঃ পুনঃ প্রবিষ্ট, চর্ব্বিত-বিষয়ের পুনরায় চর্ব্বণাভিলাষী ও দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়-সেবাদ্বারা নরক-প্রবিষ্ট গৃহব্রতগণের মতি আপনা হইতে বা গুরু হইতে বা পরস্পর আলোচনা-প্রভাবে কৃষ্ণে সংলগ্ন হয় না।

যাহারা প্রাকৃত রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-দ্বারা অনাত্ম বস্তুর গ্রহণাভিলাষী হইয়া দুরাশাবিশিষ্ট হন, তাঁহারা কখনই একমাত্র স্বার্থগতি বিষ্ণুস্বরূপ অবগত হন না। পক্ষান্তরে যেরূপ অন্ধ-দ্বারা অপর অন্ধগণ নীয়মান হন, তদ্রূপ বেদলক্ষণা দীর্ঘরজ্জুতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি নামক দামসমূহে কর্ম্মিগণ আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়া কাম্যকর্ম্মে নিযুক্ত হন।

এই গৃহব্রতগণের মতি কখনই হরিপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না—যে-কাল-পর্য্যন্ত-না ইহা নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত-গণের পাদরজে অভিষেক-কার্য্যকে বরণ না করে। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শাভিলাষিণী বুদ্ধিই এই সংসাররূপ অনর্থের নিবৃত্তিকারিণী।

বৈষ্ণবগণের সূক্ষ্ম উপলব্ধি এই যে, কর্ম্মকাণ্ডরত সংসারী ব্রাহ্মণ-গুরুব্রুবগণ ভোগবুদ্ধিবশে যে-ভাবে ভক্তিবিরোধি-কর্ম্মগুলিকে পারমার্থিক বলিয়া প্রচার ও বিশ্বাস করেন, তাদৃশ গুরুশিষ্যসম্বন্ধ বা প্রাকৃতস্মার্ত্তবুদ্ধি অথবা স্মার্ত্তবন্ধুগণের দ্বারা সংসারমোচনের সম্ভাবনা নাই। পরমহংস উত্তম বৈষ্ণবের

চরণরজঃ সর্ব্বোচ্চোত্তম বস্তুজ্ঞানে প্রাকৃত ব্রাহ্মণত্বাদি কর্ম্মরজ্জু-সমূহ হইতে মুক্ত হইয়া যিনি নরকপথরূপ গৃহধর্ম্মের উন্নতি-সাধন ত্যাগ-পূর্ব্বক বিষ্ণুভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই ঐকান্তিক বৈষ্ণবেরই অপ্রাকৃত হরিপাদপদ্ম লাভ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধ ১২শ অধ্যায় ১২শ শ্লোক—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥

যখন রাজা রহূগণ তত্ত্বানুসন্ধানমানসে মহর্ষি কপিলের নিকট গমন করিতেছিলেন এবং মহাত্মা ভরত তাঁহার শিবিকা বহন করিতেছিলেন, তৎকালে রাজা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভাগবতবর ভরত মহোদয় তাঁহাকে জীবের পরম মঙ্গল-লাভের উপায় বলিয়াছিলেন,—

হে রহূগণ, প্রাকৃত তপস্যা-দ্বারা, পূজা-দ্বারা, নির্ব্বপন-ক্রিয়া বা গৃহধর্ম্ম-পালন-দ্বারা, বেদপাঠ-দ্বারা, কিংবা জলাগ্নিসূর্য্য-দ্বারা সংসার-ক্ষয় ও মঙ্গল-লাভ হয় না। মহান্ বৈষ্ণবের পাদ-রজোভিষেক ব্যতীত গৃহব্রত কর্ম্মনিপুণ প্রাকৃত ব্রাহ্মণাদি-নাম-বিশিষ্ট রজ্জুসমূহের দ্বারা কর্ম্মবন্ধ-প্রাপ্ত জনের কখনও বিষ্ণুভক্তি লাভ হয় না।

এই উপদেশ বা হিরণ্যকশিপুর প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ একার্থ-প্রতিপাদক। গৃহব্রত, উন্নতিলিপ্সু, অল্পবুদ্ধি, স্মৃতিপরায়ণ, মুদ্দিমাকালি, পাঠক, পালোয়ান, হাটুয়া ও ইন্দ্রিয়পরায়ণগণের প্রতি তাহাদের গুরুযোগ্য স্মার্ত্তগণ যে-সকল উপদেশ দিয়া

থাকেন এবং তাহারা যে-সকল বৈধ উপদেশ পাইবার যোগ্য, উহাই যে গুণাতীত সংসারমুক্ত মহাপুরুষ বৈষ্ণবগণ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন, তাহা নহে। যাঁহারা স্মার্ত্ত-বিধির শেষলক্ষ্য উচ্চতম আসন পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে নৈসর্গিকভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা হরিজনের গৃহে বৈষ্ণবাভিমানে প্রকট হন। তাঁহাদের প্রতি প্রাকৃত বৈধবিচারকের মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র।

প্রকৃতিসর্গে প্রকৃতিবদ্ধ ও গুণাতীত—এই উভয় শ্রেণীর জীব লক্ষিত হয়। প্রকৃতিবদ্ধ, হরিবিমুখ জীব আপনাদের দুর্ব্বলতা, অসম্পূর্ণতা, কামলোভাদি রিপুবশবর্ত্তিতা, কুকর্ম্ম-সৎকর্ম্মফলাধীনতা, ত্রিগুণময়তা, প্রেতযোনি-যোগ্যতা, সোপাধিকতা, দেবীধাম-অন্তর্গততা, মর্ত্ত্যাভিমান, দেবদাস্য, জড়বদ্ধতা ও হরিদাস্যে নিত্যাযোগ্যতা বিচার-পূর্ব্বক স্মৃতিবিহিত মূর্খজনোচিত অবৈষ্ণব-মতের বহু মানন করেন; আবার গুণাতীত হরিজনগণ আপনাদের প্রভুর কারুণ্য, সর্ব্বশক্তিমত্তা ও পরম ভক্তবাৎসল্য উপলব্ধি-পূর্ব্বক এই গুণজাতরাজ্যে আপনাদিগের জড়াভিমান দর্শন করিয়াও আপনাদিগকে বস্তুতঃ নিত্য শ্রীহরিজন জানিয়া কর্ম্মফলাতীত, ত্রিগুণাতীত, গোলোক-গতিযোগ্য, নিরুপাধিক, দেবীধামাতীত, অমর্ত্ত্য, নিত্য, দেবাতীত, মুক্ত, ব্রাহ্মণাদি-প্রাকৃত-সম্মানাতীত, শুদ্ধব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মযুক্ত হইয়া এবং প্রাকৃতাভিমানকে তৃণ অপেক্ষা সুনীচ জানিয়া ত্যক্তাভিমান ও পরম সহিষ্ণু হইয়া ক্ষুদ্রজনেও বহু সম্মান প্রদান করিতে করিতে কৃষ্ণনামগানে আনন্দ লাভ করেন।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব—মায়াতীত। মায়ার অন্তর্গত ব্রাহ্মণাদি-পরিচয়—ইঁহাদের পক্ষে গৌণ ও অবান্তর। কৃষ্ণ-দাস্য-পরিচয়ে মায়া থাকে না। ভগবান্ গীতায় (৭।১৪) বলিয়াছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

আমার এই দুষ্পারা ত্রিগুণময়ী মায়া দেবসম্বন্ধিনী। যে-যে ব্যক্তি আমাতে প্রপত্তি গ্রহণ করেন, তাঁহারাই এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হন।

বিধির কিঙ্করগণ যতই কেন নিজে যোগ্যতা লাভ করুন না, স্বীয় বলে, মায়াতীত হইতে পারেন না। কেবল বৈষ্ণবগণই ভক্তিবলে মায়াতীত ভগবানের সেবা করিতে সমর্থ হন। শ্রীমদ্-ভাগবত ২য় স্কন্ধ ৭ম অধ্যায় ৪২ শ্লোক —

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥

যে বৈষ্ণবগণ নিষ্কপটচিত্তে সর্ব্বাত্ম-দ্বারা ভগবানে আশ্রিত, তাঁহাদিগকেই ভগবান্ অনন্তদেব দয়া করিয়া অপ্রাকৃত বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করেন। সেই বৈষ্ণবগণই দুস্তরা দেবমায়া অতিক্রম করিয়া থাকেন। ইঁহাদের শৃগাল-কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহে 'আমি আমার' বুদ্ধি হয় না। আর কপটতা-ক্রমে যাঁহারা কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধি করিয়া বৈষ্ণব-সংজ্ঞামাত্র লাভ করিয়া জড়সুখ বাসনা করেন, তাঁহাদিগকে

মায়া ছাড়িয়া না দেওয়ায় কর্ম্মবুদ্ধিবলে ভগবানের ভক্তি-লাভ তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না।

দেহারাম জড়মতি স্মার্ত্তগণ পারমার্থিক আত্মারাম বৈষ্ণবের মর্য্যাদা অনেক স্থলে বুঝিতে অক্ষম।

ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায় ১০ম শ্লোক—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রর্ন্থাঽপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

আত্মারামগণ ও মুনিগণ গ্রন্থিরহিত হইলেও উরুক্রম ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। ভক্তিই মুক্ত মহাপুরুষগণের সম্পত্তি। ভগবানে ঈদৃশ গুণ-সমষ্টি বিরাজমান।

ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ ২৪শ অধ্যায় ২৯ শ্লোক—

স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে॥

শিব কহিলেন,—বর্ণাশ্রমরূপ-স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ শতজন্মে বিরিঞ্চতা প্রাপ্ত হন এবং পরে অধিক পুণ্যবলে আমাকে লাভ করেন। যে প্রকার আমি (মহাদেব) ও অন্যান্য দেবগণ আধিকারিক কাল গত হইলে কলান্তে তদাদিষ্ট কার্য্য সুসম্পন্ন করায় বৈষ্ণবপদ লাভ করি, সেই প্রকার প্রপঞ্চাতীত হরিজনের পদ ভগবদ্ভক্ত সদ্যই লাভ করিয়া থাকেন।

ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ২৮শ অধ্যায় ৪৪ শ্লোক—

তস্মাদিমাং স্বাং প্রকৃতিং দৈবীং সদসদাত্মিকাং।
দুর্ব্বিভাব্যাং পরাভাব্য স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে॥

শ্রীহরিজনগণ ভগবানের সদসদাত্মিকা দুর্ব্বিভাব্যা দৈবী মায়াপ্রকৃতিকে ভগবৎপ্রসাদে পরাজিত করিয়া নিত্যজীবস্বরূপে ভগবানের ভক্ত হইয়া অবস্থান করেন।

সংসারাভিনিবিষ্ট বর্ণাভিমানী জনগণ যেরূপ কর্ম্মচক্রকে বহুমানন-পূর্ব্বক ভগবন্মায়ার ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া নিজের চেষ্টা-সমূহের বিধান করেন, ভক্তগণ তাদৃশ কর্ম্মবুদ্ধি-ত্যাগ-পূর্ব্বক জড়ে প্রভুত্বরূপ মায়াদাস্যই বন্ধনের কারণ জানিয়া নরক হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের নিত্য সেবাকেই নিজের স্বরূপবৃত্তি বলিয়া জ্ঞান করেন।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সংসারে পুণ্য উপার্জ্জন করে। আর বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত ধর্ম্ম জগতে পাপ উৎপাদন করে। যাঁহারা বাসনারাজ্যে আপনাদিগকে প্রকৃতিজন-অভিমানে অহঙ্কার করেন, তাঁহাদেরই পাপ বা পুণ্যের আবশ্যক আছে। হরিজনগণ তাদৃশ নহেন।

মুণ্ডকে (৩৷৩)—

> যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
> তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

যে-কালে অপ্রাকৃত দ্রষ্টা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত (ভক্তিলোচনে) কর্ত্তা, ঈশ্বর, ব্রহ্মণ্যদেব হেমবর্ণ (গৌর)-বিগ্রহ পুরুষোত্তমকে দেখিতে পান, তৎকালে পরবিদ্যালব্ধ মুক্তপুরুষ (জড়াহঙ্কারোত্থ) পুণ্য ও পাপমল পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল ও সমদর্শন হন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পদানুগ ত্রিদণ্ডি-যতিরাজ আচার্য্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভুর কতিপয় ভাব অনুধাবন করিলে

হরিজনের পরিচয় ও কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিযাজী অবৈষ্ণবের উপলব্ধি হইতে পারে,—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তমঃ ॥

যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণাকটাক্ষলব্ধবৈভববিশিষ্ট হরিজনগণের নিকট যোগিগণারাধ্য পরমপদ কৈবল্য—নরকতুল্য, কামী স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠের ফলস্বরূপ স্বর্গ—মিথ্যা অকিঞ্চিৎকর খপুষ্প, যথেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিষয়িগণের দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণ—উৎপাটিতদন্ত কালসর্প-সদৃশ, জগৎ—কৃষ্ণানন্দময় এবং ব্রহ্মা-ইন্দ্র প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চপদারূঢ় দেবগণের লোভনীয় পদবী-সমূহও কীট-পদবীতুল্য দৃষ্ট হয়, আমরা সেই ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দরের স্তব করি।

উপাসতাং বা গুরুবর্য্যকোটীরধীয়তাং বা শ্রুতিশাস্ত্রকোটীঃ।
চৈতন্যকারুণ্যকটাক্ষভাজাং ভবেৎ পরং সদ্য রহস্যলাভঃ ॥

কোটিসংখ্যক যথেচ্ছাচারী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী গুরুবরের সেবায় যে ফল হয়, অথবা কোটিসংখ্যক শ্রুতিশাস্ত্র-অধ্যয়নে যে ফল লাভ হয়, তাহা হউক্। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের কারুণ্যকটাক্ষলব্ধ ভক্তগণের সঙ্গক্রমে সদ্য কৃষ্ণপ্রেমরহস্যলাভ ঘটে। ভক্তের ঐকান্তিকতা না হইলে বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনরত কোটি গুরুকরণ বা কোটি-কোটি-বেদাধ্যয়ন নিষ্ফল।

ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ ধিগ্ বিকটতপসো ধিক্ চ যমিনঃ
ধিগস্তু ব্রহ্মাহং-বদনপরিফুল্লান্ জড়মতীন্।
কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমত্তান্নরপশূন্
ন কেষাঞ্চিল্লেশোঽপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ॥

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড-নিরত কর্ম্মপ্রিয় জনগণকে ধিক্, বিকট তপস্যাপ্রিয় সংযতগণকে ধিক্, 'অহংব্রহ্ম' বলিতে উৎফুল্ল জড়-বুদ্ধিগণকে ধিক্। এইসকল কর্ম্মী, তপস্বী, জ্ঞানী বিষয়রসমত্ত নরপশুদিগের সম্বন্ধে কি আর অধিক শোক করিব? হায়! হায়! গৌরকীর্ত্তনমধুর লেশমাত্রও ইহাদের কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।

কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥

কাল কলি; ইন্দ্রিয়াদি শত্রুবর্গ বলবান্; ভগবদ্ভক্তির পথ—যথেচ্ছাচার, কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রভৃতি কোটি-কণ্টকে রুদ্ধ। হে চৈতন্যচন্দ্র, যদি তুমি অদ্য কৃপা না কর, তাহা হইলে বিকল হইয়া আমি কোথায় যাই, কি-ই বা করি!

দুষ্কর্ম্মকোটিনিরতস্য দুরন্ত-ঘোর-দুর্ব্বাসনা-নিগড়শৃঙ্খলিতস্য গাঢ়ম্।
ক্লিশ্যন্মতেঃ কুমতিকোটিকদর্থিতস্য গৌরং বিনাদ্য মম কো ভবিতেহ বন্ধুঃ॥

আমি কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে কোটি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, দুর্দ্দমনীয় প্রচণ্ড দুর্ব্বাসনা-শৃঙ্খলে সুদৃঢ় বদ্ধ, যথেচ্ছাচারী, কর্ম্মী

বা জ্ঞানিগণের কুপরামর্শে আমার বুদ্ধি ক্লিষ্ট, সুতরাং শ্রীভগবান্ গৌর-ব্যতীত অন্য আমার বন্ধু আর কে হইবে ?

হা হন্ত হন্ত পরমোষরচিত্তভূমৌ ব্যর্থী ভবন্তি মম সাধনকোটয়োঽপি।
সর্ব্বাত্মনা তদহমদ্ভুতভক্তিবীজং শ্রীগৌরচন্দ্রচরণং শরণং করোমি॥

হায়, আমার অত্যন্ত উষর চিত্তভূমিতে কর্ম্ম-জ্ঞানাদির কোটি কোটি সাধন-বীজ ব্যর্থ হইল! সেজন্য এক্ষণে আমি সর্ব্বতোভাবে অদ্ভুতভক্তিবীজরূপ শ্রীগৌরচন্দ্রের চরণে শরণ গ্রহণ করিতেছি।

মৃগ্যাপি সা শিবশুকোদ্ধবনারদাদ্যৈরাশ্চর্য্যভক্তিপদবী ন দবীয়সী নঃ।
দুর্ব্বোধ-বৈভবপতে ময়ি পামরেঽপি চৈতন্যচন্দ্র যদি তে করুণাকটাক্ষঃ॥

শিব, শুক, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তের অনুসন্ধেয় আশ্চর্য্য ভক্তিপদবী আমাদের তুল্য পামরেরও দূরতর হইবে না, যদি হে দুর্ব্বোধবৈভবপতি শ্রীচৈতন্যদেব, মাদৃশ পামরজনেও তোমার কৃপাকটাক্ষ থাকে। কর্ম্মিগণ অল্পবুদ্ধিতা-ক্রমে নিজের অসমর্থতা উপলব্ধি করিয়া ভক্তিবিমুখ হয়, কিন্তু ভক্ত সেরূপ নহেন। কৃষ্ণদাস্য কর্ম্মজাতীয় নহে।

নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ব্যবহৃতিততির্লৌকিকী বৈদিকী যা
যা বা লজ্জা প্রহসনসমুদ্গাননাট্যোৎসবেষু।
যে বাঽভূবন্নহহ সহজপ্রাণদেহার্থধর্ম্মা
গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ কোঽপি মে তীব্রবীর্য্যঃ॥

সর্ব্বস্বাপহারক গৌরহরি তীব্রবল-প্রয়োগে আমার লৌকিক, বৈদিক ও নৈষ্ঠিক ব্যবহার-সমূহ, প্রকৃষ্ট হাস্য, উচ্চকীর্ত্তন ও নৃত্যোৎসবে লজ্জাসমূহ এবং প্রাণযাত্রা ও দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ-

উপযোগী স্বাভাবিক ধর্ম্মসমূহ সমস্তই অপহরণ করিয়া লইয়াছেন। বৈষ্ণবাভিমানে ক্ষুদ্র চেষ্টাসমূহ সমস্তই শ্লথ হইয়া পড়ে।

পতন্তি যদি সিদ্ধয়ঃ করতলে স্বয়ং দুর্ল্লভাঃ
স্বয়ঞ্চ যদি সেবকীভবিতুমাগতাঃ স্যুঃ সুরাঃ।
কিমন্যদিদমেব বা যদি চতুর্ভুজং স্যাদ্বপু-
স্তথাপি মম নো মনাক্ চলতি গৌরচন্দ্রান্মনঃ॥

দুর্ল্লভ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি যদি আপনা হইতে বিনাশ্রমে করতলগত হয়, বিলাসাদর্শ নানাজন-সেব্যমান দেবগণও যদি নিজেচ্ছাক্রমে আমার ভৃত্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া আমাকে স্বর্গসুখ প্রদান করিতে আসেন, অধিক আর কি বলিব,—যদি আমার এই প্রাকৃত শরীরের পরিবর্ত্তে চতুর্ভুজ-নারায়ণত্ব-লাভও হয়, তাহা হইলেও ভক্তবেষধারী ভগবান্ গৌরহরির দাস্য হইতে আমার মন বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতেছে না।

ভক্তির মর্য্যাদা বা প্রবলতা কিছু জ্ঞান, কর্ম্ম বা যথেচ্ছাচারের বশীভূত নহে। ক্ষুদ্রলোভে ভক্তের পতন নাই,—ইহাই ভক্তগণের নিত্য বিশ্বাস। যাহারা কপটতাক্রমে ভক্তির স্বরূপ অবগত না হইয়া কর্ম্মকাণ্ডীয় বুদ্ধিবলে ভক্তিকে কর্ম্মকাণ্ডের প্রকারভেদমাত্র জ্ঞান করে, তাহারা অচিরেই ভক্তজনের চরণে বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া কুকর্ম্মরাজ্যে পাতকীভাব লাভ করে। অপরাধক্রমে ব্রাহ্মণাদি জাতিদাম, দান-প্রতিগ্রহাদি বৃত্তিদাম ও পরিশেষে মৎসরতাবৃত্তি আসিয়া তাহাদের নানাপ্রকার চঞ্চলতা সৃষ্টি করায়। পরমহংসের হৃদয়ের ধন গিরিধারিদেবে শিলা-

বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, হরিজন-পাদোদকে অশ্রদ্ধা প্রভৃতি জড়াহঙ্কার ভক্তদ্বেষা কর্ম্মীকে গ্রাস করে। ভক্ত সেরূপ লোভী, মূর্খ বা দুর্ব্বল নহেন।

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

হে সাধুসকল, তোমরা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও নিজ-নিজ-সাধক-সাধন-সাধ্য-মাহাত্ম্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, বন্ধমুক্তি—সমস্তই দূরে সম্যগ্‌রূপে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণে অনুরক্ত হও,—ইহাই আমি দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া, তোমাদের দুইটী পায়ে পড়িয়া, শত-শত-আর্ত্তনাদ-সহ পরমবিনয়ের সহিত নিবেদন করিতেছি।

ঐকান্তিকী ভক্তি ব্যতীত গুরুদেবের নিকট ভক্তি-বিষয়িণী দীক্ষা-শিক্ষাদি-লাভ শিষ্যের ভাগ্যে ঘটে না। শ্রুতমন্ত্র ও ভজন-প্রণালী কর্ণে প্রবেশ করিয়া অনাবধানতা বশতঃ ঐগুলি বিষয়ানুরাগের অন্যতম হইয়া পড়ে। যাঁহারা হরিকথাগুলি প্রকৃত গুরুদেবের নিকট শাঠ্যপরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রবণ করেন এবং যাঁহাদের কর্ণ সেগুলি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, তাঁহারা উহাই কীর্ত্তন করেন। ত্রিদণ্ডি-প্রভু শ্রীপ্রবোধানন্দ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর যে কৃপা ও ভজন-প্রণালী লাভ করেন, উহা তিনি শ্লোকাকারে ভক্তগণের জন্য রাখিয়াছেন। তাঁহার ভাবগ্রহণে রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের 'বৈষ্ণব' নাম সার্থক; অন্যথা "থোড়-বড়ি-খাড়া"র জন্য ভ্রমণ করিতে হয়।

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্ব্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্‌রসঃ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র যে-কালে পরমা ভক্তিযোগপদবী আবিষ্কার করিলেন, তৎকালে কাহারও কোনপ্রকার ইতর লক্ষ্য থাকিতে পারিল না। বিষয়ীসকল স্ত্রী-পুত্র-কথায় রতি ত্যাগ করিলেন, পণ্ডিতসকল শাস্ত্র-তর্ক ছাড়িলেন, যোগিবরেরা বায়ু-নিয়মন-ক্লেশ পরিত্যাগ করিলেন, তপস্বিগণ তপস্যা ছাড়িলেন ও সন্ন্যাসিগণ বেদান্ত-জ্ঞানাভ্যাস-বিধি বর্জ্জন করিলেন। যাহার যাহার দোকানে যে-যে পণ্য ছিল, সকলেই পরমা কৃষ্ণভক্তির মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সেই সেই অতিতুচ্ছ পণ্য-দ্রব্যের নিজ-নিজ জড়ীয় দোকানদারী ছাড়িয়া দিলেন। ভক্তির এরূপ অলৌকিক প্রভাব। যে-কাল-পর্য্যন্ত-না ভক্তিশোভা অনুভূত হয়, তৎকালাবধি জীব কর্ম্ম, জ্ঞান ও যথেচ্ছাচারের মার্গে বিহার করেন।

কবি সর্ব্বজ্ঞ বলেন,—

ত্বদ্ভক্তঃ সরিতাং পতিং চুলুকবৎ খদ্যোতবৎ ভাস্করং
মেরুং পশ্যতি লোষ্ট্রবৎ কিমপরং ভূমেঃ পতিং ভৃত্যবৎ।
চিন্তারত্নচয়ং শিলাশকলবৎ কল্পদ্রুমং কাষ্ঠবৎ
সংসারং তৃণরাশিবৎ কিমপরং দেহং নিজং ভারবৎ॥

হে ভগবন্, তোমার ভক্ত সমুদ্রকে গণ্ডুষবৎ, তেজোময়

ভাস্করকে জোনাকিপোকার ন্যায়, মেরুকে লোষ্ট্রের ন্যায়, ভূপতিকে দাসের ন্যায়, চিন্তামণিকে শিলাখণ্ডের ন্যায়, কল্প-তরুকে কাষ্ঠসদৃশ, সংসারকে তৃণরাশিসদৃশ এবং অধিক কি, সংসারের আধার নিজদেহকে ভারবৎ জ্ঞান করেন।

কর্ম্মী দেহারাম প্রাকৃত জড়মতি ব্যক্তিগণ 'আমি দেহ' ও 'আমার দেহ'—এই জ্ঞান হইতেই আত্মীয়স্বজন ও স্বপর-ভেদ করে। জড়বস্তুর মহত্ত্ব-দর্শনে তাহাতে লোভ করে। বৈষ্ণবের সে-প্রকার নীচতা নাই। তিনি সর্ব্বোত্তম শ্রেষ্ঠ, সেজন্য কর্ম্মলুব্ধ স্বার্থপ্রিয়জনের সহিত তাঁহার তুলনা হয় না।

বৈষ্ণব-মহাত্মা মাধবসরস্বতীপাদ বলেন,—

> মীমাংসারজসা মলীমসদৃশাং তাবন্নধীরীশ্বরে
> গর্ব্বোদর্ককুতর্ককর্ক্কশধিয়াং দূরেঽপি বার্ত্তা হরেঃ।
> জানন্তোঽপি ন জানতে শ্রুতিসুখং শ্রীরঙ্গিসঙ্গাদৃতে
> সুস্বাদুং পরিবেশয়ন্ত্যপি রসং গুর্ব্বী ন দর্ব্বী স্পৃশেৎ॥

পূর্ব্বমীমাংসা ও তদনুগ কর্ম্মকাণ্ডৈক-তৎপর বুদ্ধিরূপ রজো-দ্বারা যাহাদের জ্ঞানচক্ষু মলিনতা লাভ করিয়াছে এবং গর্ব্বমাত্র চরমফল—এরূপ বিশ্বাসী, কুতর্কে কর্কশবুদ্ধি তাদৃশ জৈমিনী-গৌতম-কণাদানুচরগণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে সমর্থ হন না; হরিকথা তাঁহাদের সুদূরবর্ত্তিনী। লক্ষ্মীক্রীড় ভগবানের ভক্তগণের সঙ্গাভাবে তাঁহারা শাস্ত্র-তাৎপর্য্য জানিয়াও শাস্ত্ররস লাভ করেন না—যেরূপ হাতা সুস্বাদু দ্রব্য পরিবেশন করিয়াও নিজে তদাস্বাদন করিতে অসমর্থ। জড়ভোগপর দার্শনিকগণ বিষয়-

ভারবহনরত গর্দ্দভের ন্যায় শ্রীপুরুষোত্তমের প্রতি সেবা-বৃত্তির অভাবে হরিভক্তির আস্বাদ পাইবার অনধিকারী। যথেচ্ছাচারী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী ভক্তি-মহিমা বুঝিতে পারেন না। বৈষ্ণবগণ কর্ম্মীর ন্যায় ভগ্নমনোরথ নহেন।

পণ্ডিত ধনঞ্জয় নামক বৈষ্ণব-মহাত্মা বলেন,—

স্তাবকাস্তব চতুর্ম্মুখাদয়ো ভাবকা হি ভগবন্ ভবাদয়ঃ।
সেবকাঃ শতমখাদয়ঃ সুরা বাসুদেব যদি কে তদা বয়ম্॥

হে ভগবন্ বাসুদেব, সর্ব্বদেব-নর-মূলপুরুষ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাদি যখন তোমার স্তবকারী, যোগীশ্বর মহাদেবাদি যখন তোমার ধ্যানকারী, সর্ব্বদেবরাজ স্বর্গের প্রভু ইন্দ্রাদি যখন তোমার ভৃত্যসমূহ, তখন সে-স্থলে আমরা তোমার কে? আমাদের কি তবে ভক্তির অধিকার নাই?

এই শ্লোকের সহিত বৈষ্ণবের শ্রীমদ্ভাগবতের একটী পদ্যের স্মরণ হয়।

ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৮ম অধ্যায় ২৫শ শ্লোক —

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥

দেব-ব্রাহ্মণাদি-জন্ম-মাহাত্ম্য, কুবেরাদি-তুল্য ঐশ্বর্য্য-মাহাত্ম্য, বেদনিষ্ঠ-ঋষি-মাহাত্ম্য, কন্দর্পতুল্য-রূপ-মাহাত্ম্যের দ্বারা জড়াভিমানী পুরুষের মত্ততা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং কাঙ্গালের ঠাকুর তুমি হরি, সেই জড়ভোগ-সমৃদ্ধজনের তোমার নামকীর্ত্তন করিবার রুচি, অবকাশ ও অধিকার নাই।

বৈষ্ণবতা দীনজনের একমাত্র সম্পত্তি। অহঙ্কার, প্রভুত্ব প্রভৃতি অবৈষ্ণবেরই প্রয়াসের বস্তুমাত্র, তাহাতে বৈষ্ণবের লোভ নাই। বৈষ্ণবের সম্পত্তি হরি। জড়াসক্তি-প্রাচুর্য্যে মত্ত এবং ব্রাহ্মণাদির সুলভ সম্মানে, পাণ্ডিত্যে ও ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের সুলভ ধনাদিতে স্ফীত হইয়া নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবের প্রতি অনাদরক্রমে কুকর্ম্মফলে অবৈষ্ণবতা-লাভ ঘটে। দীনহীন কাঙ্গাল জড়ভোগে উদাসীন হরিসেবা-পর হরিজনগণ জড়বস্তু-সকলের অধিকারী হইবার বাসনা না করায়, ব্রাহ্মণাদি-জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বেদাদি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, কন্দর্পতুল্য-রূপের অভিলাষকে অকর্ম্মণ্য জানিয়া ভোগপর বেদপাঠনৈপুণ্যরূপ ব্রাহ্মণত্বাদি কর্ম্ম-বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, শ্রুতিপারদর্শিতা-ক্রমে ব্রাহ্মণের সম্মান, অতুল ধন-জন-রাজ্যলাভ-ফলে ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য্য এবং কৃষিবাণিজ্যফলে বৈশ্যের ধনের ও রূপের সমৃদ্ধি বৈষ্ণবতার কারণ নহে ; ঐগুলি সেবোন্মুখতার অভাবে অবৈষ্ণবতার বর্দ্ধক জড়ভোগপর দামসমূহ-মাত্র। বৈষ্ণবগণ তাদৃশ ক্ষুদ্র অধিকার-সমূহের জন্য ব্যস্ত না হওয়াতেই তৃণাদপি সুনীচ ও তদপেক্ষা উন্নতশির তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু, স্বয়ং অমানী ও অপরে মানদ হইয়া হরিভক্তি লাভ করিয়াছেন। অধিক কি, আধিকারিক দেবসমূহ প্রাকৃত কর্ম্ম-রাজ্যে সর্ব্বোচ্চশৃঙ্গে অধিষ্ঠিত হইয়াও কর্ম্মসমাপ্তিতে ভগবদ্ভক্তি-প্রভাবেই বৈষ্ণবপদবী লাভ করিয়া থাকেন। তবে অধিকার-মাহাত্ম্য প্রাকৃতজীবের বোধের নিমিত্ত-মাত্র। জড়-অধিকার

নিঃশেষিত হইলে তদুপরি শুদ্ধবৈষ্ণবাভিমান। কোন মহাবলী ব্যক্তি অসংখ্য জীবসংহারে ক্ষমতাবান্ হইয়াও তাদৃশ ক্ষমতা পরিচালনাশা না করিয়া শান্ত থাকিলে তাহার ক্ষমতার অভাব স্বীকৃত হয় না। তদ্রূপ বৈষ্ণবত্ব ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণাদির সর্ব্ব-চরম প্রাপ্য বস্তু হইলেও কৃষ্ণদাস্য-রুচিপ্রাপ্ত জীবের অধিকার আরও অধিক। তাঁহারা ভগবানের নিজ জন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে বলিলেন,—

নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥

জাতিমর্য্যাদা—জড়ভোগের সহায়। নীচজাতির ভোগের অধিকার নানাপ্রকারে সঙ্কীর্ণতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু জাগতিক ঐহিক মঙ্গলের অধিকারী না হইয়াও নিত্যমঙ্গল ভগবৎসেবায় সকলের সম্পূর্ণ সুযোগ ও অধিকার আছে। ভোগবাসনায় ব্যাকুল হইয়া জগতে উচ্চপদবী ও সর্ব্বাধিকার লাভ করিলেও উহা চিরস্থায়ী এবং প্রকৃত মঙ্গলের অনুকূল বিষয় নহে।

যিনি বাস্তবসত্যের সেবা করেন, তিনিই প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রেষ্ঠ ; আর যিনি বাস্তবসত্যের সেবায় উদাসীন হইয়া অল্পকাল

স্থায়ী ব্যাপার-সমূহের প্রভুত্ব-লাভের জন্য কালাতিপাত করেন, তিনি বাস্তবসত্যের সেবক হইতে সর্ব্বতোভাবে পৃথক্ ও ন্যূন।

জাগতিক পাণ্ডিত্য এবং কুলের শ্রেষ্ঠতা ও পদমর্য্যাদা বাস্তবসত্যের সেবক ভগবদ্ভক্তের কোন ব্যাঘাত করিতে পারে না। বিশেষতঃ ছায়া-নির্ম্মিত ভোগ-জগতে যাঁহারা ভোগপ্রমত্ত না হইয়া প্রয়োজনীয় বিষয়-মাত্র গ্রহণ করেন, সেরূপ জড়দৈন্য ও অভাবহীন যুক্তবৈরাগ্যবান্ জনই প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবৎকৃপা-রূপ মঙ্গল লাভ করেন। আর যাঁহারা পদমর্য্যাদা, বংশমর্য্যাদা বা পাণ্ডিত্য-প্রতিভাদি নানাবিধ ঐশ্বর্য্যে বলীয়ান্ হইবার যত্ন করেন, তাঁহারা ভগবৎকৃপা-লাভে নিজ-ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন। তজ্জন্য তাঁহাদের প্রকৃত মঙ্গল-লাভের সম্ভাবনা নাই। অপ্রয়োজনীয় অন্ধকার সম্বর্দ্ধন-মানসে যে তামসী বৃত্তির পরিচয় মানব-হৃদয়ে প্রতিফলিত আছে, উহা চিন্ময় আলোক-সম্পন্ন বাস্তব-বস্তুর সেবার বিপরীত দিকে অবস্থিত।

মহাত্মা শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী বলেন,—

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতে ভো স্নানঃ তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে॥

হে সন্ধ্যাবন্দন, তোমার মঙ্গল হউক ; হে স্নান, তোমাকে নমস্কার ; হে দেবগণ ও পিতৃগণ, আমি তর্পণাদি-কার্য্যে অক্ষম, আমাকে ক্ষমা করুন। যে-কোন স্থানে থাকিয়া আমি যাদবকুল-

শিরোভূষণ কংসারি কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া সংসারদুঃখ ও পাপাদি বিনাশ করিব, সুতরাং অল্পকাল স্থায়ী সংসারদুঃখের অপনোদন ও পাপ-প্রবৃত্তি অল্পকালের জন্য নিবৃত্ত করিতে গিয়া আমার তাৎকালিক চেষ্টা সন্ধ্যাবন্দন, স্নান, তর্পণ প্রভৃতিতে প্রয়োজন কি ?

স্নানং ম্লানমভূৎ ক্রিয়া ন চ ক্রিয়া সন্ধ্যা চ বন্ধ্যাভব-
দ্বেদঃ খেদমবাপ শাস্ত্রপটলী সংপুটিতান্তঃস্ফুটা।
ধর্ম্মো মর্ম্মহতো হ্যধর্ম্মনিচয়ঃ প্রায়ঃ ক্ষয়ং প্রাপ্তবান্
চিত্তং চুম্বতি যাদবেন্দ্রচরণাম্ভোজে মমাহর্নিশম্॥

কোন ভক্ত হৃদয়োচ্ছ্বাসে বলিতেছেন,—আমার স্নান ম্লান হইয়াছে, ক্রিয়ানুষ্ঠান পণ্ড হইয়াছে, সন্ধ্যা বন্ধ্যা হইয়াছে, স্বাধ্যায় খিন্ন হইয়াছে, শাস্ত্রসমূহ মঞ্জুষার মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছে, ধর্ম্ম মর্ম্মাহত হইয়াছে এবং অধর্ম্মও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, যেহেতু আমার চিত্তভৃঙ্গ অহর্নিশ যাদবেন্দ্রচরণপদ্ম চুম্বনের জন্য ব্যস্ত আছে।

সংসারমুক্ত ভক্ত বৈষ্ণবের এই সকল ভাবসমূহ কখনই হীনাধিকারী পাপনিষ্ঠাযোগ্য বৈধাবৈধজনগণ ধারণা করিতে পারেন না। কোন পাপমগ্ন, পতিত, স্মৃতিবাধ্য জীবের এই ভাব প্রকৃতপ্রস্তাবে উপলব্ধ হইলে তাঁহার মঙ্গলের কথা আর কেহই বলিয়া উঠিতে পারেন না। অনেকে পরচক্ষু বা চশমা-ধারণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে না পারিয়া যেরূপ অজ্ঞতাক্রমে দূরদর্শন-রহিত খর্ব্বদৃষ্টি বা ক্ষুদ্রদৃষ্টি-রহিত জনগণের অধিকার ও

প্রয়োজনীয়তার নিন্দা করেন, তদ্রূপ স্মার্ত্তগণ বৈষ্ণবকে তাঁহাদের ন্যায় জীবান্তর জ্ঞানে সমশ্রেণীভুক্ত করেন। বস্তুতঃ স্মার্ত্তে ও পরমার্থিজনে আকাশ-পাতাল ভেদ। আমরা পূর্ব্বে কতিপয় শাস্ত্র ও বৈষ্ণবের হৃদয়ভাব উদাহরণ-স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি ; তদ্দ্বারা বুদ্ধিমান্ প্রকৃতিজনগণ হরিজনের স্থান ও মর্য্যাদা উপলব্ধি করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২য় অধ্যায় ৫১ শ্লোক—

ন যস্য জন্মকর্ম্মাভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥

যিনি নিজ ব্রাহ্মণাদি জন্ম-গৌরব, দান-প্রতিগ্রহাদি কর্ম্ম-গৌরব, বর্ণাশ্রম ও জাতি-গৌরব প্রভৃতি দ্বারা চর্ম্মময় কোষের আমিত্বে বাহাদুরী করেন না, তিনি হরির প্রিয়।

বৈষ্ণবগণ যদিও ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হন বা জগতের নমস্য আচার্য্যের কার্য্য করেন, তথাপি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-গৌরব-দ্বারা, যতি প্রভৃতি আশ্রম-গৌরব-দ্বারা, শৌক্র-সাবিত্র্য-দৈক্ষ প্রভৃতি জাতি-গৌরব-দ্বারা কখনই নিজের অভিমান করেন না। স্মার্ত্ত কর্ম্মজড়গণেরই সংসারাসক্তি-প্রাচুর্য্যে তাদৃশ হরিবিরোধী ভাব-সমূহ প্রবলতা লাভ করে।

জড়মতি কর্ম্মিগণের ধারণার বিরুদ্ধে শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৮৪ অধ্যায় ১৩শ শ্লোকের আলোচনা বিধেয়—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—যে-ব্যক্তি সাধু-বৈষ্ণবগণের চিন্ময় অনুভূতি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অচিজ্জড়-বিষয়ে আসক্তিক্রমে বাত-পিত্ত-কফবিশিষ্ট নিজ বিপ্রাদি চর্ম্মময় কোষে 'আমি' বুদ্ধি করে, প্রাজাপত্যাদি দশপ্রকার পরিণীত পত্নী প্রভৃতিতে 'আমার' ধারণা করে, পার্থিব জড়বস্তুতে দেবতা-বুদ্ধি ও জলে তীর্থ বা পবিত্র-বুদ্ধি করে এবং যাহার বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে যাথার্থ্য-বুদ্ধির অভাব, তাহাকে গোতৃণবাহী গর্দ্দভ বা গোগর্দ্দভ জানিবে। ভগবদ্ভক্তগণ তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করেন না।

ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ের ৩৮শ শ্লোক বিশেষ মনোযোগের সহিত বিচার্য্য—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি ॥
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

হরিজন-সাধুগণ সর্ব্বদা হৃদয়ে প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত ভক্তিচক্ষুদ্বারা যে অচিন্ত্যগুণ-স্বরূপ-বিশিষ্ট শ্যামসুন্দর আদিপুরুষ গোবিন্দ-দেবকে অবলোকন করিয়া থাকেন, সেই বস্তুকে আমি সেবা করি। কর্ম্মবুদ্ধি প্রাকৃত-সাহজিকগণ জড়তা-নিবন্ধন যে জড়-বিষয়সমূহ ধারণা করিয়া ভোগ্য বিচারে কৃষ্ণদর্শন হইল বলিয়া জ্ঞান করেন, তদতিরিক্ত জড়ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবর্জিত যে ভগবদ্বস্তুকে ভগবদ্ভক্তগণ অপ্রাকৃতানুভূতিক্রমে ভক্তিময় চক্ষে দর্শন করেন, তাঁহাকেই আমি ভজন করি। স্মার্ত্ত ও পরমার্থী, উভয়ের মধ্যে দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যবস্তুর ভেদ আছে, তাহা অজ্ঞ সাধারণে বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

এরূপ ভক্তি হৃদয়ে উদিত হইলে ঠাকুর বিল্বমঙ্গলদেবের অনুভূতি অনুসারে প্রকৃত হরিজনের ভাব ভগবদ্ভক্তমাত্রেরই হৃদয়মধ্যে স্বতঃ পরতঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

কৃষ্ণকর্ণামৃতে ১০৭ শ্লোক—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্ ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

হে ভগবন্, যদি তোমাতে আমাদের ভক্তি নিশ্চলা হয় অর্থাৎ যথেচ্ছাচার, কর্ম্ম বা জ্ঞানের আবরণে জড়িত না হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তোমার অপ্রাকৃত কিশোরমূর্ত্তি আমাদের অনুভূত হইবে। চিন্ময়ভাবে বিভাবিত হইয়া আমরা তোমার ভক্ত-সেবকাভিমানে যে-কালে তোমাকে দর্শন করিব, তৎকালে মুক্তিসেবাভিলাষ দূরে থাকুক, গৌণফলস্বরূপে স্বয়ং মুক্তিই যাচমানা হইয়া আমাদের সেবা-কার্য্যে রতা থাকিবেন। আবার, ত্রিবর্গ ধর্ম্মার্থকাম—যাহা সকাম অভক্তগণের দুর্লভ বস্তু, ঐগুলি দাসের ন্যায় অনুগমন করিবে।

স্মার্ত্ত বা বৈধ অভক্তগণ যে চতুর্বর্গ-ফলের উপাসনা করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন, ঐগুলি স্বভাবতঃই হরি-জনের বাধ্য ও পদানত থাকে। হরিজনগণ মুক্ত পুরুষ, সুতরাং বদ্ধবিচারে তাঁহাদের উৎসাহ নাই।

কর্ম্মিগণ কোন্‌কালে নিজের রুচিগত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন এবং সত্য সত্য ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন,

তাহার নিদর্শন-স্বরূপ এই ভাগবত-পদ্য (ভাঃ১১।১৪।১৪) বিচার্য্য,—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনাঽন্যৎ ॥

ভগবান্ কহিলেন, আমাতে যে ভক্ত আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনি কখনও পারমেষ্ঠ্য, ইন্দ্রত্ব, সার্ব্বভৌমত্ব, রসাধিপত্য, যোগ-সিদ্ধি বা পুনর্জন্মরাহিত্য-ফল-লাভের কোনপ্রকার অভিলাষ করেন না। আমাকেই লাভ করা ব্যতীত তিনি আর কিছুই চান না,—ইহাই তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ।

শ্রীহরিই হরিজনের লভ্য ও প্রাপ্যবস্তু। তদ্ব্যতীত অন্যের ব্রাহ্মণসুলভ জাতি ও পাণ্ডিত্য-মাহাত্ম্য, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-সুলভ ধনাদি ঐশ্বর্য্য ও বাণিজ্য-মাহাত্ম্য ইত্যাদিতে বিমূঢ়তা স্বতঃসিদ্ধ। ভক্তিহীনের মনের ভাব ও ব্যবহার হইতে ভক্তের ভাব ও ব্যবহার—সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। একের কেবল মলিনতা ও শোক-পরতা, আর অপরের হরিসেবাময়ী আনন্দময়তা।

মহাত্মা কেরলসম্রাট্ কুলশেখর আলোয়ার (সিদ্ধ বৈষ্ণব) বলিয়াছেন,—

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্‌ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥

হে ভগবন্, আমার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে, ধনে, কামভোগে আস্থা

নাই। পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে যাহা যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহাই হউক্। আমার সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনা এই যে, জন্মজন্মান্তরেও যেন আমি তোমারই শ্রীপাদপদ্মযুগলে সর্ব্বদা নিশ্চল-ভক্তিবিশিষ্ট হইতে পারি।

অবৈষ্ণবের মতে, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ-ভোগ এবং চতুর্থবর্গ মোক্ষলাভই জীবের চরম ফল। কিন্তু বৈষ্ণব আলোয়ার ঐগুলি যেরূপ হয় হউক্ জানিয়া ভগবদ্ভক্তির নিত্যত্ব অনুভব করিতেছেন,—

> মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
> মৎপ্রার্থনীয়মদনুগ্রহ এষ এব।
> ত্বদ্ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্যভৃত্য-
> ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥

হে লোকনাথ ভগবন্, হে মধুকৈটভারে, আমার জন্মের ইহাই ফল, ইহাই আমার প্রার্থনা এবং ইহাই আপনার অনুগ্রহ যে, আপনি আমাকে আপনার ভৃত্য বৈষ্ণবের দাসানুদাস, সেই বৈষ্ণব-দাসানুদাসের দাসানুদাস এবং বৈষ্ণব-দাসানুদাসের দাসানুদাসের দাসানুদাস বলিয়া স্মরণ করিবেন।

বলা বাহুল্য, ক্ষত্রিয়কুলোত্তম কেরল সার্ব্বভৌমের ব্রাহ্মণতা-লাভের প্রার্থনা ছিল না। তিনি ভগবদ্ভক্তের মহামহিম নিত্য-আসন লাভের জন্য সর্ব্বদা উদ্গ্রীব ছিলেন। এই মহাপুরুষ—শ্রীরামানুজ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গুরু ও একজন ভক্তাবতার।

মহাত্মা যামুনমুনি বলেন,-

ন ধর্ম্মনিষ্ঠোঽস্মি নচাত্মবেদী ন ভক্তিমাংস্তচ্চরণারবিন্দে।
অকিঞ্চনোঽনন্যগতিঃ শরণ্য ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে॥
তব দাস্যসুখৈকসঙ্গীনাং ভবনেষ্বস্ত্বপি কীটজন্ম মে।
ইতরাবসথেষু মাস্মভূদপি মে জন্ম চতুর্ম্মুখাত্মনা॥

হে শরণ্য, আমার বর্ণাশ্রমধর্ম্মে নিষ্ঠা নাই, আমি আত্মজ্ঞান লাভ করিতেও পারি নাই এবং আপনার পাদপদ্মে ভক্তিমান্ হইতেও সমর্থ হই নাই, সুতরাং কর্ম্ম-মাহাত্ম্য, জ্ঞান-মাহাত্ম্য বা ভক্তিলাভ আমার ভাগ্যে না ঘটায় আমি অকিঞ্চন এবং আপনা ব্যতীত আমার অন্য কোন গতি না থাকায় আপনার পাদমূলে শরণ গ্রহণ করিতেছি। হে ভগবন্, আপনার ভক্ত বৈষ্ণবগণের গৃহে আমার কীটজন্মও ভাল, পরন্তু অবৈষ্ণব-গৃহে সাক্ষাৎ ব্রহ্মশরীরেও অবস্থান করিতে আমি ইচ্ছুক নহি।

শৌক্র-ব্রাহ্মণ-পরিচয়ে পরিচিত এই মহাত্মা শৌক্র-শূদ্র-পরিচয়ে পরিচিত ভক্তাবতার সিদ্ধপার্ষদ-বৈষ্ণব বকুলাভরণ শঠকোপের কিরূপ অনুগত, তাহা তাঁহার 'আলবন্দারু স্তোত্রে'র ৭ম শ্লোক হইতে অনুভূত হয়,—

মাতা পিতা যুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ
সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।
আদ্যস্য নঃ কুলপতের্বকুলাভিরামং
শ্রীমত্তদঙ্ঘ্রিযুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না॥

আমাদিগের কুলের প্রথমাচার্য্য শঠকোপের বকুলাভিরাম

শ্রীমৎ পদযুগলকে আমি মস্তক-দ্বারা প্রণাম করিতেছি। আমার বংশীয় অধস্তন শিষ্যবর্গের সর্ব্বস্বই ঐ শ্রীমৎপদযুগল। তাহাদের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র এবং ঐশ্বর্য্য—সমস্তই ঐ শঠকোপ-দেবের শ্রীচরণ।

অত্যন্ত মর্য্যাদাবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়া শ্রীআলবন্দারু-ঋষি শঠকোপদেবকে যেরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা আলোচনা করিয়াও সম্প্রতি যে-সকল ব্যক্তি 'বৈষ্ণব' নাম লইয়া ক্ষুদ্র স্মার্ত্তবুদ্ধি-প্রভাবে বৈষ্ণব-সমাজ হইতে উদর-লোভে বিচ্ছিন্ন হইয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুবরের অমর্য্যাদা করেন, তাঁহাদের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, ঐশ্বর্য্য ও প্রণতির একমাত্র পীঠস্বরূপে শ্রীদাস রঘুনাথ প্রভুর শীতল পদতলকে বুঝিতে পারিলে যামুনাচার্য্যের কৃপা-প্রভাবে উঁহাদের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। নতুবা তাঁহাদের হরিজন-বিমুখতা ও গুরুত্যাগই সিদ্ধ হইবে।

আচার্য্য শ্রীরামানুজ বলেন,—

বৈষ্ণবানাঞ্চ জন্মানি নিদ্রালস্যানি যানি চ।
দৃষ্ট্বা তান্যপ্রকাশ্যানি জনেভ্যো ন বদেৎ ক্বচিৎ॥
তেষাং দোষান্ বিহায়াশু গুণাংশ্চৈব প্রকীর্ত্তয়েৎ।

(লোক-মঙ্গলের ও কোমলশ্রদ্ধ জনগণের হিতের জন্য) বৈষ্ণবদিগের জন্ম, নিদ্রা ও আলস্য প্রভৃতি জানা থাকিলেও (দম্ভক্রমে নিন্দার উদ্দেশে) কখনও লোকের নিকট বলিবে না। তাঁহাদিগের দোষসমূহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গুণাবলী কীর্ত্তন করিবে।

বৈষ্ণবের পরিচয় ও স্মার্ত্তের পরিচয় মুণ্ডক-উপনিষদে এরূপ লিখিত আছে,—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হ্যনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

শৌনক বলিলেন,—দুই প্রকার বিদ্যা জানিতে হইবে। ব্রহ্মরসবিদ্ পরমার্থিগণ বলেন,—পরা বিদ্যা বা পরমার্থ বিদ্যা এবং অপরা বিদ্যা বা লৌকিকী বিদ্যা। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, সূত্রাদি কল্পসমূহ, বর্ণগণের স্থান-প্রযত্নাদি-নিরূপক শিক্ষাশাস্ত্র, শব্দানুশাসনপর ব্যাকরণ, শব্দনির্ব্বাচনপর নিরুক্ত, ছন্দশাস্ত্র এবং কালনির্ণয়পর জ্যোতিষ-শাস্ত্র,—এই চতুর্ব্বেদ ও ষড়ঙ্গ সমস্তই লৌকিকী অপরা বিদ্যা,—অপরমার্থীর উপাস্য। প্রাকৃত ভোক্তৃবুদ্ধিতে এ সকল শাস্ত্রের আলোচনা করিলে কর্ম্মফল-ভোগপর কর্ম্মকাণ্ডেই অধ্যয়নকর্ত্তাকে আবদ্ধ করে। যে শাস্ত্র-বিদ্যা-প্রভাবে পরমার্থ অপ্রাকৃত বুদ্ধি উজ্জ্বল হয়, তাহাই পরা বিদ্যা। লৌকিক স্মার্ত্তবুদ্ধি হইতে অবসর প্রাপ্ত

হইলে পরমার্থ-বিদ্যা বা পরা বিদ্যা লাভ হয়, তখন জীব স্বার্থ-গতি বিষ্ণুকে জানিয়া বৈষ্ণবতা লাভ করেন।

একত্র সংযুক্ত, উপকার্য্য ও উপকর্ত্তৃভাবে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ, ভক্তজীব ও ভগবান্—এই চিন্ময় পক্ষিদ্বয় দেহ-নামক একটি অশ্বত্থবৃক্ষে অধিষ্ঠিত। পক্ষিদ্বয়ের মধ্যে জীব-পক্ষীটী দেহজনিত কর্ম্মফলরূপ অশ্বত্থফলকে স্বাদু বলিয়া ভোজন করিতেছেন। অপর পক্ষিরূপী ভগবান্ ঐ ফল নিজে গ্রহণ না করিয়া ফলভোগী জীবকে ভোগ করাইতেছেন।

একটী পক্ষী (জীব) বৃক্ষরূপ জড়দেহে 'অহং'-'মম'-ভাবাপন্ন ও প্রভুভক্তিরহিত হইয়া কর্ম্মফলজন্য শোকে মুহ্যমান হইতেছেন এবং শ্রীভগবানের সেবায় বিমুখ হইয়া সংসার-ক্লেশ-ভোগ করিতে করিতে স্মার্ত্ত কর্ম্মকাণ্ডিক জীবন কাটাইতেছেন। যখনই জীব স্মার্ত্তবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া কর্ম্মফল-বাসনা পরিহার করেন, তখনই তিনি সকল ভোগ্য লৌকিক বস্তু হইতে পৃথক্ অন্য পক্ষীকে গুণাতীত ভগবান্ বিষ্ণু জানিয়া তাঁহার সেবার নিত্যত্ব উপলব্ধি-পূর্ব্বক শোকরহিত হইয়া ভগবানের লীলা-মাহাত্ম্য অবগত হন। কৃষ্ণদাস্যানুভূতিই বৈষ্ণবতা ও কর্ম্মফল-লাভরূপ-বাসনারাহিত্যই নিষ্কামতা। বৈষ্ণবতা হইলেই জীব পরিশুদ্ধ ও মুক্ত হন।

বিষ্ণুভক্তিলাভে নির্ম্মল জীব দ্রষ্টৃ সেবকস্বরূপে যে-কালে হেমবর্ণ-বিগ্রহ হিরণ্যগর্ভ জগৎকর্ত্তাকে দেখিতে পান, তখন পরবিদ্যালাভের ফলে অপরা লৌকিকী বুদ্ধিপ্রসূত পাপপুণ্য-

ধারণা সম্যগ্‌রূপে পরিহার করিয়া নির্ম্মলতা ও পরম মমতা লাভ করেন। বদ্ধাবস্থায় জীবের স্মার্ত্তভাব এবং মুক্তাবস্থায় হরিদাস্য ভাবের উদয় হয়,—ইহাই বেদের একমাত্র তাৎপর্য্য।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন,—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথ বিদুঃ।
আদ্যন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং যানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥

ভগবান্ নারায়ণের তিনটী পুরুষাবতার। তুরীয় অবস্থায় চতুর্ব্যূহবিশিষ্ট নারায়ণ—সমগ্র বৈকুণ্ঠের অধিপতি। সেখানে মায়ার গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। সেই নারায়ণের অপাশ্রিতা মায়া বিরজার অপর পারে বিক্রমশীলা। মায়া-দ্বারা দেবীধাম-সৃষ্টি-কার্য্যে শ্রীনারায়ণের পুরুষাবতার-সমূহ লক্ষিত হন। আদি পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু—মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারের কারণ। দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী হিরণ্যগর্ভ সমষ্টি-বিষ্ণু ভূমার নাভিনালে গুণাবতার ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া জগৎ সৃষ্টি এবং গুণাবতার রুদ্র উক্ত সৃষ্ট জগৎ ধ্বংস করেন। তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী ভগবান্—ব্যষ্টি-বিষ্ণুরূপে প্রত্যেক জীবাত্মার সেব্যবস্তু। এই তিন পুরুষাবতারের সেবা করিতে পারিলে বদ্ধ স্মার্ত্ত জীব ত্রিগুণমুক্ত হইয়া বৈষ্ণবতা লাভ করেন। বিষ্ণু নিত্যকাল মায়াধীশ; পুরুষাবতারে মায়ার সহিত সংসর্গ হইলেও মায়াবশ জীবের ন্যায় তাঁহার মায়াবাধ্যতা হয় না। ভগবান্ বিষ্ণু ব্যতীত অন্যবস্তু জীবের স্বরূপতঃ বৈষ্ণবতা-সত্ত্বেও

বিষ্ণুমায়ার বশযোগ্যতা আছে। বিষ্ণুপ্রপত্তিক্রমে বৈষ্ণবগণের মায়াবশ-যোগ্যতা-ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। কেবলমাত্র অবৈষ্ণব স্মার্ত্তাদির মায়াবশ-যোগ্যতা ও কর্ম্মফলাধীনতা স্বীকার্য্য।

স্কন্দপুরাণ রেবাখণ্ডে দুর্ব্বাসা-নারদ-সংবাদে,—

নূনং ভাগবতা লোকে লোকরক্ষাবিশারদাঃ
ব্রজন্তি বিষ্ণুনাদিষ্টা হৃদিস্থেন মহামুনে॥
ভগবানেব সর্ব্বত্র ভূতানাং কৃপয়া হরিঃ।
রক্ষণায় চরন্ লোকান্ ভক্তরূপেণ নারদ॥

হে মহামুনে নারদ, লোকরক্ষা-বিদ্যায় বিশারদ ভাগবত-সকল হৃদিস্থিত বিষ্ণু-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন। ভগবান্ হরিই কৃপা-পূর্ব্বক সর্ব্বজীবের রক্ষার্থ ভক্তরূপ ধারণ-পূর্ব্বক বিচরণ করেন।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লীলায় আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও লৌকিক নীতির বাধ্য ভক্তের আচরণ-পালনে রত। তিনি কোন প্রকার লোক-প্রচলিত অবৈধ কার্য্যের প্রশ্রয় না দিয়া ঐ সকল বিধি-বাধ্যতা সাধারণ মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় স্বীকার-পূর্ব্বক রজস্তমঃপ্রকৃতি জীবগণেরও মঙ্গল বিধান করিয়াছেন।

গরুড়পুরাণে,—

কলৌ ভাগবতং নাম দুর্ল্লভং নৈব লভ্যতে।
ব্রহ্মরুদ্রপদোৎকৃষ্টং গুরুণা কথিতং মম॥
যস্য ভাগবতং চিহ্নং দৃশ্যতে তু হরির্মুনে।
গীয়তে চ কলৌ দেবা জ্ঞেয়াস্তে নাস্তি সংশয়ঃ॥

কলিকালে কর্ম্মকাণ্ডীয় বুদ্ধি-প্রভাবে ভাগবতধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অধিকাংশ নির্ব্বোধ জন অগ্রসর হইবেন না; সুতরাং কলিতে শুদ্ধ ভাগবত—দুর্ল্লভ। ভাগবতের পদ—ব্রহ্মা ও রুদ্রপদ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ,—ইহা আমার গুরু-কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। শতজন্ম বর্ণাশ্রমাচার পালন করিলে পুণ্যফলে ব্রহ্মার পদলাভ হয়, কিন্তু বৈষ্ণব-পদ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে মুনে, যে-যে ভক্তের ভাগবতচিহ্ন দেখা যায় এবং মুখে সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তিত হন, কলিকালে তাঁহাদিগকে নিঃসংশয়ে দেবতা জানিবে।

স্কন্দপুরাণ বলেন,—

শ্রীকৃষ্ণস্তবরত্নৌঘৈর্যেষাং জিহ্বা ত্বলঙ্কৃতা।
নমস্যা মুনিসিদ্ধানাং বন্দনীয়া দিবৌকসাম্॥

শ্রীকৃষ্ণস্তবরূপ রত্নসমূহ যে-সকল বৈষ্ণব-মহাত্মার জিহ্বায় অলঙ্কাররূপে শোভা করেন, তাঁহারা সিদ্ধ-তাপস-ব্রাহ্মণ-মুনিগণের প্রণম্য এবং দেবগণের পূজ্য।

কর্ম্মজড়গণের স্মার্ত্ত-বিশ্বাসানুসারে এই সকল উচ্চভাব অতিশয়োক্তি-অলঙ্কার বলিয়া ধারণা হয়। তাহাদের কুকর্ম্ম-ফলেই তাদৃশী ধারণা। বৈষ্ণবাপরাধক্রমে ও তৎফলে বৈষ্ণবের উচ্চমর্য্যাদা বুঝিতে না পারিয়া তাহারা বৈষ্ণবাভিমান ত্যাগ-পূর্ব্বক অন্যকর্ম্মফলাধীনতার বহুমানন করে মাত্র। যেহেতু কর্ম্মিগণ সিদ্ধ-মুনিগণের চরণে নত এবং ত্রিদিববাসিগণের উচ্চ আসন দেখিয়া পূজা করে, অতএব জড়স্পৃহা-বশতঃ তাহাদের হরিভজন বা হরিভক্তের সর্ব্বোত্তমতায় লোভ উদিত হয় না।

আদিপুরাণে,—

বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ।

হে কৌন্তেয়, শ্রীবৈষ্ণবদিগকেই ভজনা কর ; অন্য দেবতার ভজন করিও না। সমস্ত দেবলোকে ও নরলোকে এবং সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে বৈষ্ণবের তুল্য ভজনীয় বস্তু আর কিছুই নাই। যাহারা সকাম কর্ম্মী, তাহারাই বৈষ্ণব-ভজন-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জড় ক্লেশময় সংসারে গৃহব্রত হইয়া বৈষ্ণবের সেবায় উদাসীন থাকে এবং অবৈষ্ণবতার উপলক্ষণগুলিকে অধিক মনে করে। উহাই তাহাদের কর্ম্মফল বা দণ্ড।

হরিজন বা বৈষ্ণব কাঁহারা এবং অবৈষ্ণবের সহিত তাঁহাদের কি প্রভেদ,—এই কথার পরিচয় ও সংজ্ঞা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে হরিজনকাণ্ডে এই প্রমাণাবলী ও ভাবসমূহ উদাহৃত হইল।

জীবাত্মা উপাধি সংগ্রহের পূর্ব্বে অত্যন্ত নির্ম্মল। সেবা-রত-অবস্থা না হইলেও তাঁহার তটস্থধর্ম্মবশতঃ নিরপেক্ষ শান্তরসে অবস্থান নিত্যসিদ্ধ। স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবে তৎকালে তটস্থা-শক্তি-পরিণত জীব ভগবৎসেবায় রুচি প্রদর্শন না করিলেও ভগবৎসেবাময় ধর্ম্ম তাঁহাতে সুপ্তাবস্থায় অন্বয়ভাবে অবস্থিত থাকে ; তদ্‌বিপরীত ব্যতিরেকভাবে ভোগপ্রবৃত্তি তৎকালে তাঁহাতে পরিলক্ষিত না হইলেও হরিসেবায় ঔদাসীন্য এবং ঔদাসীন্যের পরবর্ত্তী সহজ ভোগমূলক বীজ তাঁহাতে অবস্থান করে। তটস্থা শক্তি-পরিণত জীব ভক্তি ও অভক্তি, উভয় বৃত্তিকে স্তব্ধ করিয়া চিরকাল নিরপেক্ষ থাকিতে না পারিলেও তদ্বিপরীত

ধর্ম্ম তাঁহার তট-রেখায় অবস্থান-কালে আলোচ্য হয়। নিদ্রিতাবস্থায় মানব যেরূপ দৃশ্যজগতের আবাহনে দৃশ্যের সান্নিধ্য প্রার্থী না হইয়া দৃশ্যভাবাভাসেই স্বকর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করে, তদ্রূপ ভগবৎ-সেবায় অল্পকাল ঔদাসীন্য দেখাইলেই সুপ্ত নিরপেক্ষ তটস্থা-শক্তির অপরিণামধর্ম্মযুক্ত হইয়া জীবের যে অবস্থান, উহাতে নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্মভাবই অনুস্যূত থাকে। তজ্জন্যই জীব বদ্ধাবস্থায় স্বীয় অস্থির চিত্তের পরিচয় দিতে গিয়া নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্মে আত্ম-স্বরূপের অবস্থান কামনা করে। কিন্তু ভগবানের নিত্যদাস্য ও তাৎকালিক বহির্ম্মুখতা-লাভের যোগ্যতা তাঁহাকে স্থির থাকিতে দেয় না। তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করিয়া ভগবদ্-বৈমুখ্য তাঁহাকে ভোগ্য জগতের প্রভুত্ব বরণ করায়।

ভগবদ্‌বহিরঙ্গা শক্তি মায়া উহার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী বৃত্তিদ্বয় দ্বারা তটস্থা শক্তি-পরিণত জীবকে ভোগ-রাজ্যে প্রলুব্ধ করাইয়া তাঁহার নিকট ভগবৎসেবাবৈমুখ্যের বাস্তবতা সাধন করে। সেইকালে জীব আপনাকে ভোগিরাজ জানিয়া রজো-গুণাধিকারে বিরিঞ্চি-পদবীতে আসীন হইয়া আত্মজগণের উৎপত্তি বিধান করে—সর্ব্বলোক-পিতামহ হইতে পরিণত হইয়া আর্ষ ব্রাহ্মণ-কুলে স্বীয় বিস্তৃতি প্রদর্শন করিতে থাকে। কিন্তু ভেদজগতে জীবসমূহ বহিরঙ্গা শক্তির বশীভূত হইয়া প্রত্যেকেই বিক্ষিপ্ত ও আবৃত হওয়ায় মৎসর স্বভাবের পরিচয় দিতে থাকে। সেই মাৎসর্য্য মদ, মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম সৃষ্টি করিয়া সেবা-বৈমুখ্যের প্রচণ্ড তাণ্ডব-নৃত্য প্রদর্শন করে।

তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা হইতে জাত—এই অভিমান ক্ষীণ হওয়ায় জীব বেদসংজ্ঞিত ভগবদ্বাণী বিস্মৃত হইয়া পড়ে।

আবার উৎক্রান্তদশায় শব্দের অনুশীলনফলে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ-পথে পুনরুদিত হইলে জীবের চিদ্‌বিজ্ঞান লাভ ঘটে। তাহাতে অনর্থ-নিবৃত্তি ও পরম চরমকল্যাণে অবস্থিতি সিদ্ধ হয়।

ইন্দ্রিয়ের পরিচালনাক্রমে নশ্বর বিশ্বের যে ভাবের উদয় হয়, উহাকে 'বিলাস' বলে। ইন্দ্রিয়জজ্ঞান-সংগ্রহে বৈমুখ্য-প্রদর্শনে 'বিরাগে'র আবাহন। হরি-মায়া-মুগ্ধ বদ্ধজীব মায়াদেবীর বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী বৃত্তির বশীভূত হইয়া জড়জগতের তাৎ-কালিক কর্তৃত্ব লাভ করেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সহিত অনুক্ষণ কৃষ্ণস্মৃতিপরায়ণ সাধুগণের সাক্ষাৎকার হইলে ইতর ভোগবিলাস পরিত্যাগমুখে দিব্যজ্ঞানের উদয়ের সম্ভাবনা হয়।

কৃষ্ণবিস্মৃতিক্রমে ইন্দ্রিয়সকলের বিপরীত গতি তাৎকালিক বিরুদ্ধপ্রতিম বলিয়া বিচারিত হইলেও নিত্যবস্তুর সান্নিধ্যে উহাদের অনিত্যতাবাহনরূপ রোগ বিদূরিত হইয়া উহাদের আলিঙ্গন-চেষ্টা বিনষ্ট হয়। তখন তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদাস আন্ধ্র-বিপ্রকুলোৎপন্ন ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শিষ্য শ্রীল গোপাল ভট্টের সঙ্কলিত শ্রীসনাতনানুগ্রহরূপ "হরিভক্তি বিলাসে"র মধ্যে এই শ্লোকটি দেখিতে পান,—

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু-পূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও শ্রীবিষ্ণু-পূজাপরায়ণ ব্যক্তি

অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক 'বৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হন, তদ্ব্যতীত অপরে 'অবৈষ্ণব'।

নিত্য জীবমাত্রেই ভগবদনুকূলে নিত্যচেষ্টাবিশিষ্ট হইলেও নিত্যসেবায় ঔদাসীন্যবশতঃ তিনি মায়াবশযোগ্যতা-বিশিষ্ট। ইন্দ্রিয়জজ্ঞান-দ্বারা বিশ্বের খণ্ডিত বস্তুসমূহ মাপিতে গিয়া দিন দিনই তাঁহার ভোগ-প্রবৃত্তি প্রবর্দ্ধমান হয়। দিব্যজ্ঞানলাভে তাঁহার যোগ্যতা আছে,—এই প্রাক্তনী স্মৃতিও তিনি অনেক স্থলে হারাইয়া ফেলেন। বিক্ষিপ্ত ও আবৃত হইয়া তিনি জগদ্ভোক্তৃত্ব-ক্রমে সদসদ্বিবেকরহিত হন এবং অসত্য—অবাস্তব ব্যাপারকেই সত্য ও নিজানুকূলে ভোগ্য বলিয়া জ্ঞান করেন।

পরম কারুণিক ভগবান্ তাঁহার তটস্থা শক্তি-পরিণত জীবের দুর্ভাগ্যের অপনোদনকল্পে স্বীয় পরমাত্ম-স্বরূপে ও মহান্তগুরুরূপে জীবাত্মস্বরূপ প্রদর্শন করেন। সেই সৌভাগ্যক্রমেই বদ্ধজীব দিব্যজ্ঞানাশ্রয়ের ক্ষীণ-চেষ্টাক্রমে নিজ-ভোগের ও ত্যাগের বিপরীত দিকে ভগবৎসেবায় ন্যূনাধিক রুচিবিশিষ্ট হন। জীবের একমাত্র আশ্রয় দিব্যজ্ঞানলব্ধ নিত্যসেবা-রত শুদ্ধ-জীবাত্মা মুক্ত মহাপুরুষের অনুগ্রহ-লাভে রুচিবিশিষ্ট হইলেই তাঁহার বিলুপ্ত কৃষ্ণদাস্যস্মৃতি পুনঃ প্রকাশিত হয়। এই চেষ্টার ফলে তিনি বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী শক্তির কবল হইতে আত্মত্রাণকামী হইয়া নিজ-মঙ্গল অনুসন্ধান করেন। তৎফলে তাঁহার দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। দিব্যজ্ঞানলাভের ইচ্ছা তাঁহাকে

বিষ্ণুর অনুকূল অনুশীলনে প্রবৃত্ত করায়। সেই অনুশীলনের আদিতে স্বরূপজ্ঞান ও তচ্চেষ্টা, পরে সেবামুখে বিলুপ্তবৃত্তির পুনরাবাহন এবং ফলস্বরূপে ভগবদ্দাস্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠা। তখন আর তাঁহাকে সেবা-বিমুখ অবৈষ্ণব-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হয় না।

ভাগ্যহীন জনগণ গুরুসেবা ও সাধুসেবা-বর্জ্জিত হইয়া অপরাধ-বশতঃ পরমোচ্চ পদবী হইতে অধঃপতিত হন এবং পুনরায় ভোগী হইয়া পড়েন। তাঁহারা তখন আপনাদিগকে 'প্রাকৃত-সহজিয়া' বলিয়া গৌরবান্বিত এবং মায়িক বিচারের অষ্টপাশে আবদ্ধ হন। সেই কালে পঞ্চরাত্রানুকরণে ও ভাগবতানুকরণে ভাগবতগণের 'অনুসরণ' হইতে সম্পূর্ণ পার্থক্য লাভ করিয়া সেই আত্মবঞ্চিত জনগণ অবশেষে বিপথগামী হইয়া পড়েন। এই মিছা-ভক্তগণের সম্বন্ধেই ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম ভক্তসমাজকে অবহিত করিয়াছেন।

মানব প্রাকৃত-সাহজিকধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আপনাকে বৈষ্ণবাভিমানে প্রতিষ্ঠিত করায় "আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং" প্রভৃতি ভাগবত-বাক্যের বিচারানুসারে অধঃপতিত হইলেও ঐ প্রকার বিকৃত জীবনকে বৈষ্ণব-জীবন বলিয়া প্রচার করেন। যদিও শ্রীমন্মহাপ্রভু বর্ণাভিমান ও আশ্রমাভিমানকে প্রকৃতি-জনেরই আরাধ্য বলিয়াছেন, তথাপি সেই ভগবদুপদেশের অসম্মান করায় বদ্ধজীবগণ আপনাদিগকে কর্ম্মফলাধীন অবৈষ্ণব করিয়া তোলেন। মহাপ্রভুর রচিত এই শ্লোক সেই আত্মবিস্মৃত-জনগণের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় না;—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥

(পদ্যাবলী ৬৩ শ্লোক)

আমি শুদ্ধ জীবাত্মা—স্বরূপতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহি; অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, বা সন্ন্যাসী নহি। পরন্তু আমি নিত্যোদীয়মান নিখিল পরমানন্দপূর্ণামৃতসাগর-স্বরূপ গোপীজনবল্লভের শ্রীচরণকমলের দাসানুদাসের দাস-স্বরূপ।

কৃষ্ণদাসাভিমান ক্ষীণ হইলে চতুর্ব্বিধ মুক্তি-প্রাপ্ত জনগণের আত্মবস্তুবোধ-ব্যাপারে পুনরায় বিপদ্ উপস্থিত হয়। সুতরাং হরিজনাভিমান ছাড়িলেই জীব প্রকৃতি-জনের শ্রেণী-বিশেষে তাৎকালিক আত্মগরিমায় প্রতিষ্ঠিত হন। তখন আর তিনি 'হরিজন' থাকিতে পারেন না। হরিভক্তিহীন হরিজনগণ স্বরূপ-বিস্মৃতিক্রমে "সোণার পাথর বাটী" হইয়া প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিজন বা প্রাকৃত-সহজিয়াই হন। অপ্রাকৃত সহজ-ধাম শ্রীবৈকুণ্ঠে তাঁহাদের গতি স্তব্ধ হয়। স্বরূপবিস্মৃত হরিজনগণই প্রকৃতির অতীত শুদ্ধহরিজন ও প্রকৃতিজন অর্থাৎ প্রাকৃত হরিজনের সম্পূর্ণ পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞানের পারদর্শিতার অভাবে অবরবর্ণোৎপন্ন জনগণকেই 'হরিজন' আখ্যা প্রদান করিয়া আপনারা উচ্চকুলোৎপন্নাভিমানে 'প্রকৃতি-জন'রূপে বৃথা কালাতিপাত করেন।

এক্ষণে এই হরিজনের বিভাগ বর্ণিত হইতেছে। 'সাত্বত,' 'ভক্ত,' 'ভাগবত', 'বৈষ্ণব', 'পাঞ্চরাত্রিক', 'বৈখানস', 'কর্ম্মহীন'. প্রভৃতি দ্বাদশপ্রকার বিভাগ ভারতীয় ঐতিহাসিকবর্গ ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে ঐপ্রকার বিভাগ লুপ্ত-প্রায় হইলেও স্থূলতঃ দুইটী বিভাগ প্রবল আছে, দেখা যায়। হরিপরায়ণ জনগণ অর্চ্চন ও ভাব,—এই মার্গদ্বয় এখনও সর্ব্বদা বিচার ও লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। সাত্বত আচার্য্য-চতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীনিম্বাদিত্য—ভাগবতমার্গী, আর শ্রীরামানুজাচার্য্য ও শ্রীবিষ্ণুস্বামী—অর্চ্চনমার্গী পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবাচার্য্য। পরে শ্রীমধ্ব ও শ্রীনিম্বার্ক মহোদয় ভাগবতাচার্য্য হইলেও কনিষ্ঠাধিকারে অর্চ্চন এবং শ্রীরামানুজাচার্য্য নবেজ্যা-কর্ম্মান্তর্গত শ্রীনামকীর্ত্তনাদি স্বীকার করিয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীবিষ্ণুস্বামী বেদান্তভাষ্যকার হইয়াছিলেন। এই চারিজন চারিটী সাম্প্রদায়িকাচার্য্যরূপে অভিষিক্ত হইয়াছেন। এস্থলে শ্রীধর স্বামীর তৃতীয় স্কন্ধের টীকার প্রারম্ভ উদ্ধৃত হইল,—

"দ্বেধা হি ভাগবত-সম্প্রদায়-প্রবৃত্তিঃ। একতঃ সংক্ষেপতঃ শ্রীনারায়ণাদ্-ব্রহ্মনারদাদিদ্বারেণ। অন্যতস্তু বিস্তরতঃ শেষাৎ সনৎকুমার-সাংখ্যায়নাদি-দ্বারেণ।"

বলা বাহুল্য, উপরি-লিখিত বিভাগ-সমূহের সকলেই বৈষ্ণব; যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডে,—

যদ্বিষ্ণূপাসনা নিত্যং বিষ্ণুর্যস্যেশ্বরো মুনে।
পূজ্যো যস্যৈকবিষ্ণুঃ স্যাদিষ্টো লোকে স বৈষ্ণবঃ॥

হে মুনে, যাঁহার বিষ্ণ্বুপাসনা নিত্য, বিষ্ণুই যাঁহার নিত্যপ্রভু এবং একমাত্র পূজ্য ও ইষ্টবস্তু, তিনিই এই পৃথিবীতে 'বৈষ্ণব' বলিয়া খ্যাত।

বস্তুতঃ হরিজনের প্রকার-ভেদ দুইটী মূল রুচির উপর স্থাপিত। পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত-ভেদে হরিজনের বিভাগ যেরূপ আচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই বিচারণীয়।

ভাগবত ১২শ স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় ৫২ শ্লোক—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

সত্যযুগে বিষ্ণুধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞকর্ম্ম ও দ্বাপরে অর্চ্চন,—এই ত্রিবিধ উপাসনা-প্রণালী হইতে যে মঙ্গল উদয় হয়, কলিকালে হরিকীর্ত্তন হইতেই তাহা লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীমদাচার্য্য আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বমুনি মুণ্ডকোপনিষদ্-ভাষ্যে শ্রীনারায়ণ-সংহিতা হইতে যে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া কলির জীবকে ভাগবতমার্গ-গ্রহণের শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা এখানে উদাহৃত হইল,—

দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥

দ্বাপরযুগের অধিবাসিগণ কেবল পঞ্চরাত্র-অবলম্বন-পূর্ব্বক হরিপূজা করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান কলিযুগে সেই দ্বাপরীয়

উপাসনা-প্রণালীর পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র হরিনামদ্বারা ভগবান্ হরির পূজা হইয়া থাকে।

যদিও শ্রীমদানন্দতীর্থ স্বীয় ভাষ্যে উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে পাঞ্চরাত্রিক বিচার-প্রণালীর আবাহন করেন নাই, তথাপি তৎকৃত "অনুব্যাখ্যান" নামক প্রতিবাদি-নিরসন-ভাষ্যে পঞ্চরাত্রের মহিমা অস্বীকৃত হয় নাই। কতিপয় অর্ব্বাচীন ব্যক্তি শ্রীমন্মধ্ব-মুনিকে পাঞ্চরাত্রিক-বিচার-বিরোধী বলিয়া স্থির করেন।

পাঞ্চরাত্রিকগণ—অর্চ্চনমার্গে রুচিবিশিষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবতগণ—কীর্ত্তনপর। শ্রীজীব প্রভু বলেন,—

অর্চ্চনমার্গে শ্রদ্ধা চেৎ, আশ্রিতমন্ত্রগুরুস্তং বিশেষতঃ পৃচ্ছেৎ। যদ্যপি শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবৎ অর্চ্চনমার্গস্যাবশ্যকত্বং নাস্তি, তদ্বিনাপি শরণাপত্ত্যাদীনামেকতরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধেরভিহিতত্বাৎ, তথাপি শ্রীনারদাদিবর্ত্মানুসরদ্ভিঃ * * * * কৃতায়াং দীক্ষায়ামর্চ্চনমবশ্যং ক্রিয়েতৈব॥ * * * * পরদ্বারা তৎসম্পাদনং ব্যবহারনিষ্ঠত্বস্যা-লসত্বস্য বা প্রতিপাদকম্। ততোঽশ্রদ্ধাময়ত্বাদ্ধীনমেব তৎ। * * * মন্ত্রদীক্ষাদ্যপেক্ষা যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদি-সম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্তৎ সঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে কচিৎ কচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি * * * তত্র তত্তদপেক্ষা নাস্তি; রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং—বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্য্যাং বিনৈব হি। বিনৈব ন্যাসবিধিনা জপ-মাত্রেণ সিদ্ধিদা॥ [ভাঃ ৭।৫।২৩ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকা ও ভক্তিসন্দর্ভে]

পাঞ্চরাত্রিক মতাবলম্বিগণের অনুশীলনীয় অর্চ্চনমার্গে যদি কোন সাধক-বৈষ্ণবের শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে তিনি স্বীয়

পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রদাতা গুরুর নিকট বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন। অর্চ্চন ব্যতীতও শরণাপত্তি প্রভৃতি নববিধা ভক্তি-সাধন-প্রণালীর যে-কোন একটি অবলম্বনে পুরুষার্থ-সিদ্ধি কথিত হওয়ায় যদিও শ্রীভাগবত-মতে পাঞ্চরাত্রিকমতবাদীর একমাত্র প্রয়োজনীয় সাধন-প্রথা অর্চ্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই, তথাপি শ্রীনারদ প্রভৃতি পাঞ্চরাত্রিকগণের অনুগমনকারী বৈষ্ণবগণের গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকিলে প্রাপ্ত মন্ত্রদ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চন অবশ্যই করিতে হইবে। অন্য ব্যক্তিদ্বারা অর্চ্চন—ব্যবহার-নিষ্ঠত্বের বা অলসত্বের প্রতিপাদকমাত্র ; সুতরাং পরের দ্বারা সেইরূপ অর্চ্চন-কার্য্য অশ্রদ্ধাময় বলিয়া আদরণীয় নহে। যদিও ভাগবত বৈষ্ণবের পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রদীক্ষাদির অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই, তথাপি স্বভাবতঃ দেহাদি-সম্বন্ধ-হেতু প্রায়শঃ কদর্য্যচরিত্র, চঞ্চলমতি জনগণের তাদৃশ স্বভাব সঙ্কোচ করিবার জন্য শ্রীনারদাদি পাঞ্চরাত্রিক ঋষিগণ-কর্ত্তৃক অর্চ্চনমার্গে কোথাও কোথাও কিছু মর্য্যাদা স্থাপিত হইয়াছে। * * * তথায় তত্তদপেক্ষা নাই ; যথা রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় কথিত হইয়াছে,—হে বিপ্রেন্দ্র! দীক্ষা, পুরশ্চর্য্যা ও ন্যাসবিধি ব্যতীত জপমাত্র দ্বারাই ভগবানের মন্ত্রসমূহ সিদ্ধি প্রদান করে।

ভক্তিসন্দর্ভে—

ততঃ প্রেমতারতম্যেন ভক্তমহত্ত্বতারতম্যং মুখ্যম্। যৈর্লিঙ্গৈঃ স ভগবতঃ প্রিয় উত্তমমধ্যমতাদি-বিবিক্তো ভবতি তানি লিঙ্গানি। তত্রৈব অর্চ্চনমার্গে ত্রিবিধত্বং লভ্যতে। পাদ্মোত্তরখণ্ডোক্তং মহত্ত্বন্তু অর্চ্চনমার্গ-পরাণাং মধ্য এব জ্ঞেয়ম্। তত্র মহত্ত্বং—

তাপাদি পঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।
অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ ॥

মধ্যমত্বং—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম-মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ।

তত্র কনিষ্ঠত্বং—

শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্।
তন্নমস্করণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে ॥

ভাগবতমতে মানসলিঙ্গেন মহাভাগবতং লক্ষয়তি (ভাগবত ১১।২।৪০)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥

অথ মানসলিঙ্গবিশেষেণ মধ্যমভাগবতং লক্ষয়তি (ভাগবত ১১।২।৪৬)—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥

অথ ভগবদ্ধর্ম্মাচরণরূপেণ কায়িকেন কিঞ্চিন্মানসেন চ লিঙ্গেন কনিষ্ঠং লক্ষয়তি (ভাঃ ১১।২।৪৭)—

অর্চ্চায়াং এব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥

তৎপরে প্রেমতারতম্য-দ্বারা ভক্ত-মহত্ত্বের তারতম্য অর্থাৎ উত্তমত্ব, মধ্যমত্ব ও কনিষ্ঠত্ব প্রধানরূপে নিরূপিত হয়। যে-সকল

চিহ্ন-দ্বারা ভগবানের প্রিয়ত্ব, প্রিয়তরত্ব ও প্রিয়তমত্ব বিচারে উত্তম-মধ্যম-কনিষ্ঠত্বাদি বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়, সেই সকলই তারতম্য-নিরূপণের লক্ষণ। পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চনমার্গে ত্রিবিধত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডোক্ত বৈষ্ণব-মহত্ত্বের বিচার পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চনমার্গীগণের মধ্যে জানিতে হইবে।

অর্চ্চনমার্গীয় মহত্ত্ব বা 'মহাভাগবতত্ব' যথা—তাপাদি পঞ্চ-সংস্কারবিশিষ্ট, নবেজ্যাকর্ম্মকারক এবং অর্থপঞ্চকবোধযুক্ত ব্রাহ্মণই 'মহাভাগবত'।

অর্চ্চনমার্গীয় পাঞ্চরাত্রিক 'মধ্যমত্ব': যথা—তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পাঁচটীকে পঞ্চ সংস্কার বলে। এই পঞ্চ সংস্কার অর্চ্চনমার্গীয় পাঞ্চরাত্রিক-বিশ্বাসে 'মধ্যম ভাগবতত্বে'র হেতু।

পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চনমার্গীয় 'কনিষ্ঠত্ব'; যথা—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম,—এই বিষ্ণু-চিহ্ন-চতুষ্টয় নিজের বলিয়া স্বশরীরে ধারণ-পূর্ব্বক অপর তাদৃশ বৈষ্ণবকে নমস্কার করিলে 'কনিষ্ঠতা' সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অতঃপর পাঞ্চরাত্রিক-মত ব্যতীত ভাবমার্গীয় ভাগবত-মতে মানসলিঙ্গদ্বারা 'মহাভাগবতে'র লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। চেতনাচেতন সর্ব্বজীবে অর্থাৎ অন্তরঙ্গা-বহিরঙ্গা শক্তির পরিণামে যিনি পরমাত্ম ভগবানের ভাবসমূহ দর্শন করেন, প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মক চেতনাচেতন সর্ব্বভূতকে ভগবৎ পরমাত্মায় অবস্থিত দেখেন, তিনিই 'মহাভাগবত'। জীব ও ভগবানে অভেদজ্ঞানী নির্ব্বিশেষ মতবাদ গ্রহণ করায় ভাগবতের বিরোধী বলিয়া এই শ্লোকের

লক্ষীভূত বিষয় নহেন। হেতুযুক্ত ও ব্যবধান-সহিত জীব-ব্রহ্ম-ভেদ-জ্ঞান—আত্যন্তিকী ভক্তির বিরোধী হওয়ায় উহা মহা-ভাগবতত্বের বিরোধী। ব্রজদেবীগণের "বনলতাস্তরব আত্মনি" (ভাঃ ১০।৩৫।৯) প্রভৃতি শ্লোক, "নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য" (ভাঃ ১০।২১।১৫) ইত্যাদি শ্লোক এবং "কুররি বিলপসি" (ভাঃ ১০।৯০।১৫) ইত্যাদি শ্লোকোক্ত ভাবই মহাভাগবতত্বের নিদর্শন।

অনন্তর মানসলিঙ্গবিশেষ-দ্বারা 'মধ্যম ভাগবতের' লক্ষণ নিরূপিত হইতেছে,—যিনি ঈশ্বর, ভক্ত, বালিশ ও বিদ্বেষী,—এই চারি বস্তুতে ক্রমান্বয়ে প্রীতি, মৈত্র, কৃপা ও উপেক্ষা আচরণ করেন, তিনিই 'মধ্যম ভাগবত'।

অনন্তর ভগবদ্ধর্ম্মাচরণরূপ কায়িক চিহ্ন-দ্বারা এবং কিঞ্চিন্মানস-ভাবদ্বারা 'কনিষ্ঠত্বে'র লক্ষণ বলিতেছেন,—যিনি শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীহরির শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিমায় অর্চ্চন করিয়া থাকেন এবং ভগবৎ-প্রেমাভাব-বশতঃ ভক্ত-মাহাত্ম্যে অজ্ঞান-জন্য হরিজন বৈষ্ণব অথবা অন্য ব্যক্তিকে তাদৃশ সশ্রদ্ধ পূজার্চ্চন করেন না, তিনি 'প্রাকৃত ভক্ত' বলিয়া কথিত হন। এই স্থানেই "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে" শ্লোক উদ্ধৃত হয়।

প্রভুপাদ শ্রীল জীব গোস্বামী মহোদয় এবং অপরাপর শ্রীশ্রীগৌরপদোপজীব্য বিষ্ণুপাদ আচার্য্যগণ—সকলেই ভাগবত-মতস্থ ভাবমার্গী উপাসক। শ্রীগৌরগণে পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চনবিধির পরিবর্ত্তে ভাবমার্গীয় কনিষ্ঠাধিকারগত অর্চ্চনাদি কিঞ্চিন্মাত্র প্রবেশ করিয়াছে। শ্রীমদাচার্য্য আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমধ্বপাদের

অধস্তন শ্রীলক্ষ্মীপুরী বা শ্রীশ্রীমদ্ বিষ্ণুপাদ মাধবেন্দ্রপুরী মহোদয় বিশুদ্ধ ভাবমার্গী ভাগবতধর্ম্মাবলম্বী। ঐ পুরীপাদ হইতে ভাব-মার্গীয় ভাগবতধর্ম্ম শ্রীচৈতন্যগণে সম্যক্ প্রকাশিত। শ্রীব্যাসরায়, শ্রীরাঘবেন্দ্র যতি, শ্রীবিজয়ধ্বজ প্রভৃতি শ্রীমধ্বমতস্থ আচার্য্যবর্গ এবং উড়ুপীস্থিত কৃষ্ণপুর, পুত্তগী, সোদে, পেজাবর, অঘনাড়ু, কণ্নুর, পলনাড়ু প্রভৃতি মঠ এবং কুদাম্বর, চিক্ক, মনকট্টী প্রভৃতি মঠের অধিনায়কগণ শ্রীমধ্বের ভাগবত-মত স্বীকার করিলেও সকলেই বর্ণাশ্রমপালনপর পাঞ্চরাত্রিক মতাবলম্বী অর্চ্চনমার্গী।

অর্চ্চনমার্গী পাঞ্চরাত্রিকের নবেজ্যাকর্ম্ম শ্রীজীবপাদ এরূপ উদ্ধার করিয়াছেন,—

> অর্চ্চনং মন্ত্রপঠনং যোগো যাগো হি বন্দনম্।
> নামসঙ্কীর্ত্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা॥
> তদীয়ারাধনঞ্চেজ্যা নবধা ভিদ্যতে শুভে।

হে শুভে,—১। অর্চ্চন, ২। মন্ত্রপঠন, ৩। যোগ, ৪। যাগ, ৫। বন্দন, ৬। নামসঙ্কীর্ত্তন, ৭। সেবা, ৮। চিহ্নদ্বারা অঙ্কন, ৯। বৈষ্ণবারাধন,—এই নয়টী ইজ্যার ভেদ।

অর্থপঞ্চকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদ বলেন,—

"উপাস্যঃ শ্রীভগবান্, তৎ পরমং পদং, তদ্দ্রব্যং, তন্মন্ত্রো, জীবাত্মা চেতি পঞ্চতত্ত্বজ্ঞাতৃত্বমর্থপঞ্চকবিত্ত্বম্।"

শ্রীভগবান্ উপাস্য, তাঁহার পরম পদ বৈকুণ্ঠ, তাঁহার দ্রব্য বা তদীয় ভাগবতগণ, তাঁহার মন্ত্র এবং জীবাত্মা,—এই পাঁচটী তত্ত্বের জ্ঞানই অর্থপঞ্চক-জ্ঞান।

শ্রীরামানুজ-শিষ্য 'কূরেশে'র পুত্র 'পরাশর ভট্ট'। পরাশরের শিষ্য 'বেদান্তী' ও অনুশিষ্য 'নম্বুর বরদরাজে'র শিষ্য 'পিল্লাই লোকাচার্য্য'। ইনি 'অর্থপঞ্চক' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার অর্থ-পঞ্চক-নির্ণয় শ্রীজীবপাদের ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে। তিনি জীব-স্বরূপে—নিত্য, মুক্ত, বদ্ধ, কেবল ও মুমুক্ষু—এই পঞ্চভেদ; ঈশ্বর-স্বরূপে—পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চাবতার—এই পঞ্চভেদ; পুরুষার্থ-স্বরূপে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আত্মানুভব ও ভগবদনুভব—এই পঞ্চভেদ; উপায়-স্বরূপে—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রপত্তি ও আচার্য্যাভিমান—এই পঞ্চভেদ এবং বিরোধি-স্বরূপে—স্বরূপ-বিরোধী, পরতত্ত্ব-বিরোধী, পুরুষার্থ-বিরোধী, উপায়-বিরোধী ও প্রাপ্য-বিরোধী—এই পঞ্চভেদ বিচার-পূর্ব্বক পঞ্চার্থে পঞ্চবিংশতি অর্থ করিয়াছেন।

ভারতের দক্ষিণাপথের মধ্যযুগীয় পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবধর্ম্ম বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অন্তরালে ন্যূনাধিক প্রবেশ করিয়াছে। পাঞ্চরাত্রিকদিগের ন্যায় শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের বংশপরম্পরা অর্চ্চনমার্গোপদেশপরায়ণ হইয়া কদাচিৎ ক্বচিৎ শুদ্ধভাবে, প্রায়শঃ বিকৃতভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্য বিস্তার করিতেছেন। শ্রীরামানুজীয় গৃহস্থ আচার্য্য স্বামীদিগের ন্যায় গৌড়ীয় গৃহস্থ আচার্য্যগণ 'গোস্বামী' উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্মের প্রচারোদ্দেশে যে বিশুদ্ধ ভাবমার্গ সামাজিকতা হইতে পৃথক্ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, কালপ্রভাবে উহা ক্ষুণ্ণ হইয়া পাঞ্চরাত্রিকের শাখামাত্রে

পরিণত হইতে চলিয়াছে; তাহা শ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রচার্য্য বিষয় নহে।

শ্রীরামানুজীয় বা শ্রীমাধ্বসমাজ যেরূপ পঞ্চোপাসক শাঙ্কর-সমাজ হইতে পার্থক্য লাভ করিয়াছেন, উত্তর ভারতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ সেরূপ পঞ্চোপাসক হইতে পৃথক্ থাকিতে অক্ষম হইয়া বৈষ্ণব-বিরোধী সামাজিকগণের দাস্য করিতেছেন। বাস্তবিক ভাবমার্গে যে অর্চ্চনাদির ব্যবস্থা দেখা যায়, উহা ঠিক পাঞ্চরাত্রিকদিগের সম্মত নহে। ভাগবতীয় ভাবমার্গের কনিষ্ঠাধিকার পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চনমার্গের মহাভাগবতাধিকার হইতে একটুকু পৃথক্ হইলেও উহা প্রায়ই একার্থ-প্রতিপাদক। প্রাকৃতভক্তাধিকার উন্নত হইয়াই ভাগবতমার্গীয় মধ্যমাধিকার লাভ হয়। আবার মধ্যমাধিকারের উন্নতিক্রমে মহাভাগবত-পরমহংসাধিকার লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ মহাভাগবত-অধিকার জানাইবার জন্য ভাগবতীয় (১১।২।৪৮-৫৫) আটটী পদ্য উদ্ধার করিয়াছেন,—

> গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
> বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥

প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট কনিষ্ঠাধিকারী যে-প্রকার ইন্দ্রিয়দ্বারা অর্থ বা বিষয়সমূহ ভোগ করেন, সেই প্রকার প্রাকৃতভোগবুদ্ধি-রহিত হইয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা অর্থগ্রহণসত্ত্বেও যিনি মায়াশক্তির বিচিত্রতা দর্শন-পূর্ব্বক কোন বিষয়ে বিদ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা

করেন না, তিনি ভাগবতোত্তম। এই পরিচয়টি কায়িক ও মানসিক ভাবের সম্মিলন।

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ॥

যিনি হরিস্মরণ-দ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি,—এই পাঁচটী বস্তুর জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণারূপ ক্লেশময় সংসারধর্ম্মে আসক্ত হন না, তিনি মহাভাগবত।

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥

যাঁহার চিত্তে কাম-কর্ম্মবীজের উদ্ভব হয় না, যিনি একমাত্র ভগবানের সেবায় অধিষ্ঠিত ও আশ্রিত হইয়া প্রশান্তচিত্ত, তিনি প্রধান বৈষ্ণব।

ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহম্ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥

[এই শ্লোকের অনুবাদ ৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥

যাঁহার বিত্তে ও দেহে স্বীয় ও পর-ভেদ নাই, সর্ব্বভূতে সমতা ও শান্তি বিরাজমান, তিনি মহাভাগবত।

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥

অজিতাত্ম দেবগণের অনুসন্ধানার্হ ভুবনত্রয়ের প্রাপ্তিলোভেও যাঁহার মতি কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে লবনিমিষার্দ্ধের জন্যও বিচলিত হয় না, তিনি বৈষ্ণবপ্রধান।

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রি শাখা-নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ॥

সূর্য্যকিরণ-তপ্ত ব্যক্তি যেরূপ উদিত চন্দ্রের কিরণে ক্লেশবোধ করে না, তদ্রূপ ভগবানের প্রবলশক্তিশালী পদশাখাদ্বয়ের নখ-মণি-জ্যোৎস্নাদ্বারা যাঁহার হৃদয়ের তাপ দূর হইয়াছে, তাঁহার পুনরায় দুঃখ কি প্রকারে হইবে? এরূপ ব্যক্তি মহাভাগবত।

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ হরিরবশাদভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥

অবশতা-ক্রমেও যাঁহার নাম উচ্চারিত হইলে সমগ্র পাপ বিনষ্ট হয়, যিনি স্বীয় হৃদয়ে প্রণয়রসনা-দ্বারা যে ভগবৎপাদপদ্ম সর্ব্বদা আবদ্ধ করিয়াছেন, সেই সাক্ষাৎ হরি যাঁহার হৃদয়কে কখনও পরিত্যাগ করেন না, তিনিই মহাভাগবত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৮৪ অধ্যায়ে বৈষ্ণবের যে তারতম্য নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহা অর্চ্চনমার্গীয় পাঞ্চরাত্রিক মতের বিভাগ বলা যায় না।

বৈষ্ণবোত্তমতা, যথা—

তৃণশয্যারতো ভক্তো মন্নামগুণকীর্ত্তিষু।
মনো নিবেশয়েত্ত্যক্ত্বা সংসারসুখকারণম্॥
ধ্যায়তে মৎপদাব্জঞ্চ পূজয়েদ্ভক্তিভাবতঃ।

সর্ব্বসিদ্ধং ন বাঞ্ছন্তি তেঽণিমাদিকমীপ্সিতম্ ॥
ব্রহ্মত্বমমরত্বং বা সুরত্বং সুখকারণম্।
দাস্যং বিনা ন হীচ্ছন্তি সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্ ॥
নৈব নির্ব্বাণমুক্তিঞ্চ সুধাপানমভীপ্সিতম্।
বাঞ্ছন্তি নিশ্চলাং ভক্তিং মদীয়ামতুলামপি ॥
স্ত্রীপুংবিভেদো নাস্ত্যেবং সর্ব্বজীবেষ্বভিন্নতা।
ক্ষুৎপিপাসাদিকং নিদ্রাং লোভমোহাদিকং রিপুম্ ॥
ত্যক্ত্বা দিবানিশং মাঞ্চ ধ্যায়তে চ দিগম্বরঃ ॥

মধ্যম বৈষ্ণবতা, যথা—

নাসক্তঃ কর্ম্মসু গৃহী পূর্ব্বপ্রাক্তনতঃ শুচিঃ।
করোতি সততং চৈব পূর্ব্বকর্ম্মনিকৃন্তনম্ ॥
ন করোত্যপরং যত্নাৎ সঙ্কল্পরহিতশ্চ সঃ।
সর্ব্বং কৃষ্ণস্য যৎকিঞ্চিন্নাহং কর্ত্তা চ কর্ম্মণঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা সততং চিন্তয়েদিতি ॥

কনিষ্ঠ বৈষ্ণবতা, যথা—

ন্যূনভক্তশ্চ তন্ন্যূনঃ স চ প্রাকৃতিকঃ শ্রুতৌ।
যমং বা যমদূতং বা স্বপ্নে স চ ন পশ্যতি ॥
পুরুষাণাং সহস্রঞ্চ পূর্ব্বভক্তঃ সমুদ্ধরেৎ।
পুংসাং শতং মধ্যমঞ্চ তচ্চতুর্থঞ্চ প্রাকৃতঃ ॥

আমার ভক্ত সংসারসুখকারণ ত্যাগ করিয়া তৃণশয্যারত হইয়া আমার নাম-গুণ-কীর্ত্তি-বিষয়ে মনোভিনিবেশ করেন, ভক্তিভাবে আমার পাদপদ্ম হৃদয়ে পূজা করেন, তাঁহারা কমনীয় অণিমাদি সর্ববসিদ্ধি কিছুই বাঞ্ছা করেন না; সুখের কারণ

দেবত্ব, অমরত্ব বা ব্রহ্মত্বের অভিলাষী নহেন; আমার দাস্য ব্যতীত সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয়ও ইচ্ছা করেন না; বাঞ্ছিত-সুধাপান ও নির্ব্বাণ-মুক্তি চান না। তাঁহারা কেবলমাত্র মৎসম্বন্ধিনী অতুলা নিশ্চলা ভক্তি প্রার্থনা করেন। তাঁহাদের জড় স্ত্রী-পুরুষ-ভেদজ্ঞান নাই এবং সকল প্রাণীতেই অভেদ-বুদ্ধি। ক্ষুধা-পিপাসা প্রভৃতি এবং নিদ্রা ও লোভ-মোহাদি রিপুসমূহ ত্যাগপূর্ব্বক অহর্নিশ বস্ত্রহীন হইয়া তাঁহারা আমাকে ধ্যান করেন। ইহাই উত্তম বৈষ্ণবের লক্ষণ।

মধ্যম বৈষ্ণব—পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলে শুচি; তিনি গৃহে থাকিয়া কর্ম্মে আসক্ত হন না। যাহা কিছু করেন, তাহা দ্বারা সর্ব্বদা পূর্ব্বকর্ম্মের ক্ষয় করেন মাত্র। তিনি সঙ্কল্প-রহিত এবং যত্নপূর্ব্বক কোন কর্ম্ম সঞ্চয় করেন না। 'যাহা কিছু, সকলই কৃষ্ণের এবং আমি কোন কর্ম্মের কর্ত্তা নহি'—কার্য্যে, মনে ও বাক্যে এরূপ বিশ্বাস করেন।

কনিষ্ঠ বৈষ্ণব—মধ্যম বৈষ্ণব অপেক্ষা ন্যূন; তিনি হরিকথার শ্রবণ-বিষয়ে প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট, তিনিও স্বপ্নে যম বা যমদূত দর্শন করেন না।

উত্তম ভাগবত সহস্র পুরুষ, মধ্যম ভাগবত শতপুরুষ এবং কনিষ্ঠ ভাগবত চারিপুরুষ-মাত্র উদ্ধার করিতে সমর্থ হন।

যদিও পাঞ্চরাত্রিক-বৈষ্ণবগণের তারতম্য-বিচারে গৌণ-ভক্তির ছায়া দেখা যায়, তথাপি তাঁহাদের উন্নতি-ক্রমে ক্রমশঃ ভাগবতাধিকার হইবে। ভাগবত-মতে বিশুদ্ধ, অহৈতুকী

নিষ্কিঞ্চনা ভক্তিই স্বীকৃত হইয়াছে। 'ঐকান্তিক' প্রভৃতি শব্দ পাঞ্চরাত্রিকগণও ব্যবহার করিয়া থাকেন, সত্য ; কিন্তু তাঁহাদের উপাসনা-প্রণালীতে কর্ম্ম ও জ্ঞানের সাহায্য গৃহীত হওয়ায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রচারিত শুদ্ধভক্তির সহিত উহার তুলনা হইতে পারে না।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় শ্রীজীবগোস্বামি-রচিত তত্ত্বসন্দর্ভের টীকায় শ্রীমধ্বাচার্য্যের তত্ত্ববাদ-শাখাস্থ দক্ষিণাদি-দেশীয় বৈষ্ণব-মতের সহিত যে ভেদ-চতুষ্টয় লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা এই,—

"ভক্তানাং বিপ্রাণামেব মোক্ষঃ, দেবাঃ ভক্তেষু মুখ্যাঃ, বিরিঞ্চস্যৈব সাযুজ্যং, লক্ষ্ম্যা জীবকোটিত্বমিত্যেবং মতবিশেষঃ দক্ষিণাদিদেশেতি, তেন গৌড়েঽপি মাধবেন্দ্রাদয়স্তদুপশিষ্যাঃ কতিচিদ্বভূবুরিত্যর্থঃ।"

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বিশ্বাসের প্রতিকূলে দক্ষিণদেশে যে মাধ্ব-মত প্রচলিত ছিল, তাহাতে বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই চারিটী মতবিশেষ লক্ষ্য করেন,—ভক্ত ব্রাহ্মণেরই মোক্ষ, ভক্তগণের মধ্যে দেবগণই প্রধান, ব্রহ্মার সাযুজ্য এবং লক্ষ্মীদেবীর জীব-কোটির অন্তর্ভুক্তত্ব। গৌড়দেশে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি অনেক জন মধ্বাচার্য্যের প্রেমভক্তিশাখার অধস্তন হইয়াছিলেন।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তত্ত্ববাদশাখায় শ্রীমধ্বাচার্য্য মহোদয়ের দক্ষিণদেশীয় শিষ্যের মধ্যে বিজয়ধ্বজ ও ব্যাসতীর্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীপাদ জয়তীর্থ হইতে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের প্রেমভক্তির কথা বলিয়াছেন। আবার

শ্রীপাদ জয়তীর্থের শিষ্য বিদ্যাধিরাজ, তাঁহার শিষ্য রাজেন্দ্রতীর্থ, তাঁহার শিষ্য বিজয়ধ্বজ ত্রয়োদশ শকশতাব্দীর শেষভাগে অভ্যুদিত হন। বিজয়ধ্বজের শিষ্য পুরুষোত্তম, তৎশিষ্য সুব্রহ্মণ্য ও তাঁহার শিষ্য ব্যাসতীর্থ; ইঁহার অভ্যুদয়-কাল—১৪৭০-১৫২০ শকাব্দ, সুতরাং ইনি শ্রীজীবগোস্বামীর সম-সাময়িক।

শ্রীমহাপ্রভুর মতে ঐ প্রকার তত্ত্ববাদ বা পাঞ্চরাত্রিক-মত স্বীকৃত হয় নাই। তিনি ভাগবত-মার্গই উপদেশ দিয়াছেন। ১৪৩৩ শকাব্দায় যে-কালে চতুর্দ্দশভুবনবন্দ্য গোলোকপতি শ্রীগৌরসুন্দর ম্যাঙ্গেলোর জিলায় উড়ুপী-গ্রামে মূল মধ্বমঠে গমন করেন, তৎকালে তথাকার শ্রীমধ্বাচার্য্য রঘুবর্য্যতীর্থ মঠাধিপ ছিলেন। সেই প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৯ম পরিচ্ছেদ-পাঠে আমরা এরূপ জানিতে পারি,—

তত্ত্ববাদী-আচার্য্য—সব শাস্ত্রেতে প্রবীণ।
তাঁরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন॥
"সাধ্য-সাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্য-সাধন-শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে॥"
আচার্য্য কহে,—"বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ 'সাধন'॥
'পঞ্চবিধ মুক্তি' পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন।
'সাধ্য-শ্রেষ্ঠ' হয়,—এই শাস্ত্র-নিরূপণ॥"
প্রভু কহে,—"শাস্ত্রে কহে 'শ্রবণ'-'কীর্ত্তন'।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা-ফলের 'পরম-সাধন'॥

শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণে হয় 'প্রেমা'।
সেই পঞ্চম পুরুষার্থ—পুরুষার্থের সীমা ॥
কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ, সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥
পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি' 'মুক্তি' দেখে নরকের সম ॥
মুক্তি, কর্ম্ম,—দুই বস্তু ত্যজে' ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ' তুমি 'সাধ্য', 'সাধন' ॥"
প্রভু কহে,—"কর্ম্মী, জ্ঞানী, দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥"

শ্রীচরিতামৃত অন্ত্য ৫ম পরিচ্ছেদে—

আর এক 'স্বভাব' গৌরের শুন, ভক্তগণ!
গূঢ় ঐশ্বর্য্য-স্বভাব করে প্রকটন ॥
সন্ন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্ব নাশ।
নীচ-শূদ্র-দ্বারা করেন ধর্ম্মের প্রকাশ ॥
'ভক্তি', 'প্রেম', 'তত্ত্ব' কহে রায়ে করি' 'বক্তা'।
আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র-সহ হয় 'শ্রোতা' ॥
হরিদাস-দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশ।
সনাতন-দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাস ॥
শ্রীরূপ-দ্বারা ব্রজের রস-প্রেম-লীলা।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ?

কেবল যে সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণ সময়-সময় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডীয় সাধনগুলিকে ভ্রম-ক্রমে শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি

সাধন-ভক্তির সহিত তুলনা করেন, তাহা নহে ; অবৈষ্ণব ভাগবত-বিরুদ্ধ-সম্প্রদায়গণও আপনাদের নিজ-নিজ কুমত ও সংসারবন্ধনযোগ্য কৌশলগুলিকেই 'বৈষ্ণবতার সাধন' জ্ঞান করেন। তাঁহারা নিজ-নিজ-বিচারমতে 'বৈষ্ণব'-সংজ্ঞা গ্রহণ করিলেও নিরুপাধিক বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে সোপাধিক জানেন। শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদ এই শ্রেণীর কতকগুলি বৈষ্ণব-সংজ্ঞা ভক্তিসন্দর্ভে উদ্ধার করিয়াছেন,—

স্কান্দে,—

ধর্ম্মার্থং জীবিতং যেষাং সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনম্।
পচনং বিপ্রমুখার্থং জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা নরাঃ॥

বিষ্ণুপুরাণে,—

ন চলতি নিজবর্ণধর্ম্মতো যঃ সমমতিরাত্মসুহৃৎ বিপক্ষপক্ষে।
ন হরতি ন চ হন্তি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ স্থিতমনসং তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্॥

পাদ্মে,—

জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থে ধর্ম্মো হর্য্যর্থ এব চ।
অহোরাত্রাণি পুণ্যার্থং তং মন্যে বৈষ্ণবং জনম্॥

বৃহন্নারদীয়ে,—

শিবে চ পরমেশানে বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি।
সমবুদ্ধ্যা প্রবর্ত্তন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥

স্কান্দে—কর্ম্মিগণের মতে যাঁহাদিগের জীবন ধর্ম্মের জন্য, মৈথুন সন্তানোৎপত্তির জন্য এবং পাককার্য্য বিপ্রমুখ্যের জন্য, তাঁহারাই বৈষ্ণব।

বিষ্ণুপুরাণে—বিষ্ণুর আজ্ঞা মনে করিয়া যাহা কৃত হয়, তৎকার্য্যকারক বৈষ্ণব। যিনি নিজের বর্ণ ও আশ্রমগত ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন না, যিনি নিজের বন্ধু ও শত্রু—সকলের পক্ষেই সমবুদ্ধিবিশিষ্ট, যিনি কিছুই হরণ অথবা বিনাশ করেন না, সেই অতি স্থিরবুদ্ধিজনই বিষ্ণুভক্ত।

কর্ম্মার্পণে বৈষ্ণবত্ব ; যথা পাদ্মে—যাঁহার জীবন ধর্ম্মের জন্য এবং ধর্ম্ম ভগবানের জন্য ও অহোরাত্র পুণ্যের জন্য ব্যয়িত হয়, তাঁহাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জানি।

শৈবগোষ্ঠি-মধ্যে উত্তম ভাগবতের লক্ষণ ; যথা বৃহন্নারদীয়ে—পরমেশান শিব ও পরমাত্মা বিষ্ণু,—এই দুই দেবকে সমবুদ্ধি করিতে যাঁহারা প্রবৃত্ত, তাঁহারা মহাভাগবত।

এই শ্রেণীর নানাপ্রকার বাক্য বিদ্ধভক্তভেদ ও শুদ্ধভক্তি-বিজ্ঞানহীনজনের উপযোগি-শাস্ত্রে কথিত আছে। বাস্তবিক নিষ্কিঞ্চন অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত গুণজাত জগতের অন্তর্গত অশুদ্ধভক্তি বা সকাম কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তৎ-সমস্ত পরিণামশীল, ক্ষণস্থায়ী ও হেয়তাপূর্ণ। যথেচ্ছাচারী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী,—এই ত্রিবিধ শ্রেণীর মধ্যে তাঁহাদের রুচির অনুকূলে শ্রেষ্ঠতা আরোপ-পূর্ব্বক যে-সকল বৈষ্ণবতার বা ভক্তির কল্পনা হয়, তাহা অবৈজ্ঞানিক ও অদূরদর্শি-বিচারপূর্ণ এবং শুদ্ধভক্তি হইতে বহুদূরে অবস্থিত অজ্ঞানের ফলমাত্র।

শ্রীমহাপ্রভুর হৃদয়ের ধন, অলৌকিক অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য-পর্ব্বত, শ্রীবিষ্ণুপাদ প্রভুবর শ্রীশ্রীমদ্ রঘুনাথদাস গোস্বামীর

পরিচয়ের উল্লেখে ভুবনপাবন ভগবান্ স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, শ্রীচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে সেই কথাগুলি হৃদয়পটে স্বভাবতঃই উদিত হয়,—

ইঁহার বাপ-জ্যেঠা বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি' মানে' বিষয়-বিষের মহাপীড়া॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে, ব্রাহ্মণের সহায়।
'শুদ্ধবৈষ্ণব' নহে, 'বৈষ্ণবের প্রায়'॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা-অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায়,—যা'তে হয় ভববন্ধ॥

অনেকে বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করিতে গিয়া 'বৈষ্ণবপ্রায়'কে 'বৈষ্ণব' বলিয়া নিরূপণ-পূর্ব্বক ভ্রমে পতিত হন। বিষয়ী কর্ম্মী কখনও শুদ্ধবৈষ্ণব-বিভাগের অন্তর্গত নহেন। বিচক্ষণ ভক্তিশাস্ত্রদর্শী মহাত্মগণ তাঁহাদের বৈষয়িক-চেষ্টা সন্দর্শন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণবপ্রায়' অভিধানে সংজ্ঞিত করেন; কখনও ভ্রমক্রমেও বৈষ্ণব-মর্য্যাদা দেন না। স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আমরা বৈষ্ণবের আচরণ ও ব্যবহারাদির বিষয় আলোচনা করিব বলিয়া এখানে অধিক বলিতেছি না।

ভাগবত-বৈষ্ণবের বিভাগ আলোচনা করিতে করিতে আমরা এক্ষণে বৈষ্ণবতার তারতম্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি। যথেচ্ছাচার, কর্ম্ম ও জ্ঞান-দ্বারা আবৃত প্রাকৃত ভাব ত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণরুচির অনুকূলে অনুশীলনকেই শুদ্ধা ভক্তি বলে। তাহাই যাঁহার হৃদয়ের স্বভাব, তিনিই শুদ্ধভক্ত। সেই ভাগবতগণের

মহত্ত্ব-বিচার পূর্ব্বেই শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীমহাপ্রভুর অভিন্নহৃদয় প্রিয়বর সেবক শ্রীশ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামি-প্রভুপাদ 'উপদেশামৃত' নামক স্বীয় প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তই শুদ্ধবৈষ্ণবের একমাত্র পালনীয়।

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা ॥

শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে আগম-প্রমাণানুসারে বলেন,—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥

যে অনুষ্ঠান হইতে অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় এবং পাপের সম্যক্ ক্ষয় হয়, তত্ত্বকোবিদ পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক সেকারণে তাহাই 'দীক্ষা' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে।

যে গুরু মন্ত্রপ্রদান-পূর্ব্বক প্রাকৃত জ্ঞানের পরিবর্ত্তে চিন্ময় অনুভূতি প্রদান করিয়া জড়ীয় পাপরূপ অবৈধচেষ্টা-সমূহ নিরাস করিতে সমর্থ, তিনিই দীক্ষাদাতা এবং তদাশ্রিত ব্যক্তিই দীক্ষিত। ভক্তাধিরাজ নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসপ্রভু যে ভাগবতী দীক্ষার প্রসঙ্গ মায়াদেবীকে উপদেশ করেন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্য তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাহার এরূপ উল্লেখ আছে,—

'সংখ্যানাম-কীর্ত্তন'—এই মহাযজ্ঞ মন্যে।
ইহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে ॥

যাবৎ সমাপ্তি নহে, না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন-সমাপ্তি হৈলে দীক্ষার বিশ্রাম॥

নামযজ্ঞের যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণত্ব না হইলে কৃষ্ণনাম উদিত হন না। শৌক্র বা সাবিত্রজন্ম ব্যতিরেকেও ঠাকুর হরিদাসপ্রভু দৈক্ষ-ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়াছেন,—

কোটিনামগ্রহণ-যজ্ঞ করি এক মাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি, হৈল আসি' শেষে॥

যে লব্ধদীক্ষের মুখে কৃষ্ণনাম শুনিতে পাওয়া যায়, সেই কনিষ্ঠ ভাগবতকে মধ্যম ভাগবত মনে-মনে আদর; কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের সহিত যিনি প্রাকৃত কনিষ্ঠাধিকার ত্যাগপূর্ব্বক অপ্রাকৃত তত্ত্ববুদ্ধিতে ভগবদ্ভজন করেন, সেই মধ্যম ভাগবতকে প্রণতিদ্বারা আদর অর্থাৎ তাঁহার আনুগত্য; আর ভগবদ্ভজন করিতে করিতে সর্ব্বদা অপ্রাকৃত অনুভূতিক্রমে যিনি প্রাকৃত হরিবিমুখ ভাব একেবারেই বুঝিতে না পারিয়া হরিবিদ্বেষীরও গর্হণ করেন না, সেই মহাভাগবতকে নিজ-বাঞ্ছিত সঙ্গাদর্শ জানিয়া শুশ্রূষা-দ্বারা সমাদর করিবেন।

যিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, সেই বৈষ্ণবের জড়াহঙ্কার নাই। শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর উদ্ধৃত পাদ্মবচন এই—

অহঙ্কৃতির্ম্মকারঃ স্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ।
তস্মাত্তু নমসা ক্ষেত্রি-স্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতে॥
ভগবৎপরতন্ত্রোঽসৌ তদায়ত্তাত্মজীবনঃ।
তস্মাৎ স্বসামর্থ্যবিধিং ত্যজেৎ সর্ব্বমশেষতঃ॥

ঈশ্বরস্থ তু সামর্থ্যাৎ নালভ্যং তস্থ বিদ্যতে।
তস্মিন্ ন্যস্তভরঃ শেতে তৎ কর্ম্মৈব সমাচরেৎ॥

ভগবন্নাম—সাক্ষাৎ ভগবান্। সেই ভগবানে আনুগত্য-জ্ঞাপিকা ভক্তিবৃত্তিতে 'নমঃ'-শব্দযোগেই ভগবন্মন্ত্র। 'ম'কার শব্দে—প্রাকৃত অহঙ্কার এবং উহার নিষেধের জন্য 'ন'কার। ভগবদানুগত্যে জড়াহঙ্কার-ত্যাগের উদ্দেশপর 'নমঃ'-শব্দের প্রয়োগ। যাহার দেহরূপ ক্ষেত্র আছে, সেই ক্ষেত্রাধিপই জীব-শব্দ-বাচ্য। নমঃ-শব্দের প্রয়োগ-দ্বারা সেই জীবের জড়াভিনিবেশরূপ স্বতন্ত্রতা নিবারিত হইতেছে।

ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব শ্রীভগবানের অধীন অর্থাৎ তাঁহার জীবন—ভগবানের সম্পূর্ণ আয়ত্ত। সেজন্য বৈষ্ণব নিজ-শক্তির প্রয়োগ ও বিধি,—সমস্তই অশেষভাবে পরিত্যাগ করিবেন।

ভগবানের অনন্তশক্তি-প্রভাবে ভগবদ্ভক্তের অলভ্য কিছুই নাই। ভক্ত সেই ভগবানে সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিয়া ভগবৎ-সেবাই সম্যগ্‌রূপে আচরণ করিবেন।

শাস্ত্রে সিদ্ধমন্ত্র-পরমার্থি-জনের নিকটই দীক্ষাগ্রহণ-বিধি উপদিষ্ট। যিনি জাতি-মাহাত্ম্য ও অর্থলোভ প্রভৃতি অহঙ্কারে আবদ্ধ, সেই অসিদ্ধজনের নিকট অপ্রাকৃত জ্ঞান-লাভের সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য ব্যবহারিক প্রাকৃতাহঙ্কারী গুরু-ব্রুবকে বর্জ্জন-পূর্ব্বক প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈষ্ণব-গুরুর নিকটই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি-জনগণ দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। প্রাকৃত অহঙ্কার প্রবল থাকিলে জড়মত্ততাক্রমে অপ্রাকৃত বৈষ্ণবজনের প্রতি

বিদ্বেষ স্বাভাবিক। বৈষ্ণববিদ্বেষী গুরুব্রুবকে অবৈষ্ণব জানিয়া পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। উহা না করিলে প্রত্যবায় হয় এবং ভক্তি-পথ লঙ্ঘিত হইয়া থাকে। শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু ভগবদ্-ভক্তের ভক্তিপালন-সম্বন্ধে এইরূপই আদেশ করিয়াছেন,—

"বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব—"গুরোরপ্যবলিপ্তস্যে"তি স্মরণাৎ। তস্য বৈষ্ণবভাবরাহিত্যেনাবৈষ্ণবতয়া "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন" ইতিবচনবিষয়ত্বাচ্চ। যথোক্তলক্ষণস্য শ্রীগুরোরবিদ্যমানতায়াস্তু তস্যৈব মহাভাগবতস্যৈকস্য নিত্যসেবনং পরমং শ্রেয়ঃ।"

গুরুব্রুব বৈষ্ণববিদ্বেষী হইলে "গুরোরপ্যবলিপ্তস্য" * শ্লোক স্মরণ করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। সেই গুরুব্রুবের বৈষ্ণবতার অভাব; সুতরাং অবৈষ্ণবতা-দ্বারা উহার গুরুত্ব থাকিতে পারে না, জানিবে। নিত্যমঙ্গলেচ্ছু ভক্ত তাদৃশ গুরুব্রুবকে "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ" § বচনের বিষয় জানিয়া তাহাকে বিদায় দিবেন। উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট শ্রীগুরুদেবের অবর্ত্তমানতায় তাদৃশ কোন এক মহাভাগবতের নিত্য সেবন করাই পরম শ্রেয়ঃ।

---

* গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥ (মঃ ভাঃ উদ্যোগপর্ব্ব ১৭৯।২৫)

অর্থাৎ ভোগ্যবিষয়লিপ্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেক-রহিত মূঢ় এবং শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ইতর-পন্থানুগামী ব্যক্তি নামে-মাত্র গুরু হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি।

§ অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪৪)

অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করিলে নরক গমন হয়। অতএব যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণব-গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

বৈষ্ণব-নিন্দক কখনই হরিপরায়ণ হইতে পারে না। কৃষ্ণের অভক্ত জন দুরাচার-প্রভাবে বিষ্ণুজন হইতে পারে না। বৈষ্ণব সর্ব্বদা নিজ-যূথে থাকিয়া নিজ-প্রভু ভগবান্ এবং তদ্ভক্তের কথার কীর্ত্তন-শ্রবণে দিন যাপন করিবেন, নতুবা কুসঙ্গফলে তাঁহার নিজ-স্বরূপে অপ্রাকৃত হরিজনবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া ভোগ্য প্রাকৃত ধনী, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণাদি জড়াহঙ্কার প্রবল হইবে।

শ্রীসনাতন-শিক্ষায় স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবের বৈষ্ণবত্ব লোপ পাইবার বিষয়ে দুইটী মূল কথা বলিয়াছেন; তন্মধ্যে কোন একটী নিষেধ পরিত্যাগ করিলে সাধক-জীব আর হরিজন থাকিতে পারেন না। কর্ম্মকাণ্ডীয় সদাচার লুপ্ত হইলে প্রাকৃত অভিমানসমূহ জীবকে পরিত্যাগ করে। যেরূপ ব্রাহ্মণাচার ও বৃত্তিরাহিত্যে বিপ্রের শূদ্রতা বা অন্ত্যজতা-লাভ ঘটে, তদ্রূপ হরিজনের কৃষ্ণভক্তির ব্যাঘাত হইলে ও জড়াভিনিবেশক্রমে যোষিৎসঙ্গ-প্রভাবে বৈষ্ণবতা হইতে বিচ্যুতি ঘটিলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থানকেই প্রধান মনে হয়।

শ্রীচরিতামৃত মধ্য ২২শ অধ্যায়ে—

অসৎসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু,—কৃষ্ণাভক্ত আর॥

*   *   *

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক-শরণ॥

*   *   *

বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥
অজ্ঞানে হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তাঁরে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত॥
জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি—ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ॥

বৈষ্ণবাভিমানের ব্যাঘাতকারী—আদৌ স্ত্রীসঙ্গ। স্ত্রীসঙ্গ দ্বিবিধ ;—(১) বৈধধর্ম্মপর স্ত্রীসঙ্গ—যাহাতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচরিতামৃত আদি ১ম পরিচ্ছেদে—

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম॥

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমও বলিয়াছেন,—

পুণ্য সে সুখের ধাম, তাহার না লইও নাম,
পাপ-পুণ্য, দুই পরিহর।

হরিজনসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পাল্য স্ত্রীর প্রতি অত্যাসক্তি—সঙ্গ-ধর্ম্মের জ্ঞাপক। কৃষ্ণসংসার বৃদ্ধির জন্য যে গৃহধর্ম্মে অবস্থান, তাহা যোষিৎসঙ্গ-শব্দবাচ্য নহে। (২) অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ অধর্ম্মপর এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিশৃঙ্খলতা-সাধন-হেতু অকর্ম্ম, কুকর্ম্ম ও বিকর্ম্মের ফলে নরকাদি লাভ। প্রাকৃত সংসারের পাপ-পরায়ণ ব্যক্তি 'বৈষ্ণব' নামের একেবারেই অযোগ্য। আবার কেবল বর্ণাশ্রমবিধি-পালনপর পুণ্যাত্মাও হরিজন-সেবায় উদাসীন হইলে হরিজন হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

প্রকৃতিজনের মধ্যে যাঁহারা অবর, তাঁহাদিগকে 'হরিজন' নামে অভিহিত করিলে অভিধানকারীর হরিজনত্ব প্রাপ্ত হইবার সৌভাগ্য-লাভে অযোগ্যতা প্রকাশ পায়।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরূপ শাস্ত্রীয় কর্ম্মকাণ্ড প্রবল থাকিলে অকিঞ্চনতা হয় না—'অহংমম'-ভাবরূপ নামাপরাধেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কৃষ্ণৈকশরণ ব্যক্তিতেও যদি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনপরতার অহঙ্কার আসিয়া প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাঁহার দুর্ভাগ্যমাত্র বলিতে হইবে; স্ত্রীসঙ্গ-প্রভাবেই সমগ্র মায়াজগৎ দিন দিন হরিবিমুখতায় উন্নতি লাভ করিতেছে, বৈষ্ণবত্ব বুঝিতে পারিতেছে না।

আবার বৈধ ও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক মায়াজগৎ হইতে পরিত্রাণ পাইলেও জীবের নিস্তার নাই। 'ধর্ম্ম', 'অর্থ', 'কাম'-নামক ত্রিবর্গ স্ত্রীসঙ্গরূপ ভোগপর অবৈষ্ণব-আচারে আবদ্ধ। 'মোক্ষ' নামক বর্গটী স্ত্রীসঙ্গ হইতে উৎপন্ন না হইলেও আপেক্ষিক ধর্ম্মযুক্ত হওয়ায় উহা মায়িক ভাবমাত্রের অভাবময়। সেজন্য অবৈষ্ণবের ভ্রম-নিরাস-জন্য বৈষ্ণবাচারের সুপ্রধান সূচী নিরন্তর অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন নির্দ্দিষ্ট আছে। মোক্ষাভিলাষী জনও কৃষ্ণাভক্ত। মোক্ষাভিলাষী অহংগ্রহোপাসক ত্যক্তবর্ণাশ্রম পরমহংসব্রুবমাত্রেই 'বৈষ্ণব' হইতে পারেন না। অপ্রাকৃত-স্বরূপ-বুদ্ধিতে হরিজন-সেবা-পরায়ণ হইলে হরিজনত্ব-লাভ ঘটে। জড়বিশেষজ্ঞানে তদুপায় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া কর্ম্মমার্গের বিস্তার, আবার জড়নির্ব্বিশেষজ্ঞানে তদুপায় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া জ্ঞানমার্গের প্রাবল্য এবং সদসৎ বিচার-রাহিত্যে

আশু বিষয়ভোগ-প্রবৃত্তি—এই তিন প্রকারেই হরিজনের নিত্য-চিন্ময়ী বৃত্তি ভক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। 'কৃষ্ণাভক্ত' বলিলে এই তিন দল এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষি-দলের অন্যতম কৃষ্ণবিরোধী জরাসন্ধ, কংস, শিশুপালাদিকেও জানিতে হইবে।

ত্রৈবর্গিক কর্ম্মীর দৃষ্টিতে জ্ঞানমার্গের আলোকের প্রচণ্ডতা আছে বটে; কিন্তু ভক্তির পরম-স্নিগ্ধ চন্দ্রিকার ব্যাঘাত বলিয়া ঐগুলি লব্ধপরম-মঙ্গল, পরমৈকান্তিক লব্ধজ্ঞান ভক্তের পক্ষে আদরণীয় নহে। তাদৃশ ভক্তিবিরোধী দল-সমূহ অভক্ত, কপট মিছা-ভক্তের নিষিদ্ধ পাপাচারগুলি সন্দর্শন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিজ-নিজ ঔষধাদি দিবার জন্য ব্যগ্র হন বটে, কিন্তু প্রকৃত ভগবদ্ভক্তে বা হরিজনে তাদৃশ ব্যাধি স্থান পায় না। নিষ্কপট সাধক-হরিজন উক্ত প্রাকৃত ত্রিবিধ দলের কোন একপ্রকার অযোগ্যতা লাভ করিলে ভগবান্ কৃষ্ণই তাঁহাকে রক্ষা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।২৭-৩০)—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনে।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥

(শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—) আমার নাম-গুণ-লীলা-কথায় যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে ; যাঁহার লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মে এবং সেই সকল কর্ম্মফলে আসক্তি দূর হইয়াছে ; যিনি কামভোগ-সকলকে দুঃখ-পরিণাম বলিয়া জানিয়াছেন, কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই ; সেই শ্রদ্ধালু ভক্ত, ভক্তি-দ্বারাই সমস্ত অভাব দূর হইবে বলিয়া দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া, ঐ সকল দুঃখ-পরিণাম বিষয় ভোগ এবং তাহাদের নিন্দা করিতে করিতে প্রীতিভরে আমারই ভজনা করেন। এইরূপে মদ্ভক্ত ভক্তিযোগে যে মুনি অনুক্ষণ আমার ভজন-রত থাকেন, তাঁহার হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া আমি স্বয়ং তাঁহার সমস্ত কাম-মল ধ্বংস করি। আমাকে হৃদয়ে আনিলে আর দোষ থাকিতে পারে না ; শীঘ্রই হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হয়, সমস্ত সংশয় দূর হয় ও কর্ম্ম-বাসনা ক্ষয় হয়।

ভোগপর বদ্ধজীব জড়বিলাসে প্রমত্ত ও কর্ত্তৃত্বাভিমানী হইয়া বিবিধ কর্ম্মজালে বদ্ধ হন। যখন তাঁহার ঐ সকল কর্ম্মের উপাদেয়ত্ব-বিচার ক্ষীণ হইতে থাকে, তখনই তিনি মায়িক জগতের প্রভুত্ব করিবার কথা পতিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবৎকথায় আস্থা স্থাপন করেন। হরিকথায় তাঁহার আস্থা স্থাপিত হইলে আর কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না এবং জগতের প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা খর্ব্ব হইয়া পড়ে। তখন তিনি জানিতে পারেন যে, যাবতীয় জড়-ভোগবাসনা তাঁহার উদ্দেশ্যের ব্যাঘাতকারিণী মাত্র। কিন্তু উহা জানিয়াও অভ্যাস-বশে দৃঢ়শ্রদ্ধ না হওয়ায় তিনি ভোগ-কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হন।

এই দুর্দ্দশায় অবস্থিত হইয়াও যদি হরিকথায় শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করিবার দৃঢ়তা থাকে এবং প্রবল অনুরাগের সহিত ভগবানের সেবা করিবার জন্য তাঁহার প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে 'জড়জগতে কর্ত্তৃত্বাভিমান দুঃখ প্রসব করিবে',—এইরূপ দৃঢ় জ্ঞান তাঁহাকে সংসারাসক্তি হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্ষা করে।

শ্রীগুরুপাদাশ্রিত হইয়া মহাজনের অনুসরণে একমাত্র ভগবৎ-সেবাপর হইলে পরম সত্য ভগবদ্‌বস্তু হৃদয় অধিকার করে এবং কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ইতর বাসনা সমস্তই বিনষ্ট হয়। সেইকালে বহুকালার্জ্জিত কামজ কুমল-সমূহ রেচিত হয়। তাঁহার আর কোন প্রকার সন্দেহের কারণ থাকে না—ভক্তি-পথকে সুগম বলিয়াই তিনি বুঝিতে পারেন। তৎকালে কর্ত্তৃত্বাভিমানের অপ্রয়োজনীয়তা তাঁহার উপলব্ধির বিষয় হয়। ভোগতাৎপর্য্যপর কর্ত্তৃত্বাভিমান ক্ষীণ হইয়া তৎকালে নিত্য ক্রিয়মাণ সকল কার্য্যই ভগবদুদ্দেশে বিহিত, কৃষ্ণ-প্রয়োজনে তাঁহার অখিল চেষ্টা নিযুক্ত এবং কৃষ্ণই একমাত্র 'রক্ষাকর্ত্তা'—এইরূপ শরণাগতির লক্ষণ তাঁহাতে লক্ষিত হয়।

পরমহংস-প্রিয় ভাগবত (১০।২।৩৩) বলেন,—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিৎ ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মাধব, অন্যাভিলাষী ও কর্ম্মিগণের চরমপন্থী জ্ঞানিগণ পরিণামবিশিষ্ট নিজ-নিজ উপায়-মার্গ হইতে

যেরূপ ভ্রষ্ট হন, তোমাতে প্রণয়াসক্ত হরিজনগণ ভক্তিমার্গ হইতে সেই প্রকার বিচ্যুত হন না। হে প্রভো, হরিজনগণ সর্ব্বদা তোমা-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া বিঘ্নাধিপ-সেনাপতি গণ-দেবতার মস্তকে নির্ভয়ে বিচরণ করেন।

ভগবদ্ভক্তগণ বিপদের অধীনে না থাকিয়া তদুপরি অপ্রাকৃত-অনুভবে হরিদাস্য করিয়া থাকেন। আবার অপ্রাকৃতানুভূতির অভাব হইলে ভগবান্ তাঁহাদিগকে সদ্বুদ্ধি দিয়া হরিজনাভিমান প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, যথেচ্ছাচারী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী, —সকলেই জড়াজড়-কামনাবিশিষ্ট ; সুতরাং তাঁহাদের কোন প্রকারে মঙ্গল হওয়া সম্ভবপর নহে। তাঁহারা ঐসকল নিজ-নিজ বিষয় ত্যাগ করিলে ভক্তিমান্ হরিজন হইতে পারেন।

ভাগবত ৫ম স্বন্ধ ১৮শ অধ্যায় ১২শ শ্লোক—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈগুর্ণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

পৃথক্ করিয়া ভক্তীতর-বুদ্ধি কর্ম্ম-জ্ঞান-গ্রহ-গ্রস্তজনের ন্যায় কৃত্রিম সদ্‌গুণ শিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। ভক্তি থাকিলে সমস্ত সদ্‌গুণই নিসর্গক্রমে উদিত হয়। শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন, —ভগবানে যাঁহার নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি আছে, তাঁহার নিজত্বে সকল সদ্‌গুণ নিত্যবিদ্যমান এবং দেবগণ তাঁহাতেই সম্যগ-রূপে অবস্থিত। হরিজন ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি মহদ্‌গুণ-সমূহ থাকিতে পারে না ; যেহেতু হরি ব্যতীত পরিণামশীল মায়িক বস্তু ও বাহ্য বিষয়সমূহ অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর চিত্তবৃত্তিকে

আকর্ষণ করে, সেকারণে সেই পরিণামশীল অচিরস্থায়ী বস্তুতে উঁহাদের অভিনিবেশ ক্ষণকালের জন্য বলিয়া মহৎ সদ্‌গুণরাশি তাঁহাদের হৃদয়ে নিত্যকাল বা অধিকক্ষণ স্থান পায় না। অন্য কোন গুণ লক্ষ্য করিয়া কোন বস্তুকে গুণবান্ স্থির হইল, আবার কালচক্রে উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া দ্রষ্ট্রন্তরে, দর্শনান্তরে বা কালান্তরে স্থির থাকিল না। প্রকৃতপক্ষে হরিজন—নিত্য, তাঁহার বৃত্তি—নিত্য, বৈকুণ্ঠ দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-সমূহও—নিত্য-অহেয়-অসীম-পরমোপাদেয়ত্ব প্রভৃতি চিন্ময়গুণে বিভূষিত।

বিশুদ্ধ অকিঞ্চন বৈষ্ণব বাস্তবিকই দুর্ল্লভ। 'তাদৃশ আদর্শ বৈষ্ণব-চরিত্র আমাদের লোভের বস্তু'—যাঁহারা এরূপ বলিতে পারেন, সেরূপ ব্যক্তিও সংসারে কম। সেইজন্য হরিকথার ও হরিজন-কথার শ্রবণ ও কীর্ত্তনই পরম-শ্রেয়োলাভের একমাত্র কারণ। যদি আপামর যোগ্য ও অযোগ্য ব্যক্তিগণ ক্ষণকালের জন্যও সাধু-হরিজনগণকে প্রকৃতপক্ষে চিনিতে পারেন যে, তাঁহারাই চতুর্দ্দশভুবন ও তদতিরিক্ত রাজ্যে সর্ব্বোত্তম, সুতরাং মর্য্যাদাবিশিষ্ট, তাহা হইলে তাঁহাদের কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারের তাদৃশী ভাগবতী চেষ্টাবলী নিশ্চিতই আমাদের আনন্দোৎসব বৃদ্ধি করিবে। তাদৃশ গুণবান্ ভক্ত পৃথিবীর জনসমষ্টির কত স্বল্পাংশ! সুতরাং প্রতিজীব-হৃদয়ে স্বল্পভাবেও সেই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ হরিজনত্ব বৃদ্ধি পাওয়া আবশ্যক।

হরিভজন একেবারে ত্যাগ করা—বিশুদ্ধ মায়াজনোচিত দৌরাত্ম্য। শ্রীচরিতামৃত মধ্য ১৯শ পরিচ্ছেদে,—

তার মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম'—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর বিভেদ ॥
তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি—অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে ॥
ধর্ম্মাচারি-মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'।
কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ ॥
কোটি-জ্ঞানি-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটি-মুক্ত-মধ্যে 'দুর্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত ॥
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী, সকলি 'অশান্ত' ॥

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি,—এই যুগ-চতুষ্টয়ে দ্বাদশটী মাত্র হরিজনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহা হইলে কি হরিজনগণ বৈষ্ণবতা ত্যাগ-পূর্ব্বক বিষয়ী প্রাকৃতজনের দাস্যে জীবনোৎসর্গ করিবেন,—ইহাই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য ? জীবমাত্রই স্বরূপে কৃষ্ণদাস—হরিজন। মায়ার দামসমূহে যিনি যতটা বদ্ধ, তিনি নিজের কৃষ্ণদাস্য সেই পরিমাণে ভুলিয়া স্মার্ত্তাধিকার প্রভৃতি প্রচার করেন। যিনি নিষ্কিঞ্চন হরিজনকে ত্রিভুবনবন্দ্য হরি হইতে অভিন্ন দাস বলিয়া উপলব্ধি করিবেন, তাঁহার প্রাকৃত মূঢ়তা অনেকটা বিদূরিত হইবে।

ভগবান্ স্বেচ্ছাক্রমে নিজ-পার্ষদগণকে বিমুখ জীবসমূহের চিকিৎসা-কার্য্যে অনেক সময় মায়িক জগতে প্রেরণ করেন। ইহাও তাঁহার পরীক্ষার অন্তর্গত। শ্রীভগবানের প্রতি কোন বিশেষ হরিজনের কিরূপ ঐকান্তিকতা আছে, তাহা সেই লীলারসময়বিগ্রহ মধ্যে-মধ্যে লীলা-প্রচার-সূত্রে দেখিবার জন্য এবং অন্য হরিজনকে স্বধামের দিকে আনিবার উদ্দেশ্যে, ভক্তাবতাররূপে স্বীয় পার্ষদ বা পার্ষদগণকে জগতে প্রেরণ করেন। তাঁহারা সাধনসিদ্ধ-জীব-পর্য্যায়ে গণিত হইলে প্রকৃত তথ্যের হানি হয়। ভগবদবতারের সঙ্গে বা পরে, কালে-কালে, যে-সকল ভক্তাবতার হরিজন প্রপঞ্চে উদিত হন, তাঁহারা সাধনসিদ্ধ ভক্তের অন্তর্গত নহেন। দ্বাদশজন সিদ্ধভক্তের অনুগত হরিজনগণ সাধনসিদ্ধ ভক্তের পর্য্যায়ে গণিত।

শ্রীসম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত-পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, কালে-কালে দ্বাদশটী সিদ্ধ পার্ষদ জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য বৈকুণ্ঠ হইতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আবার 'শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকা' প্রভৃতি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের প্রামাণিক গ্রন্থে গোলোক ও বৈকুণ্ঠস্থিত ভগবানের ও ভক্তগণের গৌরলীলায় অবতারের পরিচয়াদি জানিতে পারি। হরিভজন-সিদ্ধিক্রমে জীব সর্ব্বাত্ম-দ্বারা বিশুদ্ধ নির্ম্মল কৃষ্ণদাস্য উপলব্ধি করিলে স্বীয় নিত্যস্বরূপের পরিচয় প্রাপ্ত হন এবং শ্রীভগবান্ তাঁহার নিকট সর্ব্বক্ষণ উদিত থাকেন। হরিজন-বিরোধিগণ তাহা বুঝিতে সমর্থ হন না।

বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা প্রভৃতি—প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট জনের একেবারেই বোধাতিরিক্ত। এই চতুর্যুগ ধরিয়া অনন্ত, অসংখ্য হরিজন সত্য সত্য ভগবদ্ভজন করিয়া আদর্শ জীবন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা স্মার্ত্তাদির কুণ্ঠাযুক্ত প্রতিষেধাদিতে নিরুৎসাহ ও বিফলমনোরথ হন নাই এবং নিজের হরিজনত্বও ত্যাগ করেন নাই। যাহারা দুর্ভাগা, বুদ্ধিহীন, তাহারাই পাপ-পুণ্যে নিবদ্ধ হইয়া হরিজনের সহিত মহাবিরোধ করিয়া থাকে।

মঞ্জুষায় সংগৃহীত প্রপন্নামৃতে ৭৪ অধ্যায়ে—

কাষার-ভূত-মহদাহ্বয়-ভক্তিসারাঃ শ্রীমচ্ছঠারিকুলশেখরবিষ্ণুচিত্তাঃ।
ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুমুনিবাহচতুষ্কবীন্দ্রাঃ তে দিব্যসূরয় ইতি প্রথিতা দশোর্ব্ব্যাং॥
গোদা যতীন্দ্রমিশ্রাভ্যাং দ্বাদশৈতান্ বিদুর্ব্বুধাঃ।
বিসৃজ্য গোদাং মধুরকবিনা সহ সত্তম।
কেচিদ্দ্বাদশসংখ্যাতান্ বদন্তি বিবুধোত্তমাঃ॥

এই পার্ষদ ভক্তগণের ইতিবৃত্ত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ‘দিব্যসূরিচরিতম্’ ও ‘প্রপন্নামৃত’-গ্রন্থদ্বয়ে, তামিল ও সংস্কৃত-ভাষাদ্বয়-মিশ্র মণিপ্রবাল ভাষায় লিখিত ‘গুরুপরম্পরাই প্রভাব’, ‘প্রবন্ধসার’ ও ‘উপদেশরত্নমালাই’ গ্রন্থত্রয়ে এবং দ্রাবিড়-ভাষায় লিখিত ‘পড়নড়ইবিলক্কম্’ নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

১। কাষারমুনি বা সরোযোগী (পয়গই আল্‌বর্), ২। ভূতযোগী (পুদত্ত আল্‌বর্)—শঙ্খাবতার, ৩। ভ্রান্তযোগী বা মহদ্ (পে-আল্‌বর্), ৪। ভক্তিসার (তিরুমড়িসাইপ্পিরাণ আল্‌বর), ৫। শঠারি, শঠকোপ, পরাঙ্কুশ, বকুলাভরণ

(নম্মাআল্‌বর্‌), ৬। কুলশেখর (কুলশেখর আল্‌বর্‌)—কৌস্তুভাবতার, ৭। বিষ্ণুচিত্ত (পেরি-ই-আল্‌বর্‌)—গরুড়াবতার, ৮। ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু (তোণ্ডারড়িপ্পড়ি আল্‌বর্‌), ৯। মুনিবাহ, যোগীবাহ, প্রাণনাথ (তিরুপ্পাণি আল্‌বর্‌)—শ্রীবৎসাবতার, ১০। চতুকবি, পরকাল্‌ (তিরুমঙ্গই আল্‌বর্‌)—কার্ম্মুকাবতার, ১১। গোদা (আণ্ডাল্‌)—নীলা-লক্ষ্ম্যবতার, ১২। রামানুজ (যংবারুমানার, উদইয়াবার, ইলাই-আল্‌বর্‌)—লক্ষ্মণাবতার, ১৩। মধুর কবি (মধুর কবিগল্‌ আল্‌বর্‌)।

কেবল যে দাক্ষিণাত্যবাসিগণের বৈকুণ্ঠাগমনত্ব সিদ্ধ, তাহা নহে। গৌড়দেশবাসী শুদ্ধভক্তগণের লীলা দেখিলে তাঁহাদেরও নিত্য হরিজনত্ব উপলব্ধি হইবে। 'গৌরগণোদ্দেশ', 'রামানুজ-চরিত' ও 'মধ্বচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কতিপয় নিদর্শন উদ্ধৃত হইল।

যাঁহারা ভজনে সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারা নিজ-নিজ-স্বরূপের পরিচয় অবগত আছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে আজকাল অপক্ক পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রব্যবসায়িগণ যে-সকল কাল্পনিক জড়নাম-রূপাদিকে সাধ্য-পরিচয় ও সিদ্ধ-প্রণালী বলিয়া প্রচার-পূর্ব্বক তাদৃশ শিষ্যাবলীর মনোরঞ্জন এবং নিজের কুপাণ্ডিত্য ও ভজন-শাস্ত্রের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, উহাদের কথা আমরা বলিতেছি না। বাস্তবিক হরিভজন-দ্বারা যাঁহারা নিজ-সিদ্ধ-পরিচয় জানেন' তাঁহাদের নিজানুভূতি অনেক সময়ে তদীয় শিষ্য-পরম্পরা সাম্প্রদায়িক নিবন্ধসূত্রে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন কালে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

আমরা এবিষয়ে অধিক কিছু বলিতে চাই না। তবে ইহাও পরমসত্যকথা যে, বায়ু, ভীম বা হনুমানের অবতার শ্রীমধ্বাচার্য্য, সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীরামানুজ প্রভৃতি এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের মধ্যে প্রভুবর শ্রীরূপ গোস্বামী, প্রভুবর শ্রীসনাতন গোস্বামী, প্রভুবর শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, প্রভু শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ও প্রভু শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমতী জাহ্নবা দেবী প্রভৃতি এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভু, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ সিদ্ধ বাবাজীপ্রভুগণ, প্রভুবর শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগৌর-কিশোর দাস প্রভুবর প্রমুখ ভুবনবন্দ্য হরিজনগণের কেহই স্মার্ত্তগর্ত্ত-পতিত মর্ত্ত্য জীবাভিমানে ভজন করেন নাই। তাঁহারা নিজ-নিজ-স্বরূপ-পরিচয়ে ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হইয়া তাঁহাদের হরিভজনের অপ্রাকৃতত্ব প্রচার করিয়াছেন।

ভাগবত বা পাঞ্চরাত্রিক মত না বুঝিয়া অসিদ্ধ জড়জন্মাদির অহঙ্কার-নিপুণ, অর্থলাভাশায় আচার্য্যপদ-প্রয়াসী মর্ত্ত্য জীবগণ কখনও হরিজন হইতে পারেন না। তাঁহারা সকলেই—অবৈষ্ণব। সূত্রধর, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, চর্ম্মকার, দোকানদার, পাঠক, গায়ক, মৃদঙ্গবাদকাদি জনগণের সকল জড়-কার্য্যের গুরুর ন্যায়ই তাঁহাদের সাংসারিক কৌলিক গুরুত্ব। কিন্তু উহা পারমার্থিক বৈষ্ণব-বিশ্বাস হইতে ভিন্ন। হরিজনগণের পাদত্রাণাবলম্বক আমাদেরও ঐ কথা।

হরিজনগণ পাঁচ প্রকার রসভেদে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য

ও মধুর রসাশ্রিত হইয়া পঞ্চবিধভাবে অবস্থিত। আবার শাস্ত্রীয় শাসন ও গুরুশাসনের বলে বৈধভক্তির আশ্রয়ে ঐশ্বর্য্যপ্রধান মর্য্যাদা বা বৈধমার্গ এবং স্ব-স্ব-রুচিপ্রভাবে ব্রজানুরাগিজনের অনুগা ভক্তিকে নিজ-বৃত্তিজ্ঞানে আবাহন-পূর্ব্বক রাগমার্গ,—এই দুই প্রকার ভেদ আছে।

শ্রীচরিতামৃত মধ্য ২৪শ পরিচ্ছেদে—

'বিধিভক্ত', 'রাগভক্ত',—দুইবিধ নাম॥
দুইবিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার।
পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ আর॥
জাত-অজাত-রতিভেদে সাধক দুই ভেদ।
বিধি-রাগমার্গে চারি চারি অষ্ট ভেদ॥
বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ—পারিষদ 'দাস'।
'সখা', 'গুরু', 'কান্তাগণ',—চারিবিধ প্রকাশ॥
সাধনসিদ্ধ—দাস, সখা, গুরু, কান্তাগণ।
জাতরতি সাধক-ভক্ত—চারিবিধ জন॥
অজাতরতি সাধক-ভক্ত—এ চারি প্রকার।
বিধিমার্গে ভক্তে ষোড়শ ভেদ প্রচার॥
রাগমার্গে ঐছে ভক্তে ষোড়শ বিভেদ।
দুই মার্গে আত্মারামের বত্রিশ বিভেদ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদিগকে যে পরম নির্ম্মলা কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। ঐ ভক্তি চতুর্দ্দশভুবনান্তর্গত কোন বস্তুর প্রতি প্রযোজ্য নহে। জড়-

ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে বিরজা-নাম্নী গুণত্রয়বিধৌতকারিণী নদীতেও ভক্তের সেব্যবস্তু কিছুই নাই। এইখানেই কর্ম্মমার্গের গতি-শেষ। বিরজা অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোক অবস্থিত। নির্গুণ ব্রহ্মলোকে ভক্তি করিবার কোন বস্তুই নাই। এখানেই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের শেষসীমা। ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠধামে শ্রীনারায়ণ বিরাজমান। এখানে বৈধ অর্চ্চনমার্গী পাঞ্চরাত্রিক ভক্তগণের সেব্যবস্তু থাকায় শান্ত, দাস্য ও গৌরব-সখ্য,—এই সার্দ্ধ রসদ্বয় অবস্থিত। তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবনে রসপঞ্চকের সুবিমল বিষয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—আশ্রয়-ভক্তগণের নিত্য-ভজনীয় বস্তু ; তাঁহাতেই ভক্তি বিধেয়। ভজনীয় বস্তুর অভাবে চতুর্দ্দশভুবন-সম্বন্ধি কোন জড়বস্তুতে, বিরজা-সম্বন্ধিনী গুণসাম্যাবস্থায়, ব্রহ্ম-লোকসম্বন্ধি নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবস্তুতে হরিজনের প্রয়োজন নাই। বৈকুণ্ঠে পাঞ্চরাত্রিক-বৈষ্ণবের আরাধ্য বস্তু এবং গোলোকে ভাগবত-বৈষ্ণবের আরাধ্য বস্তু বিরাজমান। সেই বস্তুরই ভজন করিতে হইবে :

শ্রীচরিতামৃত মধ্য ১৯শ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' পরব্যোম পায় ॥

তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ' কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥

এরূপ সর্ব্বোচ্চাবস্থিত ভগবদ্ভক্তের সহিত জড়ের যে-কোন মাহাত্ম্যসূচক পরিচয়ের তুলনা হয় না। মেরুর সহিত সর্ষপের, সমুদ্রের সহিত জলকণার ও উচ্চ আকাশের সহিত বামনের যেরূপ তুলনা হয় না, সেরূপ হরিজনের মর্য্যাদার সহিত অন্য জড়ীয় সামান্য মর্য্যাদার তুলনা করাই উচিত নহে। এতাদৃশ হরিজনকে যে মায়াবদ্ধ নির্ব্বোধ ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক ও মানসিক যে-কোন প্রকারে মুখ্য ও গৌণভাবে নিন্দা, হিংসা বা হীনমর্য্যাদ করিবার প্রয়াস পায়, তাদৃশ নিন্দিতজনের পরিণামের কথা শাস্ত্র ও মহাজনগণ কিরূপ বলেন, তাহাই কিঞ্চিৎ এখানে উদাহৃত হইল,—

স্কন্দপুরাণে—

যো হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম।
করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থধর্ম্মযশঃ-সুতাঃ ॥
নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে ॥
হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥

অমৃতসারোদ্ধারে—

জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতং সমুপার্জ্জিতম্।
নাশমায়াতি তৎসর্ব্বং পীড়য়েদ্ যদি বৈষ্ণবান্ ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে—

করপত্রৈশ্চ ফাল্যন্তে সুতীব্রৈর্যমশাসনৈঃ।
নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে পাপা বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্॥
পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জ্জন্মান্তরশতৈরপি।
প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে॥

স্কান্দে—

পূর্ব্বং কৃত্বা তু সম্মানমবজ্ঞাং কুরুতে তু যঃ।
বৈষ্ণবানাং মহীপাল সান্বয়ো যাতি সংক্ষয়ম্॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে কৃষ্ণজন্মখণ্ডে—

যে নিন্দন্তি হৃষীকেশং তদ্ভক্তং পুণ্যরূপিণম্।
শতজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তেষাং নশ্যতি নিশ্চিতম্॥
তে পচ্যন্তে মহাঘোরে কুম্ভীপাকে ভয়ানকে।
ভক্ষিতাঃ কীটসঙ্ঘেন যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥
তস্য দর্শনমাত্রেণ পুণ্যং নশ্যতি নিশ্চিতম্।
গঙ্গাং স্নাত্বা রবিং দৃষ্ট্বা তদা বিদ্বান্ বিশুদ্ধ্যতি॥

শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন,—

শ্রীমদ্ভাগবতার্চ্চনং ভগবতঃ পূজাবিধেরুত্তমম্।
শ্রীবিষ্ণোরবমাননাদ্‌গুরুতরং শ্রীবৈষ্ণবোল্লঙ্ঘনম্।
তীর্থাদচ্যুতপাদজাদ্‌গুরুতরং তীর্থং তদীয়াঙ্ঘ্রি জম্॥
পূজনাদ্ বিষ্ণুভক্তানাং পুরুষার্থোঽস্তি নেতরঃ।
তেষু তদ্দ্বেষতঃ কিঞ্চিৎ নাস্তি নাশনমাত্মনঃ॥
শ্রীবৈষ্ণবৈর্মহাভাগৈঃ সল্লাপং কারয়েৎ সদা।
তদীয়দূষকজনান্ ন পশ্যেৎ পুরুষাধমান্॥

শ্রীবৈষ্ণবানাং চিহ্নানি ধৃত্বাপি বিষয়াতুরৈঃ।
তৈঃ সার্দ্ধং বঞ্চকজনৈঃ সহবাসং ন কারয়েৎ॥

স্কন্দপুরাণে—হে নৃপোত্তম, যে ভাগবত-বৈষ্ণবকে উপহাস করে, তাহার অর্থ, ধর্ম্ম, যশ ও পুত্রসকল নিধন প্রাপ্ত হয়। যে মূঢ়গণ মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে, তাহারা পিতৃ-পুরুষ-সহ মহারৌরব-সংজ্ঞক নরকে পতিত হয়। বৈষ্ণবগণকে যে ব্যক্তি হনন করে, নিন্দা করে, বিদ্বেষ করে, অভিবাদন করে না, ক্রোধ করে এবং দেখিলে আনন্দিত হয় না, এই ছয় ব্যবহারই তাহার পতনের কারণ।

অমৃতসারোদ্ধারে—বৈষ্ণবগণকে পীড়া দিলে সজ্জাতি-জন্ম-প্রভৃতি যাহা কিছু সৎকর্ম্মার্জ্জিত পুণ্যফল থাকে, তৎসমস্তই নষ্ট হইয়া যায়।

দ্বারকামাহাত্ম্যে—যে পাপিষ্ঠগণ মাহাত্মা-বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে, তাহারা যমশাসন-প্রভাবে সুতীব্র করপত্রদ্বারা ফালিত হয়। শত শত জন্মে বিষ্ণুপূজা করিয়া থাকিলেও বৈষ্ণবের অপমানকারী দুর্ব্বৃত্তের প্রতি বিশ্বাত্মা শ্রীহরি প্রসন্ন হন না।

স্কান্দে—হে মহীপাল, বৈষ্ণবকে অগ্রে সম্মানপূর্ব্বক পরে যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করে, সে স্ববংশে বিনষ্ট হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে কৃষ্ণজন্মখণ্ডে—যাহারা হৃষীকেশ বা পুণ্যাশ্রয় তাঁহার ভক্ত-বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে, তাহাদের শতজন্মার্জ্জিত পুণ্য নিশ্চয় বিনষ্ট হয়। সেই পাপিগণ কুম্ভীপাক-নামক মহাঘোর নরকে কীটপুঞ্জ-দ্বারা ভক্ষিত হইয়া যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর

পচ্যমান হইয়া থাকে। বৈষ্ণব-নিন্দককে দর্শন করিলে দ্রষ্টার সমুদয় পুণ্য নিশ্চয় নষ্ট হয়। তাদৃশ অবৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া গঙ্গাস্নান-পূর্ব্বক সূর্য্য দর্শন করিলে বিদ্বদ্‌জন শুদ্ধিলাভ করেন।

শ্রীরামানুজ বলেন, ভগবানের পূজাপেক্ষা বৈষ্ণবের পূজা উত্তম, বিষ্ণুর অপমান অপেক্ষা বৈষ্ণবের অপমান গুরুতর অপরাধ, কৃষ্ণপাদোদকাপেক্ষা ভক্তের পাদোদক অধিকতর পবিত্র। বৈষ্ণবের পূজাপেক্ষা আর অন্য পুরুষার্থ নাই। বৈষ্ণববিদ্বেষ অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর কিছুই নাই ; উহাতে নিজের বিনাশ হয়। মহাভাগবত বৈষ্ণবগণের সহিত সর্ব্বদা আলাপ করিবে। বৈষ্ণবদূষক পুরুষাধমদিগকে কদাপি দর্শন করিবে না। শ্রীবৈষ্ণবচিহ্নধারী বিষয়াতুর বঞ্চক ব্যক্তির সহিত কখনই বাস করিবে না।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে (ম৫।১৪৫, ১০।১০২)—

যত পাপ হয় প্রজা-জনেরে হিংসিলে।
তার শতগুণ হয় বৈষ্ণবে নিন্দিলে॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম-যোনিতে ডুবি' মরে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৭শ ও অন্ত্য ৩য় পরিচ্ছেদে—

ভবানী-পূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া॥

* * *

মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি' নিজ-ঘরে গেল।

*　　　　*　　　　*

তবে সব শিষ্টলোকে করে হাহাকার।
ঐছে কর্ম্ম হেথা কৈল কোন্ দুরাচার॥
হাড়িকে আনিয়া সব দূর করাইল।

*　　　　*　　　　*

তিন দিন রহি' সেই গোপাল চাপাল॥
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ, বহে রক্তধার।
সর্ব্বাঙ্গ বেড়িল কীট কাটে নিরন্তর॥

*　　　　*　　　　*

আরে পাপি, ভক্তদ্বেষি, তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটিজন্ম এইমতে কীড়ায় খাওয়াইমু॥

*　　　　*　　　　*

কোটিজন্ম হ'বে তোর রৌরবে পতন।
ঘট-পটিয়া মূর্খ তুমি, ভক্তি কাহাঁ জান ?
হরিদাস-ঠাকুরে তুই কৈলি অপমান !
সর্ব্বনাশ হ'বে তোর, না হ'বে কল্যাণ॥

*　　　　*　　　　*

কৃষ্ণ-স্বভাব,—ভক্ত-নিন্দা সহিতে না পারে॥

শ্রীজীবগোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—"বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণেঽপি দোষ উক্তঃ" (ভাঃ ১০।৭৪।৪০)—

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥ ইতি।

ততোঽপগমশ্চাসমর্থস্য এব। সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বা ছেত্তব্যা। তত্রাপ্যসমর্থেন স্বপ্রাণপরিত্যাগোঽপি কর্ত্তব্যঃ।

যথোক্তং দেব্যা (ভাঃ ৪।৪।১৭)—

কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াৎ যদ্‌কল্প ঈশে
ধর্ম্মাবিতর্য্যশৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
জিহ্বাং প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চে-
চ্ছিন্দ্যাদসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ॥

কেবল যে বৈষ্ণব-নিন্দাকারিজন দোষী, তাহা নহে : যিনি বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ করেন, তাঁহার অপরাধ হয়,—ইহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ; যথা ভাগবতে—ভগবানের বা ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যিনি স্থানত্যাগ করেন না, সেই ব্যক্তিও সুকৃতি হইতে নিশ্চিতই অধশ্চ্যুত হন।

সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়া—অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে বিধান-মাত্র। সমর্থ থাকিলে বৈষ্ণব-নিন্দাকারীর জিহ্বা ছেদন করা কর্ত্তব্য। তাহাতেও অসমর্থ হইলে নিজ-প্রাণ পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

দেবী দাক্ষায়ণী এরূপ বলিয়াছেন,—নিরঙ্কুশ জনগণ ধর্ম্মরক্ষক ঈশ্বরে বা বৈষ্ণবে অশুভবাণী প্রযুক্ত হইতে শুনিলে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন-পূর্ব্বক চলিয়া যাইবেন। সমর্থ হইলে তাদৃশ অশ্রাব্য কুবাক্যের বিস্ফুরণকারী দুর্বৃত্তের জিহ্বা ছেদন করিবেন, তাহাতে অসমর্থ হইলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন,—ইহাই ধর্ম্ম।

———

ব্যবহার কাণ্ড

ইতঃপূর্ব্বে কাণ্ডদ্বয়ে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জীবের পরিচয় পাঠকগণ পাইয়াছেন। এই কাণ্ডে তদুভয়ের ব্যবহারাবলীর তারতম্য আলোচিত হইল।

প্রাকৃত বিচারে সকল কার্য্যেই যোগ্যতা আবশ্যক হয়। কেননা, অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে কার্য্য সুষ্ঠু রূপে সম্পন্ন হইবার অনেক ব্যাঘাত। মানবের প্রকৃত-মঙ্গল-সাধনের উদ্দেশে কালে-কালে মনীষিগণ নানা পন্থা উদ্ভাবনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কতকগুলি ঐহিক জীবন-যাপনে উপযোগী ; আর কতকগুলি পরলোকের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয়। ঐহিক মঙ্গলের কথা সকল সরলচিত্ত ব্যক্তি সহজেই বুঝিতে পারেন, আবার পরলোকের বার্ত্তা প্রত্যক্ষ করিতে অক্ষম হইয়া অনেকে জটিল কূটতর্কের অবতারণা করেন। মানব রুচি-ভেদে ব্যবহার-ভেদে, পারদর্শিতা-ভেদে পরলোকের কথা ব্যক্তি করিতে গিয়া নানাপ্রকার ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অনুগামী সমশীল মানবগণ কোন একমতে রুচিবিশিষ্ট হইয়া তদ্বিরুদ্ধমতাবলীকে ত্যাগ করেন। সাধারণ কথায় বলিতে গেলে সত্ত্বগুণবিশিষ্ট জীবের সহিত রজঃ বা

তমো-গুণপুষ্ট মানবের সকল বিষয়েই ভেদ আছে। আবার বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত হইলে মানব যে-প্রকার নিরপেক্ষতার ভাব প্রদর্শন করেন, তাহাতে রজস্তমো-নিরাসকারী সত্ত্বগুণের ক্রিয়া-হইতেও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পারলৌকিক ধারণা পূর্ব্বোক্ত চারি শ্রেণীর বিচারকগণের হস্তে চারিপ্রকার ভাব লাভ করে। সুতরাং যথেচ্ছাচারী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও সাধুদিগের মধ্যে নিত্য-ভেদ অবশ্যম্ভাবী। এই চারিশ্রেণীর ভাবসমূহ ভিন্ন ভিন্ন শাখায় আম্নায়-পরম্পরায় আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যাঁহার যাহা অনুকূল, তিনি সেই বিষয়েই নিজাধিকার প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

যদি কেহ অপরের অধিকার না বুঝিয়া নিজাধিকারের কথা বলেন, তাহা হইলে অপর পক্ষের উহা উপযোগী হয় না ; পরন্তু অবিনাশী অসংখ্য তর্কের উদয় হয়। সেজন্য অধিকারোচিত বাক্যে অধিক ফল প্রসব করে। আমরা অনেক সময় পরস্পর বিবাদ শ্রবণ করিয়া কোন একপক্ষ অবলম্বন-পূর্ব্বক নিজ-পরিচয় দিয়া থাকি, তাহা আপেক্ষিক ; তবে উদার উচ্চশিক্ষা-প্রভাবে যতদূর নিরপেক্ষতা সম্ভব, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা উচিত।

কেবল সম্বিদ্‌বৃত্তির অবলম্বনে নিত্যানন্দ-বর্জ্জিত মূল তত্ত্ববস্তু অনুধাবিত হইলে 'ব্রহ্ম', সম্বিদ্‌বৃত্তিসহ সন্ধিনীবৃত্তি একত্র হইলে হ্লাদিনী-বর্জ্জিত সেই বস্তুই 'পরমাত্মা' এবং সচ্চিদানন্দ-বৃত্তির যুগপৎ প্রকাশ হইলে তাঁহাই 'ভগবান্' বলিয়া প্রতীত হন। বস্তু এক হইলেও তিনটী ভিন্ন শব্দে তাত্ত্বিকগণ দ্বিতীয়

রহিত জ্ঞান-বস্তুর উপলব্ধি করিয়া থাকেন। নিতানন্দ-বর্জ্জন ও হ্লাদবৃত্তি-পরিহার-কার্য্য—অদ্বয়-জ্ঞানের ব্যাঘাতকারক।

ভাগবত (১।২।১১) বলেন,—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

দ্বিতীয় জ্ঞান কেবল-জ্ঞানবৃত্তিতে 'মায়া', সচ্চিৎ বৃত্তিতে 'বিয়োগ' ও সচ্চিদানন্দ-বৃত্তিতে 'অভক্তি' সংজ্ঞায় কথিত হয়। তত্ত্ববিদ্যানিপুণ পণ্ডিতগণ অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ববস্তু বলেন। তাঁহারা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ শব্দে একই বস্তুর অভিধান করেন। মায়াবাদাশ্রয়েই ভগবান্ হইতে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার ভেদজ্ঞানের উদয় হয়।

তত্ত্ববিদ্‌গণ কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ যোগী এবং কেহ বা ভাগবত। ইঁহারা তিনজনের কেহই জড় কামনা লইয়া বাস করেন না। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জন্য দ্বিতীয় জ্ঞানের বাধ্যতাক্রমে নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া উপরি-লিখিত প্রকৃতির অতীত তিন শ্রেণীর জীবই যখন জড়ীয় বিভিন্ন কামনাক্রমে ন্যূনাধিক কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাদিগকে কর্ম্মী অভিমান করেন, তখনই পরস্পরের প্রতি রুচির ভেদ দেখাইয়া থাকেন। তখন জড়-রাজ্যের উচ্চাবচত্ব আসিয়া তাঁহাদিগকে গ্রাস করে। আবার নিজের স্বরূপোপলব্ধিতে কর্ম্মবুদ্ধি শ্লথ হইলে তাঁহারা সমদৃক্ হইতে পারেন। এখানে আমরা তত্ত্বশাস্ত্রের জটিলতার মধ্যে অধিক প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না। তবে এইমাত্র বলিতে

পারি যে, যাঁহার যে জড়রস, সেই রসই তাঁহার নিকট সর্ব্বোত্তম বলিয়া প্রতিভাত হয়। অভিমানই জীবকে নিষ্ঠাবান্ করে; তবে তটস্থ নিরপেক্ষ বিচারে যে তারতম্য আছে, তাহা বলিতে গেলে যেন কর্ম্মিগণের জড়কামনার বিরূপজ্ঞান আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ না করে। কর্ম্মীর অধিকারে আমাদের নিরপেক্ষ কথা মিলিবে না; সুতরাং তাঁহার উন্নতাধিকার না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি আমাদের নিরপেক্ষ কথা বুঝিতে না পারিয়া অন্যায়ভাবে তাঁহারই ন্যায় আমাদিগকে জড় স্বার্থদাস-রূপে গ্রহণ-পূর্ব্বক গর্হণ করিয়া তাঁহার সময় যেন বৃথা নষ্ট না করেন।

পূর্ব্বেই যোগ্যতা ও অধিকারের কথা বলিয়াছি। এক-প্রকার যোগ্যতা অন্যের বিচারে বিসদৃশ, আবার যোগ্যতা লাভ করিলে উহাই উপাদেয়। অধিকার ভিন্ন হইলেও নিজ-নিজ আধিকারিক নিষ্ঠাই 'গুণ' এবং তদ্বিপরীত ভাব 'দোষ'-নামে আখ্যাত। কোন এক অধিকারে থাকিয়া ভিন্নাধিকারের দোষ দৃষ্ট হইতে পারে; কিন্তু অধিকার-সাম্যে তাদৃশ বৈষম্যের অবসর নাই। অধিকার বিচার না করিলেই ব্রাহ্মণ, যোগী ও ভক্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত এবং তারতম্য-নিরূপণে নানা-প্রকার ব্যাঘাত হইবে। নিরপেক্ষভাবে অধিকার ও যোগ্যতার প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া বিষয়ের অবধারণা করিলে যথার্থ সামঞ্জস্য-লাভ ঘটিবে, নতুবা অশান্তি পাইয়া কোন ফল নাই।

যাঁহাদের ব্যবহারাবলীর তারতম্যের আলোচনা হইতেছে,

তাঁহাদের লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। সুতরাং ব্যবহারের পার্থক্য অপরিহার্য্য। 'প্রকৃতিজন' বলিলে অনিত্য ভোগীকে নির্দ্দেশ করা হয়। 'প্রকৃত্যতীতজন' বলিলে ত্যাগীই লক্ষ্যের বিষয় হন, আর 'হরিজন' বলিলে ত্যক্তভোগ-ত্যাগ নিত্য হরিসেবোন্মুখ-সমাজ উদ্দিষ্ট হয়। প্রকৃতিজন প্রকৃত্যতীত সমাজের অথবা হরিজন-সমাজের ব্যবহারাবলী আদর করেন না বলিয়াই হরিজনের ব্যবহারের আদর হইবে না,—এরূপ নহে। ইহজগতে অবস্থান-কালে হরিজনগণ প্রকৃতিজনের সজ্জায় বাস করিলেও তাঁহাদের ব্যবহার কেবল প্রকৃতিজনের সহিত অভিন্ন হইবে, —এরূপ বলা যায় না। প্রকৃত্যতীতজন প্রকৃতিজনের সহ একত্রা-বস্থানকালে তাঁহাদের অনুমোদন করেন এবং নিজ-মুক্তাবস্থায় স্বাধিষ্ঠান অস্বীকার করায় ইহলোকে অবস্থিতিকালে ব্যবহারিক অনুষ্ঠানে পার্থক্য-স্থাপনের আবশ্যকতা বোধ করেন না। কিন্তু হরিজনের নিত্য-অবস্থার বিরোধিভাবসমূহ ইহজগতে প্রকৃতি-জনের সহিত কিয়দংশে বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে ভেদ অনিবার্য্য। পারলৌকিক বিশ্বাসগত পার্থক্যই এই প্রকার তারতম্যের কারণ।

অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব-বস্তুর ত্রিবিধ আবির্ভাবেই শক্তিত্ত্বের অঙ্গীকার আছে। ভগবান্—সমগ্র মায়াশক্তি ও চিচ্ছক্তির পূর্ণাধীশ্বর, পরমাত্মা—অন্তর্য্যামিত্বময় মায়াশক্তি-প্রচুর চিচ্ছক্তির অংশ-বিশেষ এবং ব্রহ্ম—শক্তিবর্গ-লক্ষণ তদ্ধর্ম্মাতিরিক্ত কেবল-জ্ঞান-ময়। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যেরূপ একই বস্তু বিভিন্ন পরিচয়ে

পরিচিত হয়, তত্ত্ববস্তু এক হইলেও আবির্ভাবত্রয়ে তদ্রূপ ভিন্ন বস্তু, এরূপ জ্ঞান করা উচিত নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কেবল-জ্ঞানের সাহায্যে চিদচিৎশক্তিমত্তার প্রতীতি নাই ; সচ্চিৎবৃত্তিতে মায়াধীশত্ব ও বৈকুণ্ঠ-বিশেষ লক্ষিত হইলেও শক্তি ও শক্তিমৎ-তত্ত্বের লীলা-বিলাসের পূর্ণতা নাই। পূর্ণ সচ্চিদানন্দশক্তিতেই ভগবদাবির্ভাব। তজ্জন্য নিরপেক্ষ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পরাত্মানুভব-কারী যোগী এবং ভগবৎসেবক ভক্ত অদ্বয়জ্ঞানবস্তুরই সেবা করেন। জড়-কামনাময় কর্ম্মী, জড়কামত্যাগী জ্ঞানী এবং হরিকথায় জাতশ্রদ্ধ ভক্ত,—সকলেই যোগী। তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কেহ বা কর্ম্মযোগী, কেহ বা জ্ঞানযোগী এবং অপরে ভক্তিযোগী। এই তিন জনের অদ্বয়জ্ঞানই সম্বল। ভগবদ্ভক্ত—কৃষ্ণজ্ঞানময়, যোগী—মায়াধীশ-বৈকুণ্ঠপতি-অন্তর্যামি-পরমাত্ম-জ্ঞানময় এবং ব্রাহ্মণ—নিত্য চিদানন্দবিলাস-বৈচিত্র্য-রহিত কেবল-জ্ঞানময়। বিবাদ-ছলে কেহ বলিতে পারেন না যে, ভক্তের কৃষ্ণজ্ঞান নাই, যোগীর পরমাত্মজ্ঞান নাই এবং ব্রাহ্মণের ব্রহ্মজ্ঞান নাই। এই ত্রিবিধ পরিচয়ে তাঁহারা সকলেই অদ্বয়জ্ঞানেরই উপাসক।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলেই যোগ সাধন করিতে পারেন এবং তিনি ইচ্ছা করিলেই কৃষ্ণভজন করিতে পারেন। কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণভজনবিমুখ হইলে অর্থাৎ ভক্তিযোগ হইতে বিচ্যুত হইলে কর্ম্মযোগী বা জ্ঞানযোগী হইতে পারেন, কৃষ্ণজ্ঞান বা পরমাত্মযোগ হইতে বিচ্যুত হইলে কেবলজ্ঞানময় ব্রাহ্মণ হইতে পারেন।

কেবল-ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ—ভগবদ্ভক্তের সুনিম্নাধিকারে এবং যোগী—নিম্নাধিকারে অবস্থিত। পরমাত্মজ্ঞানময় যোগী উচ্চাধিকারে ভক্ত হইতে পারেন, নিম্নাধিকারে কেবল-ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। গুণময় জগতে কর্ম্মবাদ অঙ্গীকার করিয়া ব্রাহ্মণ সগুণতা লাভ করেন; তখন তাঁহার কেবলজ্ঞান সুপ্ত হয়। কেবলজ্ঞান-প্রভাবে গুণসমূহ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে তিনিও নির্গুণ ব্রাহ্মণ হইতে পারেন।

সত্ত্বগুণের সহিত রজোগুণ মিশ্রিত হইলে সেই ব্রাহ্মণই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হন। রজস্তমঃ একত্র হইলে তিনি বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেন। তমোগুণ প্রবল হইলে তিনি সত্ত্বগুণ বা দ্বিজত্ব-সংস্কার পরিহার করিয়া শূদ্রে পরিণত হন। প্রাকৃত ব্রাহ্মণ প্রাকৃত সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট বলিয়া প্রাকৃত রাজ্যে নানাবিধ বর্ণ স্বীকার করেন। অপ্রাকৃত রাজ্যে নির্গুণ হইয়া চিন্মাত্র-কেবল-জ্ঞানিরূপে তিনি নির্ব্বিশিষ্ট নির্গুণ ব্রাহ্মণ। অপ্রাকৃত রাজ্যে নির্গুণ হইয়া চিদচিদ্‌জ্ঞানে মিশ্রজ্ঞানিরূপে তিনি যোগী। অপ্রাকৃত রাজ্যে নির্গুণ হইয়া চিন্ময় সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ব্রহ্মজ্ঞ যোগী—চিদ্বিলাসবিগ্রহ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের ভক্ত। এইজন্য জীবমাত্রেই কৃষ্ণদাস। এই কৃষ্ণদাসই স্বীয় নিত্যবৃত্তি পরিবর্জ্জন করিয়া যোগী, ব্রাহ্মণ, সগুণ চতুর্ব্বর্ণী এবং পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্বেদজ, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি হন।

ভগবান্ স্বয়ংরূপ, প্রকাশ, তদেকাত্ম, স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ-ভেদে নিত্যলীলাময়। স্বাংশাদির সহিত বিভিন্নাংশের পরিমাণ-

গত ভেদ আছে বলিয়াই 'বিভিন্নাংশ'-সংজ্ঞা। কিন্তু উভয়ের অপ্রাকৃত চিদ্ধর্ম্মে কোন পার্থক্য নাই। বিভিন্নাংশের অণুচিদ্ধর্ম্ম-প্রযুক্ত পূর্ণচিৎ স্বাংশের মায়াশক্তির অভিভাব্য হইবার যোগ্যতা আছে; কিন্তু উহা বহিরঙ্গা জড়া প্রকৃতির নিত্য অধীনতত্ত্ব নহে। অপ্রকটিত-বিশিষ্টাকারত্ব-বশতঃ ব্রহ্মবস্তু—ভগবানের অসম্যক্ আবির্ভাব বলিয়া প্রকাশিত। পূর্ণাবির্ভাব-বশতঃ অখণ্ডতত্ত্বরূপ ভগবান্‌ই—পরমাত্মার স্বরূপ। সেই ভগবত্তত্ত্ব জীবাত্মার নিয়ন্তৃ-স্বরূপ হইলে পরমাত্ম-শব্দবাচ্য হন।

ভগবানের অনন্ত শক্তিকে তিন ভাগে বিভাগ করা যায়। তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি নিত্য উপাদেয় ধর্ম্মরূপ চিদ্বিলাস প্রকট করায়। তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি খণ্ডকালে উচ্চাবচ হেয়ত্ব সৃষ্টি করিয়া নশ্বর ধর্ম্ম প্রতিপন্ন করে। তাঁহার খণ্ড তটস্থা শক্তি জীবরূপে বদ্ধ হইয়া বহিরঙ্গা শক্তির ভোক্তা হন, আবার মুক্ত হইয়া অখণ্ডকাল ভোক্তৃ ভগবান্ হরির সেবায় নিযুক্ত থাকেন। অণুচিৎ জীব অখণ্ড চেতনের সেবোন্মুখ হইলে বহিরঙ্গা শক্তির বশীভূত হন না। স্বীয় বহিরঙ্গা শক্তি-দ্বারা সমষ্টিবিষ্ণু অন্তর্যামী পরমাত্মা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পালন করেন। তদ্রূপবৈভব গোলোকে, মহাবৈকুণ্ঠ পরব্যোমে, ত্রিবিধ বারিতে, বিভিন্নাংশে ও দেবী-ধামে অন্তর্যামিরূপে ভগবদ্বস্তু বিরাজিত আছেন। গোলোক-বৈকুণ্ঠাদিতে তিনি নিত্যকাল স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ-স্বরূপে অবস্থান করেন। দেবীধামে তিনি নিমিত্তছলে কালে-কালে প্রকটিত হন। স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় ভগবান্ মায়াধীশ হইয়াও

দেবীধামে অবতরণ করেন। তাঁহার পরিকর-পারিষদ বৈষ্ণবগণ নিত্যসিদ্ধ চিন্ময়-মূর্ত্তি লইয়া প্রপঞ্চে আসিতে পারেন এবং আসেন। বিভিন্নাংশ জীব হরিসেবাবিমুখ হইয়া মায়াবশ্যতাক্রমে ভোগপর মন ও দেহদ্বারা প্রপঞ্চে কর্ম্মফল ভোগ করেন. সাধনভক্তিদ্বারা কর্ম্মজ্ঞানাবরণ-মুক্ত ও অন্যাভিলাষ শূন্য হইয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে করিতে মায়াপাশ-মুক্ত হন এবং ভাব ও প্রেমরাজ্যে স্থিত হইয়াও সাধনসিদ্ধভক্ত-নামে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন।

বিভিন্নাংশ ধর্ম্মক্রমে হরিবিমুখ জীবের চিদ্ধর্ম্মে মিশ্রভাব আসিয়া পড়ে অর্থাৎ তটস্থা শক্তি যে-কালে বহিরঙ্গা শক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া আপনাকে ভোগী বলিয়া জানেন, সেই-কালে তিনি জড়জগতে আসিয়া উপস্থিত হন। জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপব্যবহারই জড়জগতে কৃষ্ণবিমুখ হইয়া বাস করিবার কারণ। বিমুখতার প্রাচুর্য্যে তটস্থা শক্তি মন ও দেহদ্বারা অনিত্য জড়ভোগ করিতে আসিয়া ব্রহ্মাণ্ডে কর্ম্মফলের অধীন হন। আবার সুকৃতিবশে তিনি জড়জগতের উচ্চাবচনির্ণয়কারী বর্ণাশ্রমের অতীত হইয়া সাধনসিদ্ধিক্রমে পারমহংস্যধর্ম্ম গ্রহণ করেন। যাঁহারা পারমহংস্যধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারাই 'হরিজন'। আর যাঁহারা পারমহংস্য-ধর্ম্ম হইতে অধশ্চ্যুত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড আবাহন করিতে গিয়া প্রকৃতিসঙ্গ করেন, তাঁহারাই বর্ণাশ্রমে অবস্থিত। বর্ণাশ্রমাবস্থিত বদ্ধজীবগণ বৈষ্ণব পরম-হংসকেও বর্ণাশ্রমাবস্থিত মনে করেন। যখনই তাঁহারা হরিজনকে

প্রকৃতিজন হইতে পৃথক্ দৃষ্টি করেন, তখনই তাঁহাদের কৃষ্ণোন্মুখ-ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। নিষ্কপটভাবে বৈষ্ণব-পদাশ্রিত হইলেই বদ্ধজীবের মায়াবাদ ও কর্ম্মফলবাদ ছাড়িয়া যায়। ব্যবহার-রাজ্যে যমদণ্ড্য জীবগণ যমাদিদেব-প্রণম্য 'হরিজন'কে নিজের ন্যায় 'প্রকৃতিজন' মনে করেন। পরমহংস হরিজন প্রকৃতিজনকে নিজ-বর্ণাশ্রমাবস্থানরূপ দৈন্য জানাইতে গিয়া তাঁহাকে বঞ্চনা করেন মাত্র। বাস্তবিক হরিজন ও প্রকৃতিজন আসল ও মেকির ন্যায় পরস্পর বিপরীতধর্ম্ম-বিশিষ্ট।

বিভিন্নাংশ জীব ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান-কালে উপাস্য-বিচারে দুইটি বিভিন্ন রুচির অস্তিত্ব প্রদর্শন করেন। একটি—পরলোকে নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে রুচি। সেই ব্রহ্ম নিত্যকাল নির্ব্বিশেষ হইলেও বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বশে চালিত ভোগময় জীবগণের গ্রহণযোগ্য বস্তু নহেন। তজ্জন্য সেই নির্ব্বিশেষ রুচি নির্ব্বিশেষ কাল্পনিক বস্তুটিকে পঞ্চ বা সপ্ত দেবরূপে কল্পনা করিয়া বস্তুতঃ কতিপয় ভোগ্য জড়কে উপাস্যে স্থাপিত করে। অপরটি—নিত্য চিদ্‌সবিশেষে রুচি। তাদৃশ রুচিবিশিষ্ট জীবের একমাত্র উপাস্য বস্তুর নিত্য নাম, নিত্য রূপ,, নিত্য গুণ, নিত্য পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও নিত্যলীলা আছে। নির্ব্বিশেষ-ধারণা-ফলে মুক্ত অবস্থায় বিচিত্রতা নাই, চিন্ময় বিলাস নাই,—এরূপ দাম্ভিক মায়িক যুক্তিসকল বিষ্ণুর অভক্ত-গণকে আচ্ছন্ন করে। কেহ কেহ পারলৌকিক সত্তা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া 'নাস্তিক' নামে প্রসিদ্ধ হন।

পারলৌকিক স্থিতি-বিষয়ে অনাস্থাবান্, পারলৌকিক স্থিতি-বিষয়ে সম্পূর্ণ আস্থাবান্ এবং পারলৌকিক স্থিতি-বিষয়ে আস্থানাস্থা-বিশিষ্ট তটস্থ ত্রিবিধ মত—জীবের মধ্যে প্রবল। অনাস্থাবানগণের মধ্যে কেহ স্থির করিয়াছেন যে, পারলৌকিক অস্তিত্ব আদৌ নাই ; কেহ কেহ বলেন,—তাহাতে সন্দেহ হয় ; কেহ বলেন,—উহা অজ্ঞেয়। আস্থাবান্-সম্প্রদায় ভগবত্তা বা পারলৌকিক ব্যক্তিগত সত্তায় ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য, এই দুই প্রকার উপলব্ধি করেন। আস্থানাস্থা-বিশিষ্টগণ নির্ব্বিশেষ সত্তায় জীবের অখণ্ডজ্ঞান বা জ্ঞানরাহিত্যই পারলৌকিক নিত্যসত্তা বলেন। পারলৌকিক-সঙ্গে শ্রদ্ধার অভাব হইতে অনাস্থাবান্-সম্প্রদায় পৃথিবীতে থাকা-কালে নিজ-ভোগের উপাসনা করেন। তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে নিজাতিরিক্ত উপাস্য বস্তুর সেবা করেন না। তাঁহাদের অনুগমন করিয়া প্রচ্ছন্ন আস্থাবান্-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষ-বস্তুকেই চরমোপাস্যরূপে নির্ণয় করিয়া কতিপয় কাল্পনিক উপাস্যের আবাহন করেন।

নির্ব্বিশেষত্বে দুইটী মতভেদ দেখা যায়,—একটী চেতন-বৃত্তিরহিত, অপরটী চেতন-ক্রিয়ারহিত মত ; উভয়েরই নিত্য-উপাসনার অভাব। চেতন-বৃত্তি-রাহিত্যই চরমোপাস্য নির্ণয় করিয়া শূন্যবাদের অবতারণা হয়, আর চেতন-ক্রিয়া-রাহিত্যই মায়াবাদ বা নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্রবাদ বলিয়া পরিচিত। শূন্যবাদী ব্যক্তি ব্যবহারিক ক্রিয়ায় নীতিশাস্ত্রের মর্য্যাদা প্রদর্শন করেন। আর মায়াবাদী ব্যক্তি অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য-বস্তুকে ঈশ্বর জ্ঞান

করিয়া পাঁচপ্রকার প্রতিমা গঠন-পূর্ব্বক সদসদনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান-সমষ্টিকে কাল্পনিক ঈশ্বর-নামে অভিহিত করেন,—অখণ্ড-জ্ঞানের অভাবে ভাবী মুক্ত উপাস্য আপনাকে তাৎকালিক উপাসক মনে করিয়া পঞ্চদেবতার উপাসনা করেন। ইহাতে তাঁহাদের ভক্তিবৃত্তির সম্পূর্ণ অভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রীব্যাসদেব শ্রীপদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন,—

> দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
> বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥

অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম দ্বিবিধ ; বিষ্ণুভক্তি আশ্রয় করিয়া যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, তাহাই দৈব এবং তদ্বিপরীত অর্থাৎ যাহাতে ঐকান্তিকতার অভাবক্রমে ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদিময়ী লীলায় বাধা দিয়া, বৈকুণ্ঠবস্তুকে মায়িক মনে করিয়া কল্পনাপ্রভাবে পঞ্চদেবতার আরাধনা হয়, তাহা ভোগপর অদৈব সৃষ্টি।

এই শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যানের উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন লিখিয়াছেন। (ভাঃ ১১।৫।৩)—

> য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
> ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

বর্ণাশ্রমিগণের মধ্যে যাঁহারা নিজের স্রষ্টা পরমপুরুষ ঈশ্বরকে ভজন করেন না, বা অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুর আশ্রম হইতে

পতিত হন অর্থাৎ দৈবসৃষ্টি হইতে পতিত হইয়া তদ্বিপরীত আসুর-বর্ণাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হন।

বিষ্ণুভক্তিমান্ বর্ণাশ্রমী যেরূপভাবে দৈব-বর্ণাশ্রম নিরূপণ করেন, পঞ্চোপাসক বা নাস্তিক-সম্প্রদায় সেরূপভাবে বর্ণাশ্রম পালন করেন না। শ্রীমদ্ভাগবত (৭।১১।৩৫) বলেন,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

পুরুষের বর্ণপ্রকাশক যে-সকল লক্ষণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সেই লক্ষণগুলি যদি অন্যত্র দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে সেই সেই লক্ষণ-দ্বারা সেই সেই বর্ণে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। যিনি করিবেন না, তাঁহার প্রত্যবায় হইবে। এস্থানে বিনির্দ্দেশ করিবার বিধি এই যে, সংস্কার-বিহীন ব্যক্তিকে দশ-সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া শৌচসম্পন্ন, বেদাধ্যয়নরত, যজন-যাজনাদি ষট্‌কর্ম্ম-পরায়ণ, শৌচাচারস্থিত, গুরূচ্ছিষ্ট-ভোজী, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ করাইবার সুযোগ প্রদান করিবেন। আবার দশসংস্কারসম্পন্ন ব্রাহ্মণে যদি শূদ্র বা বৈশ্য-লক্ষণ সমুদিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সংস্কার-বিহীন করাইবে অথবা বৈশ্যোচিত ব্যবহার করাইবে,—ইহাই সত্যপ্রিয়তা। তদ্বিপরীতাচরণ স্বার্থপরতা ও শাস্ত্রাদেশ-পালনে শিথিলতা জ্ঞাপন করে।

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৯।২ শ্লোকের নীলকণ্ঠটীকাধৃত স্মৃতিবাক্যে আমরা জানিতে পারি,—

যস্যৈতেঽষ্টচত্বারিংশৎসংস্কারাঃ স ব্রাহ্মণঃ ॥ *

এই অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারযুক্ত ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ।

যদপ্যুক্তং গর্ভাধানাদিদাহান্তসংস্কারান্তর-সেবনাদ্ভাগবতানামব্রাহ্মণ্য-মিতি, তত্রাপ্যজ্ঞানমেবাপরাধ্যতি, ন পুনরায়ুষ্মতো দোষঃ; যদেতে বংশপরম্পরয়া বাজসনেয়শাখামধীয়ানাঃ কাত্যায়নাদিগৃহ্যোক্তমার্গেণ

* কর্ম্মমার্গীয়গণের মতে ৪৮টী সংস্কার ; যথা—

১। গর্ভাধান, ২। পুংসবন, ৩। সীমন্তোন্নয়ন, ৪। জাতকর্ম্ম, ৫। নামকরণ, ৬। নিষ্ক্রমণ, ৭। অন্নপ্রাশন, ৮। কর্ণবেধ, ৯। চৌড়কর্ম্ম, ১০। উপনয়ন, ১১। সমাবর্ত্তন, ১২। বিবাহ, ১৩। অন্ত্যেষ্টি, ১৪। দেবযজ্ঞ, ১৫। পিতৃযজ্ঞ, ১৬। ভূতযজ্ঞ, ১৭। নরযজ্ঞ, ১৮। অতিথিযজ্ঞ, ১৯। বেদব্রত চতুষ্টয়, ২০। অষ্টকাশ্রাদ্ধ, ২১। পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ, ২২। শ্রাবণী, ২৩। আগ্রায়ণী, ২৪। প্রৌষ্ঠপদী, ২৫। চৈত্রী, ২৬। আশ্বযুজী, ২৭। অগ্ন্যাধান, ২৮। অগ্নিহোত্র, ২৯। দর্শপৌর্ণমাসী, ৩০। আগ্রয়ণেষ্টি, ৩১। চাতুর্ম্মাস্য, ৩২। নিরূঢ় পশুবন্ধ, ৩৩। সৌত্রামণি, ৩৪। অগ্নিষ্টোম, ৩৫। অত্যগ্নিষ্টোম,৩৬। উক্থ, ৩৭। ষোড়শী ৩৮। বাজপেয়, ৩৯। অতিরাত্র, ৪০। আপ্তোর্যাম, ৪১। রাজসূয়াদি, ৪২। সর্ব্বভূতদয়া, ৪৩। লোকদ্বয়চতুর্থ, ৪৪। ক্ষান্তি, ৪৫। অনসূয়া, ৪৬। শৌচ, ৪৭। অনায়াস-মঙ্গলাচার, ৪৮। অকার্পণ্য অস্পৃহা।

ভাগবতীয়গণের মতে—

শ্রীমহাভারতে ৪৮টী সংস্কারের কথা উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে তাপ, পুণ্ড্র ও নাম—এই তিনটী কনিষ্ঠাধিকারগত সংস্কার। মধ্যমাধিকারে মন্ত্র ও যোগ বা যাগ—এই দুইটী লইয়া তাপাদি পঞ্চ সংস্কার। উত্তমাধিকারে নবেজ্যা কর্ম্ম, পঞ্চবিংশতি সংস্কারাত্মক অর্থপঞ্চকতত্ত্বজ্ঞান এবং বিপ্রত্বসাধক নয়টী সংস্কার-প্রদাতৃত্ব বিদ্যমান। মন্ত্রের উপদেশে যে দীক্ষা-বিধান, তাহাতে দ্বিজসংস্কারে গর্ভাধানাদি দশটী সংস্কার গ্রহণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত আছে। মহাভাগবত-অধিকারে নয়টী সংস্কার প্রদানের যোগ্যতালাভরূপ সংস্কার সর্ব্বসমষ্টি ৪৮ সংখ্যা। শ্রীযামুনাচার্য্য ও অপ্যয়দীক্ষিতাদি যে চত্বারিংশৎ সংস্কারের কথা বলেন, তাহাতে বিপ্রত্বকে একটী সংস্কার গণনা করিলে চল্লিশটী সংস্কার সিদ্ধ হয়।

গর্ভাধানাদিসংস্কারান্ কুর্ব্বতে; যে পুনঃ সাবিত্র্যনুবচন প্রভৃতি ত্রয়ী-ধর্ম্মত্যাগেন একায়নশ্রুতিবিহিতানেব চত্বারিংশৎ সংস্কারান্ কুর্ব্বতে তেঽপি স্বশাখা-গৃহ্যোক্তমর্থং যথাবদনুতিষ্ঠমানাঃ ন শাখান্তরীয়কর্ম্মানুষ্ঠানাদ্-ব্রাহ্মণ্যাৎ প্রচ্যবন্তে, অন্যেষামপি পরশাখা-বিহিত-কর্ম্মানুষ্ঠাননিমিত্তা-ব্রাহ্মণ্য-প্রসঙ্গাৎ॥

(শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্যম্)

"গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া দাহপর্য্যন্ত যে-সকল সংস্কার আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া সংস্কারান্তরের সেবা করিলে ভাগবতগণ ব্রাহ্মণ্য হইতে ভ্রষ্ট হন",—এইরূপ উক্তিতে বক্তার অজ্ঞানই অপরাধী, কিন্তু আয়ুষ্মান্ বক্তার কোন দোষ নাই; যেহেতু তাঁহারা বংশপরম্পরাক্রমে বাজসনেয়-শাখা অধ্যয়ন করিয়া কাত্যায়নাদি গৃহ্যোক্ত মার্গানুসারে গর্ভাধানাদি সংস্কার করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা সাবিত্র্যনুবচন প্রভৃতি (যজ্ঞোপবীত ধারণনির্ণায়ক শ্রুতি) বেদধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া "একায়ন-শ্রুতি"-বিহিত চত্বারিংশৎ সংস্কারের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও স্বশাখা-গৃহ্যোক্ত বিষয় যথানিয়মে অবলম্বন করিয়া শাখান্তরীয় কর্ম্মের অননুষ্ঠান-হেতু কখনও ব্রাহ্মণ্য হইতে প্রচ্যুত হন না। কারণ, তাহা হইলে অন্যশাখিগণেরও পরশাখোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান না করায় অব্রাহ্মণ্য-প্রসঙ্গ হইতে পারে।

সরলতা-রহিত হইয়া যে-সকল ভক্তি-বর্জ্জিত ভোগি-সমাজ সত্যের অমর্য্যাদা করে, বিষ্ণুভক্ত দৈক্ষ-সাবিত্র-সমাজ তাহাদিগকে আদর করিতে পারেন না। তাৎপর্য্যজ্ঞানহীন ভারবাহি-সমাজ

স্বীয় স্বার্থপরতা পোষণ করিতে গিয়া দৈব-বর্ণাশ্রমের প্রতি যে অসূয়া প্রদর্শন করে, তাহা তাহার যোগ্যতার পরিচায়ক নহে। আসুর-সমাজ পতিত বলিয়া তাহার সহিত দৈব-সমাজের যোগদান করিতে হইবে,—এরূপ নহে। দৈব-সমাজ সর্ব্বদাই আসুর-ভাবাপন্ন বিশ্রবাতনয়-স্তাবকগণকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত এবং হিরণ্যকশিপু-পুত্র শ্রীপ্রহ্লাদকে গ্রহণ করিতে সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব। অসুর-কুলেও বিষ্ণুভক্ত দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। দেব-ব্রাহ্মণকুলেও বিষ্ণুভক্তি-বিরোধী লোকের অসদ্ভাব নাই। সকল কুলেই বিষ্ণুভক্ত জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। তথাপি তাঁহার শৌক্রজন্ম ও কর্ম্মফল-জন্য দুর্জ্জাতিত্বে অবস্থান বিচার করিলে অসুর-জন্মোচিত বর্ণাশ্রম বিচার হয় বলিয়া বিষ্ণুভক্তিপর দৈব-সম্প্রদায় তাদৃশ বিচার করেন না। সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অসৎসম্প্রদায়ের নির্ব্বিশেষপর পঞ্চোপাসনা অথবা অবিচারিত বিধানপুষ্ট বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অসৎ বলিয়া উক্ত মতবাদ স্বীকার করেন না। দৈন্যবশতঃ পরমহংস বৈষ্ণবগণ লক্ষণানুসারে বর্ণাশ্রম অঙ্গীকার না করায়, সকল ক্ষেত্রে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহাদের দৈন্য-অপসারণ-পূর্ব্বক লৌকিকভাবে তাঁহাদিগকে বৈদিক অনুষ্ঠানে বাধ্য করেন নাই। যে-স্থলে বৈষ্ণবগণের প্রতি আসুর-বর্ণাশ্রমিগণের প্রবল অত্যাচার প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে বিনির্দ্দেশের কর্ত্তব্যতা বিচার করিয়া চিরদিনই শুদ্ধ বর্ণাশ্রম রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

এই প্রবন্ধের প্রকৃতিজনকাণ্ডে সহস্রাধিক শুদ্ধবর্ণাশ্রমীর

ইতিহাস উদ্ধৃত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত অবৈষ্ণবপর বর্ণাশ্রম ও অভক্তপর ব্যবহার ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের সর্ব্বোচ্চাধিকারের কথা-সকল শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ বৈষ্ণব-জ্ঞানে বিষ্ণুভক্তের ব্যবহারে তাঁহাদিগকে দৈক্ষ-ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশের কোন ব্যাঘাত হয় নাই।

শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের শ্রীরামানন্দীয় শাখায় শুদ্ধবর্ণাশ্রমের পালন বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। পূর্ব্বকালে এইরূপ ভাবেই শুদ্ধ-বর্ণাশ্রম গঠিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ স্বার্থপরতার প্রাবল্যে, জড়াভিনিবেশের উৎকর্ষে বর্ণাশ্রমের তাৎপর্য্য-বিস্মৃতি ঘটিয়া একটী জীবনহীন বর্ণাশ্রম-প্রণালী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। উহাকে দৈব-বর্ণাশ্রম-সৃষ্টি বলা যাইতে পারে না। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের স্মৃত্যাচার্য্য শ্রীমদ্গোপাল ভট্টপাদ সর্ব্ব-কুলোৎপন্ন যোগ্য বালকদিগকে দৈব-বর্ণাশ্রম-বিধানক্রমে বৈদিক দশ-সংস্কারে সংস্কৃত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার পদ্ধতি-মতে শ্রীশ্যামানন্দ দেব-সম্প্রদায়ে, শ্রীনিত্যানন্দ-শাখায়, শ্রীকৃষ্ণদাস নবীন হোড়-সম্প্রদায়ে, গৌরগণে শ্রীরঘুনন্দন-শাখায় বৃত্তগত লক্ষণ-ক্রমে দৈক্ষ্য-সাবিত্র্য-সংস্কার বহুদিন হইতে আরম্ভ হইয়া অদ্যাপিও প্রচলিত আছে। আবার গৌড়ীয়-গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণের ভিন্ন ভিন্ন শাখার অধস্তনগণ পরমার্থে ঔদাসীন্য-ক্রমে লক্ষণ-ভ্রষ্ট হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব শৌক্রবর্ণে অবস্থান করিতেছেন, মনে করেন। দুর্জ্জাতিত্বাভিমান লক্ষণ-হীনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কোথাও বা বিষ্ণুভক্তিবিহীন হইয়া আচার্য্যের শৌক্র অধস্তনগণ

আসুর-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থানকে নিজ-ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেছেন। নিজের সামাজিক পতন-আশঙ্কায় পঞ্চোপাসক-অবৈষ্ণব-সমাজের সহিত তাঁহারা আদান-প্রদানাদি পর্য্যন্ত করিতেছেন। ঐগুলি পরমার্থে উদাসীন অধঃপতিত জীবগণের উপযোগী।

বৈষ্ণবের উদারতায় অসদাচারী সমাজের মধ্যে বিষ্ণুভক্ত জন্ম-গ্রহণ করিতে পারেন বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায়, 'যে-যে কুলে বৈষ্ণব উদ্ভূত হন, সেই সেই কুলকে তিনি পবিত্র ও উদ্ধার করেন,'—এই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য বাঙ্‌মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাহা হইলে ইহাই জানা যায় যে, আদৌ কোন কুলে বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিতেছেন না। যদিও বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন, তথাপি অসুর-স্বভাব স্বার্থপর-সমাজ তাহা স্বীকার করিতেছেন না, বুঝিতে হইবে। যে-দেশে সমাজ বিষ্ণুভক্তি-রহিত হইয়া স্থানভ্রষ্ট ও অধঃপতিত হইয়াছে, সেখানে কখনও শুদ্ধবর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা দৈব-সৃষ্টি লক্ষিত হয় না। পদ্মপুরাণ বলেন,—

> শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
> বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুণাতি ভুবনত্রয়ম্॥
> ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
> সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥
> শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
> বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥
> ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
> স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ॥
> তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ।

জগতে কুক্কুর-ভোজী চণ্ডালের ন্যায় অবৈষ্ণব-বিপ্রকে দর্শন করা নিষিদ্ধ। বৈষ্ণব যে-কোন বর্ণে আবির্ভূত হউন না কেন, তিনি ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন।

ভগবদ্ভক্তগণ শূদ্র নহেন; পরন্তু তাঁহারা ভাগবতোত্তম। যাঁহারা শ্রীজনার্দ্দনের ভক্ত নহেন, তাঁহারাই সকল বর্ণের মধ্যে শূদ্র-পদবাচ্য।

যে-ব্যক্তি শূদ্রকুলে, নিষাদকুলে বা শ্বপচকুলে আবির্ভূত ভগবদ্ভক্তকে জাতি-বুদ্ধিক্রমে দর্শন করে, সে নিশ্চিতই নরকে গমন করে।

এই অষ্টবিধা ভক্তি যদি ম্লেচ্ছকুলোৎপন্ন ব্যক্তিতেও দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী ও পণ্ডিতকেই নৈবেদ্য অর্পণ করিতে হইবে, তাঁহারই প্রসাদ গ্রহণ কর্ত্তব্য এবং শ্রীহরির ন্যায় তিনিও পূজ্য।

এই সকল শাস্ত্রবাক্যই অধঃপতিত বর্ণাশ্রমীকে ঊর্দ্ধে উন্নত এবং ভক্তিহীন বর্ণাশ্রমীদিগকে নিম্নে পাতিত করিবার বিধি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ॥
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্ মে হৃদয়াৎ ত্রয়ী।
বিদ্যা প্রাদুরভূৎ তস্যা অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ॥
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ॥
(ভাঃ ১১।১৭।১০,১২,১৩)

পুরাকালে হংস-নামে একটি জাতি ছিল। পরে সত্যযুগ অতীত হইলে ত্রেতার আরম্ভ হইতে গুণ-কর্ম্ম-বিভাগ-দ্বারা চারিটী বর্ণ বিভক্ত হইয়াছে,—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্‌॥ (ভাঃ ১১।৫।২)

অর্থাৎ সত্ত্বগুণ-দ্বারা ব্রাহ্মণ, সত্ত্বরজোগুণ-দ্বারা ক্ষত্রিয়, রজস্তমোগুণ-দ্বারা বৈশ্য এবং তমোগুণ-দ্বারা শূদ্র, বিরাট্‌ পুরুষের মুখ, বাহু, উরুদেশ ও পদ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
বক্ষঃস্থলাদ্‌বনেবাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ॥
(ভাঃ ১১।১৭।১৪)

পুরুষের শিরোদেশ হইতে সন্ন্যাস-আশ্রম, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচারীর আশ্রম, বক্ষঃ হইতে বানপ্রস্থের আশ্রম এবং জঘনদেশ হইতে গৃহস্থাশ্রম উদ্ভূত হইয়াছিল। ক্রমশঃ বর্ণাশ্রম ব্যভিচার প্রাপ্ত হইয়া গুণের অনাদর করিতে আরম্ভ করায় এক্ষণে কেবল শৌক্রপথানুসারে বর্ণাদির বিভাগ লক্ষিত হয়। যদি কেবল শৌক্র-পথ-দ্বারা গুণ-কর্ত্তৃক বিভাজ্য বর্ণ-নির্ণয় উৎসাদিত করিয়া বর্ণ নির্ণীত হইত, তাহা হইলে জাত-সংস্কারের সঙ্গে-সঙ্গে উপনয়ন-সংস্কার দিবার আবশ্যকতা ছিল; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে মানবকের বৃত্তি পরীক্ষা করিয়া তাহাতে সত্ত্বগুণ লক্ষিত হইলেই মানবককে উপনয়ন-সংস্কার দিয়া বেদ অধ্যয়ন করান হয়। উপনয়ন-সংস্কার জীবনের প্রথমেই দেওয়া আবশ্যক। সংস্কারের

পরে বেদাধ্যয়ন ও অনুষ্ঠানাদি বাকী থাকে। জীবনের শেষ-ভাগে কেহ ব্রাহ্মণ হইতে অভিলাষ করিলে তাহাকে বাধা দিবার অনেক শ্রুতিমন্ত্র আছে। উপযুক্ত সময়ে যথাকালে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ না করিলে তাহাতে কৃতিত্ব-লাভ অনেকের ভাগ্যে ঘটে না। ক্ষত্র, বৈশ্য ও শূদ্রের অধিকার লাভ করিয়া তাহাতে জীবনের অনেকাংশ বৃথা কাটাইয়া দিলে ব্রাহ্মণোচিত পরমার্থানুশীলন বাধা প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য বিশ্বামিত্র, বীতিহব্য প্রভৃতিকে ব্রাহ্মণতা-লাভে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু জীবনের প্রথম-মুখে আচার্য্য-কর্ত্তৃক বৃত্ত বা স্বভাব পরীক্ষা করিয়া অনেকস্থলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদির তনয়গণকে উপনয়নাদি-সংস্কার দিয়া ব্রাহ্মণ করা হইত। যাঁহারা যথাকালে উচ্চবৃত্তগত পরিচয় দিতে অযোগ্য হইতেন, তাঁহাদিগকে নিজ-নিজ স্বভাবোচিত বর্ণ গ্রহণ করিতে হইত। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, মহাভারত, হরিবংশ ও অষ্টাদশ পুরাণ ইহার সাক্ষ্য দিবে। যেখানে আচার্য্যের বিচারে অক্ষমতা, সেই সেই স্থলে স্থূলভাবে সাধারণতঃ পিতার বর্ণানুসারে পুত্রের স্বভাব নিরূপিত হইত। মহাভারতে শৌক্রজাতিগত বিচার-নির্ণয়-বিষয়ে কলিযুগে সন্দেহ করিবার কথা উল্লিখিত আছে। সরলতা ও সত্যপ্রিয়তাই সত্ত্বগুণময় ব্রাহ্মণের প্রধান লক্ষণ। আবার শৌক্র-জন্মের উক্তি-বিষয়ে নানাপ্রকার ভিন্ন মত উপস্থাপিত হইয়াছে।

লৌকিক রুচি পরীক্ষার কাল—আট হইতে বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত। এই পরীক্ষা-কাল উত্তীর্ণ হইলে সাংসারিক বিচারে

মানবকের ব্রাত্য-সংজ্ঞা-কাল আরম্ভ হইয়া থাকে। তাই বলিয়া পারমার্থিক রুচির কাল লৌকিক কালের ন্যায় নির্দ্দেশ করা উচিত নহে। যেহেতু কোন ভাগ্যক্রমে যে-কোন কালে জীবের পরমার্থে রুচি উদিত হয় ; তখন তাঁহার ব্রাত্যাদি-বিচার স্থগিত করাইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব শ্রীবিষ্ণুভক্তির নিদর্শন পাইলেই তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ পারমার্থিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে বাধা নাই। অনেক স্থলে অযোগ্য ব্রাত্যের মধ্যে পারমার্থিকী বা পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা প্রদত্ত হয়। সাবিত্র্যাধিকারযুক্ত পারমার্থিক চেষ্টাকে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান বলে। যেখানে সাবিত্র্যাধিকার পূর্ব্বে গৃহীত হয় নাই, তথায় ব্রাত্যগণের বৈদিকী দীক্ষা বৈধী বলিয়া গৃহীত হয় না। আবার বিবাদযুগে বা কলিযুগে বৈদিক অনুষ্ঠান-জাত সংস্কার সুষ্ঠু ভাবে হইবার সম্ভাবনা না থাকায় সাবিত্র্যাধিকার-প্রাপ্ত দ্বিজের শূদ্রকল্প-সংজ্ঞাই লভ্য হয়। সেজন্য অধিকার-লাভের বিচার উত্থাপিত না করিয়া পাঞ্চরাত্রিক-বিধি-মত দীক্ষা-প্রদানের পরেই নিগমোক্ত অনুষ্ঠান সর্ব্ববাদি-সম্মত। এই প্রকার আগম-নিগমের সহযোগেই জীবগণের পরস্পর বিবদমান পক্ষপাতিত্ব নিরস্ত হইয়াছে। বৌদ্ধবিপ্লবে ভারতে যখন বৈদিক অনুষ্ঠান অবিমিশ্রভাবে সাধিত হইতে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেইকালে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য এইরূপ উপদেশ অনেক স্থলে গৃহীত হইয়াছে। ক্রমশঃ আবার পারমার্থিক চেষ্টা শিথিল হওয়ায় বিষ্ণুভক্তি হইতে অধঃপতিত সমাজে বিকৃত বর্ণাশ্রম-পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে।

ফলভোগময় কর্ম্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া শ্রীহরি-বিমুখ জীবনের বর্ণাশ্রম এবং হরিসেবাময় সামাজিকগণের বর্ণাশ্রম —আসুর ও দৈবভেদে দুই প্রকার; ইহা পূর্ব্বেই বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। শৌক্র-সাবিত্র-সমাজ অথবা দৈক্ষ-সাবিত্র-সমাজ একযোগেই বিবাদশূন্য হইয়া পরমার্থ-সাধনে অগ্রসর হইতে পারেন। তাঁহারা যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পার্থিব কাম-চেষ্টার কিঙ্কর হন, তাহা হইলে আর তাঁহাদের নিত্য-হরিজন হইবার সৌভাগ্য থাকে না। আসুর-সমাজ রক্ষা করিবার উদ্দেশে পরমার্থ ছাড়িয়া প্রাকৃত বর্ণাশ্রমকে বহুমানন করিলে নিত্য-মঙ্গলের ব্যাঘাত ঘটিবে। জড়জগতে স্বার্থ পরমার্থকে আচ্ছাদন করিলে কিরূপ শুভোদয় হয়, তাহা মিছা-ভক্তগণ নিরুপাধিক হইয়া বিচার করিবেন। আমরা প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদের অনভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করিতে বিরত হইব। তাঁহাদিগকে পরমার্থ-রাজ্যে ক্রমশঃ নীরবে অগ্রসর হইতে দেখিলে আমাদের আনন্দোৎসব বৃদ্ধি পাইবে।

পারমার্থিক-পথের বর্ণাশ্রমিগণ পরমহংসগণের আনুগত্যে অনিত্য জড়ের দম্ভে প্রমত্ত নহেন; সুতরাং তাঁহারা পরমার্থী হইতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে সেই প্রকার নিরপেক্ষ পদবী লাভ হইলে তাঁহারাই বুঝিবেন যে, সকাম উপাসনা প্রাকৃত এবং কৃষ্ণপ্রীতিরূপ নিষ্কাম নিত্য আত্মধর্ম্মে বা দৈব-বর্ণাশ্রমে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। দেহ ও মন যে-কালে অনিত্য বিচার লইয়া বৈষ্ণবের সহিত বিরোধ করিতে প্রমত্ত, তখন তাহাদের

আত্মবৃত্তিতে অবস্থান হয় নাই, জানিতে হইবে। বৈষ্ণবই বিষ্ণু-পূজার একমাত্র অধিকারী। মায়া সম্বল করিয়া দেহ ও মন কখনই বিষ্ণু-পূজা করিতে সমর্থন হয় না। আসুর বর্ণাশ্রমিগণ কখনই বিষ্ণু-পূজা করিতে পারে না। তাহাদের পূজা বিষ্ণুর অঙ্গে শেল বিদ্ধ করে মাত্র। বৈষ্ণব-পূজা বাদ দিয়া বিষ্ণুর পূজা সম্ভবপর হয় না। শাস্ত্রপাঠী অনেকেই জানেন যে, বিষ্ণু-পূজার পূর্ব্বে গুরু-পূজা ও বিঘ্নেশ বৈষ্ণব গণেশের পূজা অবশ্যই কর্ত্তব্য। অর্দ্ধকুক্কুটী-জরতী-ন্যায়াবলম্বনে বৈষ্ণব-পূজা-রহিত বিষ্ণু-পূজার কোন মূল্যই নাই।

বৈষ্ণবই অপরকে বিষ্ণু-পূজার অধিকার দিতে সমর্থ। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কোন কালেই বিষ্ণুমন্ত্র প্রদান করিতে পারেন না। গুরু-বৈষ্ণবের অপূজক বা নিন্দাকারী ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্র লাভ করিতে পারেন না। যিনি যে-বস্তুর নিজেই অধিকারী নহেন, তিনি তাহা অপর ব্যক্তিকে কিরূপে প্রদান করিবেন? এজন্যই শাস্ত্র বলেন,—অবৈষ্ণবোপদিষ্ট মন্ত্রদ্বারা বিষ্ণু-পূজা হয় না। তাদৃশ অবৈষ্ণব-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-গুরুর নিকট হইতেই দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা লাভ করিতে হয়। বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে জীবের কোন মঙ্গল উদিত হয় না। শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মনীষী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পারমার্থিক জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা জগতে স্থাপন করিয়াছেন।

নরজীবনে সৎকর্ম্মকামী বিদ্বন্মণ্ডলী পিতৃগণকে পরলোকে

প্রেতাদি-যোনি হইতে উদ্ধার-কামনায় 'শ্রাদ্ধ'-নামক কৃতজ্ঞতা-মূলে যে যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানের আবাহন করেন, তাহা সাধারণ অকৃতজ্ঞ-মানব-সমাজের আদরের বিষয় হইলেও পারমার্থিক-জীবনে উহা সেইরূপে অনুষ্ঠিত হয় না। জীবমাত্রেই কৃষ্ণদাস। অপ্রাকৃত দাস্য বিস্মৃত হইয়া তাঁহাদের দেহ ও মনের চেষ্টাদ্বারা কর্ম্মক্ষেত্রে যে ভ্রমণ-পরায়ণতা দেখা যায়, তাহা নির্ম্মল শুদ্ধ আত্মার নিত্যধর্ম্ম নহে। উহা নৈমিত্তিক ও কামজ ধর্ম্মমূলে প্রতিষ্ঠিত মাত্র। পারমার্থিক-সমাজ শ্রদ্ধায় শ্রীমহাপ্রসাদ-দ্বারা তাঁহাদিগের পরলোকগত পূজ্যবর্গের যে সেবা করেন, তাহা কর্ম্মকাণ্ডীয় ক্রিয়া হইতে ভিন্ন। পরমার্থ বাধা পাইবে বলিয়া কর্ম্মীর বিশ্বাসের অনুগমন করিতে বৈষ্ণব সম্পূর্ণভাবে অসমর্থ। বৈষ্ণব-নামধারী সমাজ বহির্ম্মুখ কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের সামাজিক ছায়ায় বাস করেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া পরমার্থে জলাঞ্জলি দেওয়া সমীচীন নহে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থে বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধবিধি যেরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উহাই পারমার্থিকের সর্ব্বতোভাবে অনুগমনীয়।

শুদ্ধ্যশুদ্ধি-বিবেক বা আচার-সদাচারের নানাকথা দৈব ও আসুর-সমাজে বিভিন্নভাবে গৃহীত হয়। যাহাতে পরমার্থের বাধা হয়,—এরূপ কোন কার্য্য বৈষ্ণবের আদরণীয় নহে। লৌকিক স্মার্ত্তমণ্ডলী বস্তুর শুদ্ধ্যশুদ্ধি বিবেচনা করেন মাত্র। তাঁহাদের আদৌ কোন পারমার্থিক-জ্ঞান না থাকায় নিম্নাধিকারে যে-সকল আচারের শ্রেষ্ঠতা তাঁহারা প্রতিপাদন করেন, তাহাই

যে পরমার্থীর কেবল অনুষ্ঠেয়,—এরূপ নহে। উভয়ের আচার ও ব্যবহার-গত বৈষম্য দেখিয়াই যে তাঁহাদিগকে সমস্তরে আনিতে হইবে,—এরূপ যুক্তি সমীচীন নহে। ব্রহ্মচারীর কামাচার নিষিদ্ধ হইলেও গৃহস্থের সদাচারে নানা প্রকার কামনার আবাহন দৃষ্ট হয়। সেজন্য কি গৃহস্থ নিন্দিত হইলেন? যথাযোগ্য আচার নিজ-নিজ অধিকারে গুণ বলিয়া কথিত, আবার ভিন্নাধিকারে তাদৃশ গুণের আদর হইতে পারে না। বৈষ্ণব বা পরমহংসের আচার—বর্ণাশ্রমীর আচার হইতে পৃথক্। সুতরাং তাঁহাদের উভয়ের সাম্যাচার করাইবার প্রয়াসটী ঘৃণ্য।

ব্যবহার কাণ্ডের বিশদভাবে আলোচনা হওয়া আবশ্যক এবং তাদৃশ আলোচনার এস্থলে ক্ষেত্রাভাব জানিয়া প্রবন্ধান্তরের অপেক্ষায় তারতম্য-প্রবন্ধ এখানেই সমাপ্ত হইল। ওঁ হরিঃ।